রাজমাতা

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া, হুগলী।

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

প্রকাশক ঃ—

শ্রীনিস্তারণ গুপ্ত

জনশক্তি কার্য্যালয়, শ্রীহট্ট।

শ্রীহট্ট শক্তি প্রেসে

শ্রীবিনয়ভূষণ রায়

ও

শ্রীহট্ট কোটীচাঁদ প্রেসে

শ্রীফণীন্দ্র চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কার্ত্তিক, ১৩৪২ বাংলা

মূল্য এক টাকা

মা—

আধুনিকতা ও শিক্ষা-বর্জ্জিত কোন অজ্ঞাত পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহে তুমি জন্মিয়াছিলে—এক দরিদ্রের খড়ো ঘরে মাটির কোলে জন্ম দিযাছিলে তোমার সন্তানের। যে মাটীতে তোমার মাতৃত্ব—একদিন সকলের অজ্ঞাতেই অকস্মাৎ তুমি সেই মাটির কোলেই শেষ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কবিলে।

সে-ই তোমার দবিদ্র সন্তান—গড়িতে চাহিল রাজমাতা। হয়ত ধূলি-মলিন বুভুক্ষু আত্মা ‍ ।'ব মনের ও জ্ঞানের অগোচরে থাকিয়া রাজত্বের দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে! তা-ই এই রাজমাতার সৃষ্টি? কিন্তু ইহা দুবাশা, বাস্তবতা—সত্য এক্ষেত্রে লাঞ্ছত—ইহা মূঢ়তা।

জীবনে দিতে পারি নাই মা, তোমায় বিন্দুমাত্র সেবা ও তৃপ্তি—তা'র পরপারে কিছু পৌছানর আকাঙ্ক্ষা আমি পোষণ করি না। কিন্তু :তুমি যে আছ, সেই পল্লী-লক্ষ্মী—দৃঢ়চিত্তা সবল-সুন্দর-দেহশালিনী তেজস্বিনা মা আমার! সর্বক্ষণে এই হৃদয় জুড়িয়া। সে-ই আমার মাকে আজ স্মরণ করিতেছি—আমার এই সৃষ্টি-প্রয়াস-পথে।

রাজমাতা ছিলে না—রাজমাতা কখনও হইতে না—কিন্তু তোমার ছেলের হাতে-গড়া 'রাজমাতা'র আসা ও আশা কি হইবে সার্থক?

—বিনোদ।

ভূমিকা

কোনও পুস্তকের ভূমিকা লেখার যোগ্যতা আমি অর্জ্জন করি নাই, তাহা খুবই বুঝি। তবু এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণ—গ্রন্থকার বিনোদবাবুর সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য এবং গ্রন্থ-রচনায় তাঁহাকে নিয়োজিত করাইতে আমার উৎসাহ। প্রায় পাঁচ ছয় বছর পূর্ব্বে 'রামের বনবাস' নিয়া একখানা নাটক লিখিতে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি। তদনুযায়ী তিনি একখানা নাটকও লিখিয়াছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমান নাটকের সহিত তা'র পার্থক্য অনেক। ইতিমধ্যে মূল রামায়ণ অনুযায়ী তিনি বহুলাংশের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন এবং বাল্মীকির পদাঙ্ক-অনুসরণে গোটাকয় চরিত্রেরও অবতারণা করিয়াছেন।

যে করুণ কাহিনী এই নাটকের আখ্যান-বস্তু, সহজ করতালির লোভে অতিব্যঞ্জনার দ্বারা তিনি কোথাও তাহা ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন নাই; একটি সু-সংযত ভাব আগাগোড়া রক্ষা করিয়াছেন। পিতা দশরথের শোক, বিমাতা কৈকেয়ীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, মাতা কৌশল্যা ও পুত্র রামচন্দ্রের চিত্তস্থৈর্য্য, ভ্রাতা ভরতের ক্রোধ অঙ্কনে কোথাও তিনি

রাজ পরিবারের গৌরব ক্ষুণ্ণ করেন নাই। এমন কি, মন্থরার ঔদ্ধত্যও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাপাইয়া উঠে নাই। শুধু ইহাই নহে, পৌরাণিক নাটক বর্ত্তমান কালোপযোগী করিতেও বিনোদবাবু চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ, বনবাসী রামচন্দ্রকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চার্ব্বাকপন্থী জাবালির যুক্তিবাদ এবং গুহকের প্রতি রামচন্দ্রের উক্তির উল্লেখ করা চলে—

"নহি রাজা. নহি ধনী, নহি ত শাসক—
আসিয়াছি ধূলিময় পথপ্রান্তে নামি,
মানুষের সনে সখ্য করিতে স্থাপন।"

সর্ব্বোপরি দশরথের চরিত্র-সৃষ্টিতে বিনোদবাবু যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। একযোগে রাম ও কৈকেয়ীর প্রতি পরস্পর-বিরোধী অনুরক্তি, ন্যায়ের সহিত স্নেহের সংঘাত, অভিশাপ ও মোহের হাত এড়াইবার জন্য প্রতিকার্য্যে একটা মর্য্যাদাসম্পন্ন প্রচ্ছন্নতার ভাবচরিত্রটির প্রতি রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই সহানুভূতি ও সম্ভ্রম যুগপৎ উদ্রেক করিবে।

'রাজমাতা' পাঠক এবং দর্শক উভয়েরই তৃপ্তিসাধন করিবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীহট্ট
১০ই কার্ত্তিক ১৩৪২বাং

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দেব

আত্মকথা

নাটক প্রণয়নের দুঃসাহসিকতার জন্য বিনয়-প্রকাশে আমার এই আত্মকথার সূচনা নয়, নিজের রচনা-বিশ্লেষণও করিব না। শুধু আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাই—সেই সব অকৃত্রিম বন্ধুদের কাছে—যাঁদের সহানুভূতি আনুকূল্যে আমার প্রয়াস লোক-চক্ষের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

গায়ক-কবি বন্ধু শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের গানখানি লিখিয়া দিয়াছেন। এই ঋণও সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি। —লেখক।

নাটকের চরিত্রবৃন্দ

বশিষ্ঠ, জাবালী, দশরথ, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র, গুহক, দূত, প্রতিহারী, রক্ষী, বৈতালিক, পথিক, অপরিচিত ব্যক্তি, অযোধ্যা নগরবাসিগণ, সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিকবৃন্দ।

কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, মন্থরা, ইন্দুলেখা, বিচিত্রা, নাগরিকা ও পরিচারিকাগণ প্রভৃতি।

———०:०———

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থকার বা প্রকাশক পোঃ শ্রীহট্ট
এবং কোটাচাঁদ লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট।

রাজমাতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ। বাহিরে উৎসব চলিতেছিল। সর্বত্র যং উচ্ছ্বসিত আনন্দ, জয়ধ্বনি বাদ্য-ভাণ্ডের তুমুল নিনাদ—উৎসব গীতি শোনা যাইতেছিল। একটা বিরাট উৎসব। আনন্দ উৎফুল্ল রাজা দশরথ বিশ্রাম কক্ষে একাকী পদচারণা করিতেছেন। রাণী কৌশল্যা প্রবেশ করিলেন।

দশরথ — রাণি! শুনিতেছ? রাজ্যবাসী আনন্দে উন্মাদ—
কত ভালবাসে তা'রা রামে।

কৌশল্যা— ভালবাসে রামে—ভালবাসে পিতারে তাহার।
অযোধ্যায় কেবা আছে—রাজ-অনুরক্তি-হীন?

দশরথ— কেহ নাই?—প্রজা না থাকিতে পারে,
কিন্তু রাজ অন্তঃপুরে—
আছে একজন,—নহে রাজ-ভক্ত,
দশরথ-অনুরাগী। তারে সদা,
ভয় করি, স্নেহ করি—ভালবাসি আমি।

কৌশল্যা— কে এমন ভাগ্যবান? রাজ স্নেহে—

দশরথ— ভাগ্যহীনা তুমিই সে-জন।

কৌশল্যা— আমি রামের জননী
দশরথ রাজার মহিষী, ভাগ্যহীনা—
রাজানুরক্তিও নাহি মোর?
সত্য নহে মহারাজ!—

দশরথ— সত্য নহে? বল দেখি রাণি!—
সপত্নীর প্রিয়তম স্বামী তব বলি
অন্তরের অন্তস্থলে ওই,
লুক্কায়িত আছে না কি গোপন বেদনা?
এ সত্য গোপন তুমি কেমনে করিবে?
সারা দিন বদ্ধ থাকি অর্চ্চনা মন্দিরে
চাহ না কি সে-ব্যথা মুছিতে?
কিন্তু রাণি! আজ বল, তোমারই সন্তান
আমার কামনা-শ্রেষ্ঠ সাধনার ধন—
রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে—
একি নহে বিজয় তোমার?

কৌশল্যা— আমার বিজয় কিসে? রাজপুত্র রাম,
তা'র যৌবরাজ্য-অভিষেক—
ইহা নহে অঘটন কিছু।
আমি রামের জননী—মহারাজ পিতা,
সাফল্যে তাহার, গৌরব যদিবা থাকে
উভয়েই হব অংশ-ভাগী।
আর মোর সঞ্চিত বেদনা—

দশরথ— না, না রাণি,—একথা এনো না মুখে।
মানব কামনা-শূন্য শুনেছ কখন?
কামনা-বাসনা দ্বন্দে ক্ষত এ পৃথিবী,
সংসারের মায়া-ত্যাগী অরণ্য নিবাসী
তা'রাও কি কামনা-বিহীন?
কামনা বিরুদ্ধ-দ্বন্দে জাগিবে বেদনা,

এতো স্বাভাবিক—তবে কেন ?
আজ আর নাই ব্যথা—নাই কাতরতা,
আনন্দের অপূর্ব্ব পরশে……

[আড়াল হইতে মন্থরা উঁকি মারিল]

কে—কে—কে তুমি এখানে ?

[মন্থরা প্রকাশ্যে বাহির হইয়া আসিল]

মন্থরা— মহারাজ !

দশরথ— মন্থরা—এ সময়ে কেন তুমি ?

মন্থরা— করেছি কি অপরাধ কিছু ?
অথবা…অথবা…মহারাজ, গোপন…

কৌশল্যা— মন্থরা, কিসে এত দুঃসাহস তব ?

মন্থরা— হীন-জাতি, দাসী মাত্র,—
সাহসের একান্ত অভাব।
বিশেষতঃ—

দশরথ— মন্থরা, নীরব হও—রাণি !
এ সময় নহে ভৎর্সনার। বুঝিছ না ?
মন্থরা—

মন্থরা— দাসী কন্যা—মানবী অধম,
ভৎর্সনা লাঞ্ছনা মোর নিত্য পুরস্কার।
মহারাজ ! আসি নাই আপন ইচ্ছায়—

দশরথ— কৈকেয়ী কি করিলা আহ্বান ?
যাও-তুমি—বল তাঁ'রে, আসিব সত্বর।

[মন্থরা উদ্ধতভাবে প্রস্থান করিল]

দশরথ— কৌশল্যা—অধীরা হ'য়োনা তুমি,
এ ঘটনা নিত্যকার—মুখরা মন্থরা

চিরদিন কাণ্ডজ্ঞান-হীনা ·····
কি করিব ? সদা করি ভয়—
কোন অসতর্ক ক্ষণে
স্ব-হস্ত-রচিত এই দুরন্ত নিয়তি—
কি করে বচনা ভাগ্যে মোর।

কৌশল্যা— দীর্ঘকাল যেই কঠোরতা—
পারে নি করিতে ধ্বংস ধীরতা আমাব,
যে স্থৈর্য্য ভাঙ্গেনি কভু সহস্র আঘাতে -
আজ তা' ভাঙ্গিবে কেন ? অধীর হইব ?
কোন ভয় নাই মহারাজ !—
মন্থরার খল জিহ্বা প্রতি নিশি-দিন
করুক সহস্রধারে গরল বর্ষণ,—
তথাপি কৌশল্যা তব রামের জননী,
অটল থাকিবে বসি—
অনিচ্ছা-রচিত উপেক্ষায়।

দশরথ— আজিকার দিনে—ক্ষমা কর রাণি !
আজি দেখ সমস্ত নগরী—
সাজিতেছে দীপ-মালা পরি'।
নহে এ রাজার আজ্ঞা—রাজভক্ত প্রজা,
স্বেচ্ছায় জ্বালিছে দীপ রাম অভিষেকে।
এ নহে আনন্দ-ধ্বনি রাজাদেশে হ'তেছে ধ্বনিত,
রাজার মঙ্গলকামী, ভক্তি-পূত-চিত্ত প্রজাকুল
করিছে বিপুল ধ্বনি দিগন্ত ব্যাপিয়া।
এ দিন কল্পনা করি, সহিতাম সব।

কৌশল্যা— মহারাজ! হর্ষও বিষাদ আনে—
যেন কতো পুঞ্জীকৃত বেদনার রাশি
জমাট হইয়া উঠে হৃদয়ের কোণে।
মোর রাম—দেব-নর-রাক্ষস-বিজয়ী,
মোর বাছা ত্রিভুবনে লভিয়াছে খ্যাতি,
এ আনন্দে দুই চক্ষে আসে জল-ধারা।

দশরথ— আনন্দ হারায় বাক্য—স্থান, কাল সব।
কিন্তু—কিন্তু, আমারও মনে পড়ে—
সেই এক দিন—নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে······
না, না, দেবী! আনিব না মনে,
এ সুখে আমার মৃত্যু মহাকাম্য আজ;
পুলকের প্রতি স্পর্শে—
মৃত্যু মোর হবে সুকোমল।

কৌশল্যা— কি-সে অভিশাপ······

দশরথ— কিছু নহে দেবী! মুহূর্ত্তের ব্যাকুলতা।
ভুলে গেছি অতীতের সব—
ভুলে গেছি সত্য সে কাহিনী।
আমার মানস-কুঞ্জে ফুটিয়াছে আশার কুসুম—
ফুটিয়াছে বর্ণে-গন্ধে করিয়া আকুল,
আজ যদি মৃত্যু মোর আনে—
কিবা দুঃখ? হোক তাহা রাণি।······

কৌশল্যা— একথা বলো না মহারাজ!
এই শুভ আনন্দের ক্ষণে
অমঙ্গলে করিছ আহ্বান কেন?

দশরথ— নাহি জান তুমি দেবি !
মৃত্যু মোর নহে অমঙ্গল।
এই ত সুখের মৃত্যু—
প্রাণাধিক চারি পুত্র—লক্ষ্মী পুত্রবধু,
এর মাঝে ছাড়ি যদি অন্তিম নিশ্বাস
সে মরণ কাম্য শত গুণে।
কত নিশি ডাকিয়াছি মরমে গোপনে
মহাকাল, তব ছায়া ফেল মোহজালে ;
কত দিন সঙ্গোপনে—প্রাণে প্রাণে
করেছি কামনা—সে কামনা অন্তহীন
নাহি সীমা রেখা, নাহি তার ব্যবধান—
তবু সে দেবতা—শোনেনি প্রাণের কথা,
বুঝি সেই মর্ম্ম-কথা—
নিশিদিন শোনাতে আমারে।

কৌশল্যা— শান্ত হোন—শান্ত হোন দেব।
আমার দুরন্ত এই অসহ-জীবনে—
আসিয়াছে শান্তির আহ্বান,
আজি কেন এই অমঙ্গল ?

দশরথ— শান্তি, শান্তি, শান্তি পূর্ণ হোক—

[ধীরে ধীরে কৈকেয়ী প্রবেশ করিলেন—দশরথ একটুখানি চমকিয়া উঠিলেন।]

দশরথ— তুমি ? রাণি, তুমি এইখানে ?

কৈকেয়ী— কেন মহারাজ ! কেন এত বিচলিত আজ।
আনন্দ-বারতা আজ ঘোষে চারিদিকে—

তার মাঝে এই ভাবান্তর ?
কেন এই পুলক উৎসব—
কেন সাজে অযোধ্যা নগরী,
স্থির চিত্ত মহারাজ, কেন অন্যমনা ?

কৌশল্যা— ভগ্নি !···রাজ্যবাসী চাহে···

দশরথ— থাম দেবি ! আমিই বলিব,···
প্রিয়তমে, যাও অন্তঃপুরে—
বলিব অপূর্ব্ব বার্ত্তা।
আমার প্রাণের কথা, তোমা ছাড়া······

কৈকেয়ী উৎসবেরও গোপনতা আছে কিছু ?
অথবা জানিলে আমি—
অমঙ্গল ঘটিবে কি তা'তে ?

দশরথ— না-না-না—
হইলে অবুঝ তুমি ?
এ শুভ আনন্দ-বার্ত্তা অন্তস্থলে
রেখেছি গোপন—শুধু তোমারে শোনাতে,
একাকী নিভৃতে বসি।

কৈকেয়ী— রাজ্যবাসী জানিতে পারিল—
ক্ষুদ্র প্রজা, দাস দাসী, তারাও জানিল।
এতক্ষণে এ রাজ্যের প্রতি গৃহকোণে,
অরণ্যে, নগরে, মাঠে, সর্ব্বত্র উঠিছে জয়োল্লাস—
শুধু মাত্র রাজ-হর্ম্ম্য-অন্তঃপুরবাসী
এ রাজ্যেরই রাজরাণী এক
জানিল না—কেন এ উৎসব ?

রাজপুত্র শত্রুঘ্ন ভরত—
রহিল সুদূর রাজ্যে—হতভাগ্য তা'রা,
হয়ত বা তা'রাও জানে না।
উত্তম—উত্তম—মহারাজ !
এ কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বে ভাবি নাই
হেন অঘটন। ভাবি নাই,
অযোধ্যার রাজা দশরথ
দুর্ব্বল হৃদয় এত, ক্ষুদ্র এক নারীর সম্মুখে।

কৌশল্যা— তুমিই তো মহারাজে করেছ দুর্ব্বল ?

কৈকেয়ী— তুমি মোর পূজনীয়া—সম্মুখে পুরুষ,
প্রত্যুত্তর দিতে যাই যদি—

দশরথ— কৈকেয়ী, চল যাই মোরা।
শুন তবে—

কৈকেয়ী— শুন দেবি !
আমি নারী এসেছি ধরায়—
আকণ্ঠ পুরিয়া ভোগ করিতে তাহারে।
ত্যাগ ও বৈরাগ্য যদি ছিল
কেন তবে ভোগের বন্ধন,—
পতি পুত্র কেন এ কামনা ?
তাই আমি চেয়েছি চরম—
পত্নী আমি—পতিরেও চাহি
চির আপনার করি চিরদিন তরে।
তোমাদের ঈর্ষা কাতরতা—
তাহারেও শ্রদ্ধা করি।

দশরথ— অতীতেরে দাও বিসর্জ্জন রাণি!
আজ সম্মুখে মোদের—
উজ্জল গৌরবময়—দীপ্ত ভবিষ্যৎ।
কলহ বিবাদ, আজো মোরা ভুলিতে নারিব?

কৈকেয়ী— বর্ত্তমান অতীতের সমস্ত ভুলিয়া,
আনন্দ-উচ্ছ্বল হৃদে এসেছিনু ছুটি'
শুনিয়া উৎসব বার্ত্তা—
কিন্তু এসে দেখি, তারি অন্তরালে
বহিতেছে অন্ধকারে আশঙ্কা প্রবাহ।
কেন এত ভয়—এই অবিশ্বাস?
আমি নারী—পুত্রের জননী,—
আমার সপত্নী-পুত্র রাজ্য যদি পায়
তা'তে আমি হইব কাতর?
রাম পাবে অযোধ্যার রাজ সিংহাসন—

কৌশল্যা— সমস্ত ভুলিয়া গিয়া—রামে বোন
কর আশীর্ব্বাদ।

দশরথ— কৈকেয়ী—রামচন্দ্রে কর আশীর্ব্বাদ।
রাজ্যবাসী একবাক্যে করিছে প্রার্থনা—
চাহিতেছে প্রজাকুল - সামন্ত নৃপতিগণ······

কৈকেয়ী— শুধু মাত্র রাজা দশরথ,
না চাহেন প্রাণে প্রাণে তাহা?

দশরথ— আমি? রাণি! আমিও তা চাহি···
কিন্তু···

কৈকেয়ী— কিন্তু তাহা অলক্ষ্যে—অজ্ঞাতে মোর ?
মহারাজ ! বার্ত্তা শুনি মন্থরার মুখে—
আনন্দে অর্পিণু তারে মোর কণ্ঠহার ;
ছুটিয়া আসিনু হেথা—রাম হবে রাজা,
যে রাম অজাত-শত্রু, যার লাগি
প্রতি হৃদে বহিতেছে স্নেহ-ভক্তি-প্রীতি,
সেই রাম—ভরতের চেয়ে প্রিয় রাম,
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে—
এর বাড়া কি আনন্দ আর ?
কিন্তু মহারাজ ! সে আনন্দ নহে ত আমার—
আমিই করেছি ভুল !
আমি নহি তা'র অধিকারী।
সম্মুখেতে অযোধ্যার ভাবী রাজমাতা—
আনন্দ তাঁহার, আর তুমি রাজপিতা !

দশরথ— তুমিও হইবে রাজমাতা···

কৈকেয়ী— গর্ব্বে বুক উঠেছিল ফুলি'—
কিন্তু···মহারাজ···
না, না—আর বলিব না কিছু।
হইল উত্তম মহারাজ—
দুর্ব্বল এ হস্তে তব
রাজদণ্ড শোভা নাহি পায়।

[কৈকেয়ী প্রস্থান করিলেন—
দশরথ ও কৌশল্যা তাঁহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য—রামের কক্ষ। সুসজ্জিত সুন্দর গৃহ, দেয়ালে দু-এক খানা অস্ত্র সংরক্ষিত। রাম একখানা অস্ত্র নিয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন। সীতা আসিয়া তাঁহার অলক্ষ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রামের দৃষ্টি সে দিকে নাই।

সীতা— চমৎকার! নিশিদিন শুধু,—
অস্ত্র নিয়ে খেলা। যেন আর কিছু,
এ সংসারে নাহি প্রিয়তম—

রাম— একমাত্র তুমি ছাড়া।

সীতা— অস্ত্র ছাড়া।

রাম— মিথ্যা কথা। সীতা মোর সর্ব্ব অস্ত্র 'পরি,
সর্ব্ব-কামনার বাড়া—
সকল সাধনা-শ্রেষ্ঠ-ধন।

সীতা— ইহা যদি সত্য হত—

রাম— অস্ত্র কেন চির-সঙ্গী মোর?
কর্ষণের অস্ত্র-মুখে ভূমির দুহিতা
জন্ম হ'ল মোর জানকীর—
হরধনু দিল তারে দান,
আমি না বাসিব ভালো অস্ত্রশস্ত্রে তবু?
ধনুর্ব্বাণ নিই যবে হাতে—
নির্জ্জন অরণ্যে যদি থাকি,
ঊর্দ্ধে দেখি হাস্যময়ী মুরতী তোমার,
যেন কতো······

সীতা— ক্ষমা দাও, ক্ষান্ত কর, এই স্তুতিবাদ।

রাম— নহে ইহা স্তুতিবাদ প্রিয়া !
মর্ম্ম কথা তুমি কি বুঝনা— ?
পৃথিবীতে কাম্য মোর আর কিছু নাই—
যাক্ রাজ্য—সাম্রাজ্য-বিলাস,
চাহিনা সম্পদ সুখ,—শুধু মাত্র
তুমি যদি থাক সঙ্গে মোর—
অরণ্যে রচিতে পারি পুণ্য শান্তি-নীড় ।

সীতা— আমি জানি, আমি জানি,
আমি জানি সবই প্রিয়তম ।
তথাপি—তথাপি হে রাঘব,
অস্ত্র নিয়ে নিশিদিন খেলা—
হত্যা আর প্রাণী বধ,
মাঝে মাঝে মনে হয়,...

রাম— ভয় হয় তব ? ক্ষত্রিয় নন্দিনী—
অযোধ্যার রাজবধূ তুমি,
অস্ত্র ভয়ে প্রাণী বধে ভীতা আজ কেন ?
ভগবান না করুন কভু—
যদি কোন ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে
দুরন্ত করাল কাল হৃদপিণ্ড ছিঁড়ি
হরিবারে চায় মোর সর্ব্বস্ব সম্পদ,
সেইক্ষণে অস্ত্র মোর—এই শরাসন,
ত্রিভুবনে ঘটাবে প্রলয়—
অনিবার্য্য ধ্বংস তার হ'বে মোর করে ।
আত্মরক্ষা, রাজ্য রক্ষা, প্রজা রক্ষা—

নারীর নারীত্ব—আর মানবের ন্যায়ধর্ম্ম
যা' কিছু সম্পদ--সমস্ত রক্ষার তরে—
ক্ষত্র হস্তে শোভে অস্ত্ররাজী।
লোক-হত্যা— ধ্বংস-লীলা ?
এতে কিবা কাতরতা বল ?—
হত্যার বদলে যেথা, ন্যায়-সত্য-জীবন-রক্ষণ,
সেখানে হত্যাও ধর্ম্ম—কর্ত্তব্য মহান।

সীতা — হতে পারি ক্ষত্রনারী আমি—
তথাপি আমার সব নারীত্ব গৌরব
তোমাতে দিয়েছি সঁপে।
মোর আর নিজস্ব কিছুই নাই বাকি।
জানি আমি প্রিয়া তব হইলে লাঞ্ছিতা—
অস্ত্রমুখে বাজিবে বিষাণ,--
বহিবে ধ্বংসের স্রোত।
কিন্তু প্রিয়তম ! সব ভয় ভাবনা ভুলিয়া,
আমি সদা তব অনুগামী,
অথবা তোমার ধর্ম্ম—মোরে যদি,—
কখনও তা করিবে না জানি···
মোরে যদি করেই বর্জ্জন,···

রাম— সীতা, সীতা, এ কথা করো না উচ্চারণ !

সীতা— মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা তাহা জানি,
যদি কভু সত্য হয় হেন অসম্ভব
তথাপি মানিব ধর্ম্ম বলি।

রাম— সে ধর্ম্ম যাইবে রসাতলে।

[একজন পরিচারিকা দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইল—
রামচন্দ্র ইঙ্গিতে তাহাকে আহ্বান করিলেন]

পরিচারিকা— দ্বারপ্রান্তে সুমিত্রা-নন্দন…

রাম— লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ চাহে ? কিবা বার্ত্তা ?
নিয়ে এস তা'রে।

[পরিচারিকা প্রস্থান করিল—লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন]

লক্ষ্মণ— হে অগ্রজ ! মহারাজ—পিতৃদেব—
শুভবার্ত্তা করিলা প্রেরণ।

রাম— কি সে শুভবার্ত্তা ভাই ?
বিশ্বামিত্র কিম্বা অন্য ঋষি
আসিলা কি জানাইতে অত্যাচার কথা ?
শত্রু পুনঃ ঘটাল উৎপাত ?

লক্ষ্মণ— সর্ব্বত্র অযোধ্যা রাজ্যে শান্তি বিরাজিত।
অযোধ্যার প্রজাকুল করিছে প্রার্থনা
যৌবরাজ্যে তব অভিষেক—
মহারাজ আকাঙ্ক্ষিত এ প্রার্থনা হয়েছে পূরণ।
কাল হ'বে অভিষেক—
সুমন্ত্রের মুখে—এ বার্ত্তা প্রেরণ করি'
রাজহর্ম্ম্যে মহাভাগে করিলা আহ্বান।

রাম— মোর হবে রাজ্য অভিষেক ?
রে লক্ষ্মণ ! শুনালে কি আনন্দ-বারতা ?
পিতৃ-শাসনের তলে উদ্বেগ-বিহীন,

কাটিয়াছে কৈশোর-জীবন—
যৌবনের প্রথম উন্মেষে,
প্রজাদের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ
সমস্তের অংশ-ভাগ, দায়ীত্ব লইয়া
কঠোর কর্ত্তব্য পথে চলিতে হইবে ?

লক্ষ্মণ— যোগ্য তুমি রঘুকুলমণি।
রাজদণ্ড তব করে শোভিবে নিশ্চয়।
রাজ্যবাসী রামচন্দ্রে চাহে—
এ প্রার্থনা সত্য, ন্যায়, ধর্ম্মের কারণে—
ইহা সত্য আনন্দ বারতা।

রাম— বন্ধুর কর্ত্তব্য পথ গুরু-কণ্টকিত—
তাতেও আনন্দ আছে ভ্রাতা।
কিন্তু আজ বল দেখি, বল তুমি সীতা,
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ অদৃশ্য, কুটিল—
করিবারে অতিক্রম শঙ্কা নাহি জাগে ?

সীতা— কি হবে রাজত্ব ধনে…রাজ সিংহাসনে ?
– আমার আকাঙ্ক্ষা কিছু নাই।
আমি চাহি সুখের সংসার—
আত্মীয় স্বজন-পূর্ণ।
আমি চাহি আনন্দ তোমার
সুখ শান্তি পূর্ণ সদা।

লক্ষ্মণ— মোর কি আকাঙ্ক্ষা জান দেবী ?
রাম-সীতা যুগ্ম মূর্ত্তি স্বর্ণ-সিংহাসনে
শোভিবেন—রাজ্যবাসী দিবে অর্ঘ্যদান,

আমরা হইব ধন্য। রাজ অনুচর
রামের অনুজ্ঞা লয়ে—
এ লক্ষ্মণ রাজ্য মধ্যে করিবে প্রচার
আনন্দের—জীবনের পরিপূর্ণ বাণী।

রাম— রে লক্ষ্মণ, আমি কি জানি না—
কি চাহে অনুজ মোর ?
আমি কি জানি না
কঠোর কর্ত্তব্য-মাঝে শুধু
আনন্দের মিলিবে সন্ধান ?
তথাপি—তথাপি মোর—
কৈশোরের স্বপ্ন-ভঙ্গে আজ
চঞ্চল-জীবন-লগ্নে দেখিব চাহিয়া
নির্ম্মম নির্দ্দয় বড়ো মোর প্রতি সব।
আমি রাজা—দণ্ড নিব হাতে,…
মানুষ আমিও—মানুষেরই করিব বিচার ?
অসংখ্য মানব প্রজারূপে মানবে পুজিবে ?

লক্ষ্মণ— এ নহে মানব-পূজা।

রাম— জানি আমি ভাই।
ক্ষণ-পূর্ব্বে আমিই বলেছি
ক্ষত্র হস্তে কেন অস্ত্র শোভে।
আমিই বলেছি—শুনেছি [illegible] কাছে,
মানুষে মানুষে কেন ভেদ।
তথাপি সংশয় জাগে—
যখনি কল্পনা করি লক্ষ কোটী নর,

আমার মুখের পানে চাহি
জীবনের সুখ দুঃখ বাসনা কামনা
সমর্পিবে আমারই নিকটে ! ...
সংশয়—সংশয় জাগে !...
কিন্তু সত্য নহে এ সংশয়—
রাজধর্ম্ম—মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জানি।

লক্ষ্মণ— সেই ধর্ম্ম উদ্‌যাপনে
আজ হ'তে ব্রতী হবে তুমি।
তোমার শাসনে—তোমারই প্রীতির ছায়ে
অযোধ্যায় বিরাজিবে চির-শান্তিময়
অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা এক।
তোমারই কল্যাণ-ব্রতে
সমৃদ্ধ হইবে এই অযোধ্যা নগরী।

সীতা— শান্তি, প্রীতি—নির্ব্বিঘ্ন—

[একটা দমকা বাতাস আসিয়া—সহসা এক ঝাপ্‌টায় গৃহের দীপ শিখাটী নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে গৃহটী অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।]

সীতা— (আর্ত্তকণ্ঠে) একি—কেন ? কেন এ আঁধার ?
রামচন্দ্র—রামচন্দ্র !

রাম— কেন এত উতলা জানকী ?

[ইতিমধ্যে লক্ষ্মণের আহ্বানে একজন পরিচারিকা আসিয়া—দীপটী জ্বালিয়া দিয়াছে, লক্ষ্মণ বিমর্ষ—কি জানি কেন ম্রিয়মান]

রাম— সহসা কি হেতু তুমি হইলে কাতর ?
সামান্য দৈবের খেলা –
তারে তুমি এত ভয় কর ?

সীতা— জানিনা এ কোন দৈব বিধি ।
যখনি শান্তির কথা—
করিয়াছি উচ্চারণ আমি,
তখনি চাহিয়া দেখি—আঁধার আঁধার !
তবে কি জীবনে মোর—
আলো নাই—শান্তি নাই কভু ?

রাম— মিথ্যা—মিথ্যা, মিথ্যা শঙ্কা তব—।
যাও ভাই—সুমন্ত্রে দেহ গে বার্ত্তা,
এখনই যাইব আমি রাজ সন্দর্শনে ।
সীতা—ব্যাকুলতা কর পরিহার !

[লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলেন । আর একটী পরিচারিকা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল]

রাম— কি প্রার্থনা !……

পরিচারিকা— মধ্যমা মহিষী—

রাম— কৈকেয়ী জননী ? এসেছেন আমার ভবনে ?

[রামচন্দ্র ত্বরান্বিত ভাবে অগ্রসর হইয়া গেলেন । ধীর-মন্থর পদে কৈকেয়ী প্রবেশ করিলেন । রাম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ।]

রাম— মাতা ! আমার এ অন্তঃপুরে কেন ?
অনুজ্ঞা দানিলে—
তোমার চরণ-প্রান্তে যাইতাম ছুটি'—।

[সীতাও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন]

কৈকেয়ী— শান্তিপূর্ণ হউক জীবন।······
রাম— কহ মাতা—কি অনুজ্ঞা দাসে।
কৈকেয়ী— আসিয়াছি হেথা,
অযোধ্যার ভবিষ্যৎ রাজ-সন্দর্শনে। ···
রাম— একি কথা জননী—আমার!
আমি রাজা তোমার নিকটে?
মাতৃপাশে সন্তানের কভু,
জ্ঞান, গুণ—গৌরব-গরিমা,
করে কিগো মর্যাদার দাবী!
সে চাহে স্নেহই মাত্র—
মাতৃস্নেহ—সর্ব্বজয়ী যাহা।
কৈকেয়ী— স্নেহ, দয়া, প্রেম ও ভালবাসা—
মাতৃত্ব তাহারো বাড়া—আরো কিছু।
তাই যবে কৈকেয়ীর—মাতার হৃদয়
ব্যাকুল অন্তর দ্বন্দ্বে—
আসিয়াছি—আসিয়াছি—সন্তানের পাশে,
আশীর্ব্বাদ করিতে তাহারে।
আশীর্ব্বাদ বিনিময়ে যদি—
যদি সেথা শান্তি খুঁজে পাই,
অযোধ্যার ভবিষ্যৎ বরেণ্য শাসক
যদি মোরে দানেন আশ্রয়,
হয়ত বা মাতৃনাম রহিবে অটুট।
রাম— কহ মাতা! কি এত সংশয়?
তোমার অস্পষ্ট কথা বুঝিতে পারি না।

মোর কাছে তোমার আশ্রয় ?
একি তব আশীর্ব্বাদ মাতা ?
এ যে তপ্ত মাতৃ-অভিশাপ।

কৈকেয়ী— মাতার অন্তর তুমি কি বুঝিবে—
তুমি জান মা বলে ডাকিতে।
পুরুষ জানিতে নারে নারীর হৃদয়
নারীত্ব—মাতৃত্ব সবই নারীর ...।
সমস্ত রহস্যময় ?
রহস্য নিবিড় এই রাজ অন্তঃপুরে
তাই তার মাঝে পড়ি—
বিপর্যাস্ত দীনা নারী এক।

সীতা— মাতা, ঘটেছে কি অঘটন কিছু ?
ক্ষণপূর্ব্বে অমঙ্গল দেখি
কাঁপিয়া উঠিনু আমি—
তোমার এ ভাবান্তর হেরি
বক্ষ মোর হয়েছে উদ্বেল।

কৈকেয়ী— ভয় নাই— ভয় নাই মাতা,
জানি তুমি—হবে রাজরাণী।

সীতা— রাজরাণী—হইতে না চাই—
আমার ঐশ্বর্য্য, চিন্তা একমাত্র স্বামী।
এই শুধু করো আশীর্ব্বাদ—

কৈকেয়ী— না জানকী— ... রে অযোধ্যার রাণী—।
হও সুখী— ... চির আয়ুষ্মতী।
রামচন্দ্র! ... আশ্রয় চাহি তব কাছে ?

কি আকাঙ্ক্ষা শুনিবে আমার ?
আমি চাহি একটু আশ্বাস ·····
সামান্য আশ্বাস শুধু—।

রাম— কহ মাতা চাহ কি আশ্বাস,
বুঝিতে পারিনা আমি কিবা প্রহেলিকা।
আশ্বাস—আশ্রয় তুমি চাহ—
তোমারই স্নেহের এক সন্তান নিকটে !
মাতৃত্ব কি যাচ্ঞা করে—
সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি— ?
কহ ভরত জননী—!

কৈকেয়ী— ভরত জননী ? আমি ভরত জননী !
বল রাম—আজ আমি ভরত জননী ?
কোথায় ভরত মোর—কত দূরে ?
আমি চাই নিকটে সবারে।
আমি চাই পৃথিবীরে পরিপূর্ণ করি,
করিবারে ···· তুমি বুঝিবে না,
তুমি শুধু বল—একবার ···
এ আশ্বাস দেহ শুধু - সত্য করে দাও,
তুমিও কি আমারি সন্তান ?
তুমি যবে আরোহিবে রাজ সিংহাসনে—
রাজ-জননীর অর্ঘ্য·········

[কৌশল্যা প্রবেশ করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। কৌশল্যার আগমনে কৈকেয়ীও সহসা স্তব্ধ হইয়া গেলেন—। রাম বুঝিতে পারিলেন না ব্যাপার কি ? রাম সীতা নীরবে কৌশল্যাকে প্রণাম করিলেন।]

কৌশল্যা— অসময়ে কেন হেথা বোন ?
আসিয়াছ রামচন্দ্রে দিতে আশীর্ব্বাদ ?
কৈকেয়ী— দিতে অভিশাপ ! ....
[কৌশল্যা ও সীতা বিস্মিতা হইলেন]
কৈকেয়ী— সে যেন তোমারে কভু মা বলে না ডাকি'
আমারে ডাকিবে মাতা।
কৌশল্যা— আমার আনন্দ ইহা।
আমি মাত্র রামচন্দ্রে গর্ভে ধরিয়াছি
কিন্তু সে ত তোমারি সন্তান
সুমিত্রার প্রাণপ্রিয় ধন।
এই যদি অভিশাপ......নিবে শির পাতি'।
কৈকেয়ী— অতীব উদার রাজমাতা !
রাম— জানিনা কি বিপর্য্যয় ঘটেছে অন্তরে—
তথাপি...শুন গো মাতা
শপথ করিছি আমি—
কৌশল্যা— [বাধাদিয়া] করোনা শপথ কিছু রাম !
কৈকেয়ী— আসি নাই হেথা বোন রাজত্ব কাড়িতে—
তোমার সুখের পথে হইতে কণ্টক।
এসেছিনু শুদ্ধমাত্র পুত্রেরে জানাতে
মাতার অন্তর ব্যথা,—
তবু তুমি উঠিছ শিহরি ?
এখনও কি বুঝিলে না রাম—
আমার অন্তর মাঝে কি ঝড় বহিছে ?
রাম— বিস্ময়ে হয়েছি হতবাক্।
কহ গো জননী ! কহ মোরে প্রকাশিয়া—

কি হেতু ব্যাকুলা এত ?

প্রয়োজন হলে—

কৌশল্যা— করোনা প্রতিজ্ঞা তুমি……

সম্মুখে তোমার—

কৈকেয়ী— আর কিছু চাহি না শুনিতে।

হয়ত বা উন্মাদিনী আমি ····

রামচন্দ্র ! রাজ্য অভিষেক পূর্ব্বে

লহ মোর···লহ মোর—

অন্তরের শুভেচ্ছা আশীষ্।

[সীতা কি জানি কেন ব্যাকুলা হইয়া রামচন্দ্রের নিকট গিয়া আকুল কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন —]

সীতা— হয়োনা, হয়োনা রাজা তুমি !



তৃতীয় দৃশ্য—রাজহর্ম্ম্যের বহিঃস্থ অঙ্গন। এক দিকে সুসজ্জিত রাজ-বিশ্রাম-কক্ষ। সম্মুখে প্রশস্ত অঙ্গন—নানা পুষ্প লতায় সুসজ্জিত, একদল বাদ্যকর বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া চলিয়া গেল— আর একদল নরনারী উৎসব সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইল। কক্ষ সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহারাজ দশরথ উন্মুখ ভাবে সেই উৎসব নিরীক্ষণ—করিতেছিলেন—সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। সুমন্ত্র আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল। মহারাজের বিচলিত ভাব। সঙ্গীতরত লোকগুলি সঙ্গীত শেষে সেই অঙ্গন দিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। একাকী দশরথ পদচারণা করিতে লাগিলেন।

উৎসব-সঙ্গীত

রাজা রামচন্দ্র জয়রে—জয়রে জয়রে।
সীতাপতি রাম নয়নাভিরাম,
নাম পাপতাপহারী।
শরণাগত গতি, রাঘব রঘুপতি
জন মন-রঞ্জনকারী ॥
রাম অভিষেকে যাবে ওরে কে রে
আয় রে আয় ত্বরা করি'।
রাম রাজ্যে ব'র মঙ্গল উৎসব
কর সবে কর প্রাণ ভরি'।

দশরথ— কে বুঝিবে আমার এ ব্যথা?
আমার মরম কথা কেহ বুঝিবে না—
কেহ আজ বুঝিবে না কি সে ব্যাকুলতা—
করিছে ব্যাকুল ধ্বনি—মর্ম্ম মাঝে প্রতি নিশিদিন।
আজো মনে পড়ে সেই ছবি—
সহস্র চেষ্টায় তবু—চিন্তা নাহি ঘুচে।
তীব্র অভিশাপ—মর্ম্মন্তুদ অন্ধের ক্রন্দন—
না, না, মনে আনিব না,
আনন্দের অমিয় প্রলেপে—
সে গভীর চিন্তাক্ষতে
মর্ম্মস্থলে রাখিব ঢাকিয়া।

প্রতিহারী— মহারাজ! কুলগুরু উপস্থিত দ্বারে,
সঙ্গে তাঁর মহর্ষি জাবালী।

দশরথ— সসম্মানে নিয়ে এস হেথা।

[দশরথ প্রতিহারীর সঙ্গে অগ্রসর হইয়া জাবালী ও বশিষ্ঠকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন ও তাঁহাদের পদবন্দনা করিলেন।]

দশরথ— প্রণাম গ্রহণ কর দেব…

বশিষ্ঠ— জয় হোক মহারাজ! করি আশীর্ব্বাদ,—
রাজ্য তব সুখ শান্তি পূর্ণ হোক ভবে।

জাবালী— জীবনান্ত কর ভোগ ঐশ্বর্য্য সম্পদ।

দশরথ— গুরুদেব! কাল হ'বে রাম অভিষেক,
দেব কার্য্য করিতে সাধন—
মুনিঋষিগণে যোগ্য-মত করিয়াছি আমন্ত্রণ।
আপনার শিষ্য-গৃহে—আপনারই সব—
নিজে প্রভু উপস্থিত থাকি—
তুষ্ট করি মুনিঋষি পূজ্যপাদগণে
রক্ষিবেন রাজ্যের সম্মান।
হয়ত বা অসতর্ক ক্ষণে—
অত্যন্ত পুলকভরে,
পারিব না দিতে আমি
সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বলোকে যোগ্য সমাদর।
মহর্ষি জাবালী—

জাবালী— কোন চিন্তা নাই মহারাজ।
সেখানে স্বয়ং ব্রতী বশিষ্ঠ ধীমান—

বশিষ্ঠ— বিশেষতঃ নিজে রাম দেব-অবতার।
তোমার সুকৃতিবলে, নিজে নারায়ণ
রামরূপে অবতীর্ণ হেথা।

তাহা ছাড়া—সত্যনিষ্ঠ রামের জনক—
তাঁর কাছে জানে সর্ব্বলোক,
যথাযোগ্য মর্যাদায় ত্রুটী মাত্র নাই।

জাবালী— দীর্ঘ দিন তপঃ সাধনায়
জানিতে পারিনি আজো—
কোন স্বর্গে দেবতার বাস।
নাহি জানি—নারায়ণে—কেবা অবতার,
ভগবানে এখনও জানিনি—
বলিতে পারি না তাই
বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী আমি।
কিন্তু জানি মহাবাহু।
রাম তব শ্রেষ্ঠতম মানব-সন্তান।
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত
সেই নরশ্রেষ্ঠ বীরে, সকলেই শ্রদ্ধা করে।

বশিষ্ঠ - নাস্তিক মহর্ষি—
এ নহে প্রচারক্ষেত্র, নহে তর্কসভা।

জাবালী— উত্তম। নীরব শ্রোতা থাকি।

বশিষ্ঠ — সত্যনিষ্ঠ হে মহীপালক।...

দশরথ — সত্যনিষ্ঠা থাকে যদি কিছু—
এ রাঘবকুলে শুধু গুরুর কৃপায়।
আপনার স্নেহচ্ছায়, সত্য উপদেশে
জগতে যা' কিছু কীর্ত্তি—যা' কিছু সম্পদ।
কিন্তু গুরুদেব! নাহি জানি কি কারণে
এ পুলকে নৃত্যচ্ছলে—হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে

বাজিছে করুণ বাদ্য—
নাহি জানি কোন বিষাদের ।

বশিষ্ঠ— নহে বিষাদের রাজা,
আনন্দের উত্তেজনা—
ক্ষণে ক্ষণে করিছে দুর্ব্বল ।

দশরথ— গুরুবাক্য সত্য হোক—অভ্রান্ত জীবনে,
আমার মর্ম্মের স্মৃতি ধুয়ে মুছে যাক্ ।
আচ্ছা গুরুদেব ! ব্রহ্মবাক্য সত্য হয় সদা ?

বশিষ্ঠ— মম বাক্যে জন্মে না প্রত্যয় ?

দশরথ— ক্ষমা কর গুরুদেব—দৌর্ব্বল্য ক্ষণেক,
করিয়াছে ভ্রান্ত মোরে ।
মর্ম্মমাঝে মোর—
জেগে আছে অতীতের তীব্র সে-কাহিনী ।
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর গুরু !

বশিষ্ঠ— বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি আমি ।
মনে রেখো—মহারাজ —
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ—কিম্বা অভিশাপ
সকলেরই মূল্য আছে ।
তীব্র দুঃখে শোক-ভরে
ক্ষুদ্র যদি দেয় অভিশাপ—
ফলে যায় অক্ষরে অক্ষরে ।
শোকের সমান মূল্য—
রাজা, প্রজা, ধনী, দীন কাছে ।

দশরথ— তীব্র শোকে ক্ষুদ্র যদি দেয় অভিশাপ—
ফলে যাবে অক্ষরে অক্ষরে ?
গুরুদেব ! গুরুদেব !!
সে ত ক্ষুদ্র নহে······?
না—না—আমি হব না কাতর।

জাবালী— স্তব্ধতা ভাঙ্গিতে হয়।······
অভিশাপ মানুষের—ভীতিগ্রস্ত মনে।
দরিদ্রেরে পদতলে—
অহর্নিশ করি নিষ্পেষণ—
সত্যেরে লাঞ্ছিত করি,
ন্যায়ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন –
শুধুই দৈহিক শক্তিবলে,
এ পৃথিবী যারা করে ভোগ—
অভিশাপ ধ্বংস করে কারে ?
আভিজাত্য ধনগর্ব্বে মদমত্ত নর,
দুর্ব্বলের পুরোভাগে করি' আস্ফালন—
করিছে যে নিত্য অপমান,
তা'রা কি মুছিয়া গেছে—
যাবে কভু ধরাপৃষ্ঠ হতে ?
যে জন নিয়ত দেখে শাপ-বিভীষিকা,
মিথ্যা নরকের ভীতি—পরলোক ভয়
নিত্য জেগে আছে যার মনে,
সে-ই তার স্বহস্ত-রচিত
দুর্দ্দৈবেরে করে আলিঙ্গন।

দশরথ— সত্য, সত্য, সত্য গুরুদেব ?

বশিষ্ঠ— এ পৃথিবী সে দৃঢ়তা করেনি অর্জ্জন।…
তাই ইহা সত্য নহে
ভ্রান্তপথ—আত্ম-প্রতারণা।
কিন্তু মহারাজ! কি হেতু কাতর এত ?
সত্যনিষ্ঠ চিরকাল ধর্ম্মের আশ্রয়ী
তব প্রাণে কাতরতা শোভা নাহি পায়।

দশরথ— সত্য আমি সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মের আশ্রয়ী,
ব্যাকুলতা মোরে নাহি সাজে।
অযোধ্যার সূর্য্যবংশ সত্যরক্ষা তরে—
অগ্নিকুণ্ডে পশিবারে ছিলেন প্রস্তুত,
আর আমি—? গুরুদেব!
আজ সেই সত্যাশ্রয়ী বংশের তনয়—
জাগিয়াছে মোর মনে
অন্ধ সে মুনির কথা!
সেই তীব্র অভিশাপ—পুত্রশোক—
পুত্রশোকে—মৃত্যু হবে মোর।
সেই দিনে ভেবেছিনু—
শাপে মুনি দিলা আশীর্ব্বাদ।
পুত্রহীন দশরথ শাপ-বরে করি পুত্র লাভ
মিটাইবে অন্তরের ক্ষুধা।
কিন্তু আজ ক্ষণে ক্ষণে নাহি জানি কেন
সেই কাল অভিশাপ করিছে কাতর।
একদিন ভেবেছিনু—পুত্র লভি পুত্রশোক

সেও বাঞ্ছনীয়—আর আজ
মর্ম্ম মোর উঠিছে কাঁদিয়া,
যদি প্রভু পাই পুত্রশোক
সে বজ্র এ শুভ্রশিরে—নারিব বহিতে।

বশিষ্ঠ— মিথ্যা কাতরতা তব এই শুভক্ষণে।
বিধাতা মঙ্গলময়—শাপ, বর তাঁরই অভিপ্রায়—
তাঁহারই ইঙ্গিতে বিশ্ব চলিছে নিয়ত।
যদি ইহা সত্য হয়—
পুত্রশোকে মৃত্যু হবে তব—
হয় যদি বিধাতৃ বিধান,
সে মঙ্গল পূর্ণ হয়ে যাবে।

জাবালী— জানি না বিধাতা কেবা—
কিন্তু মোরা—আমাদেরই বিধি,
নিজের রচনা-জালে নিজেই জড়াই—।
অতীতের সমস্ত রচনা,
কি ভাবে ভাঙ্গিতে পারি ?
দৃঢ়চিত্ত,—আর উপেক্ষায়।
তাই বলি মহারাজ !—
'বর্ত্তমানে' করিও না অসহ জীবনে
অতীতেরে করিয়া স্মরণ—
ভুল ভ্রান্তি যদি কিছু থাকে,—
সে ত গেছে—যাহা আছে আপনার,
দৃঢ় হস্তে তাহারে আঁকড়ি,
পরিপূর্ণ কর উপভোগ।

বশিষ্ঠ — মহর্ষি জাবালী—
আপনারই বিধি তিনি।
আমরা ধরার নর—
সৃষ্টিতত্ত্ব হয়ত বুঝি না,
তাই জানি সবার উপরে বসি'
অদৃশ্যে রচিছে বিধি—নিয়ত নিয়তি।
যত সব শোক, দুঃখ—যাতনা-সম্ভার—
বহন করিতে সৃষ্টি মানব দেবতা।

দশরথ— এ হেন দেবতা হ'তে নাহি অভিলাষ।
গুরুদেব! নাহি চাহি হেন আশীর্ব্বাদ,
জান না অন্তরে মোর কি দারুণ-ক্ষুধা
গুমরি মরিছে নিশি-দিন—
নাহি জানে কেহ—
পুত্র হ'তে কত শ্রেষ্ঠ চারি রত্ন মোর।
মিথ্যা হোক—বিধির বিধান—
প্রয়োজন হয় যদি,
শুভ্রশিরে দাঁড়াইব ধনুর্ব্বাণ করে,
ফিরাইতে মুনি-অভিশাপ।
যদি দেব, সত্য হয় ইহা—
তবে দেখাইতে পারি,
এখনও অথর্ব্ব নহে অযোধ্যার রাজা।
কহ গুরু—কিবা দণ্ডে, কোন প্রতিকারে—
ফিরা'য়ে লইবে বিধি সেই অভিশাপ—
তা না হলে বল কৃপা করে—

এই দণ্ডে মৃত্যু হোক মোর—
সে মৃত্যু আমার স্বর্গ।

বশিষ্ঠ— এমন উতলা কভু—
দেখিনি ত দশরথে আর ?
অদ্ভুত—বিস্ময়-কর !

দশরথ— সীমাহারা আনন্দের মাঝে—
আজো মনে জাগে সেই ছবি।
শুনিয়া মর্ম্মরধ্বনি জল-কলরব
মৃগ ভাবি' শব্দ অনুসরি'
ক'রেছিনু শব্দভেদী শরের সন্ধান
কিন্তু বিধি ! নাহি জানি কোন পাপদোষে
মুনিপুত্র সিন্ধু-বক্ষে বিঁধিল সে বাণ।
আকুল ক্রন্দনে কাঁদি উঠিল কিশোর,
মনে হয় কাঁদিতেছে সারাবিশ্ব হাহাকার করি'—
আমারো বক্ষের মাঝে—
শুনিলাম তীব্র আর্ত্তনাদ।
কহিল আমারে শিশু, "আমারে করিলে মুক্ত
কিন্তু রাজা ! অন্ধ মোর পিতা মাতা
আছে প্রতীক্ষায়—
শরাঘাতে একমাত্র ভিখারী-সম্বল
লইলে কাড়িয়া তুমি।
কাঁদিবে আকুল কণ্ঠে পিতা মাতা মোর—
হয়ত বা দিবে অভিশাপ !......"

বশিষ্ঠ— অপূর্ব্ব সে দৈবের ঘটন।

জাবালী— অথবা সে মূঢ়তা-রচিত।

দশরথ— তথাপি—তথাপি সিন্ধু
নাহি দিল অভিশাপ মোরে—
ক্ষমারূপে দিল আশীর্ব্বাদ।
তাহার ক্ষমার বহ্নি—মৃত্যুকালে সেই স্নিগ্ধ ছবি,
শত চেষ্টা--শত তপস্যায়—
পারিনি ফেলিতে মুছে' হৃদয় হইতে।
মৃত-পুত্র কোলে করি'—দাঁড়াইনু মুনির নিকটে,
প্রতীক্ষায় বসে আছে—অন্ধ পিতা মাতা,
জল নিয়া পুত্র কবে আসিবে ফিরিয়া।
নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো—
রক্ত-সিক্ত দেহ তনয়ের
তুলে দিনু পিতা-মাতা-কোলে।
কাঁদিল অন্তরে মোর অন্তর দেবতা;
বিবেক উঠিল জ্বলি' তীব্র রোষভরে,
'ওরে মূঢ়! পুত্রহীন—না জানিস্ তুই
অন্ধ হোক— হোক নিঃস্ব, হোক নিপীড়িত
তথাপি পুত্রের স্নেহ—কত মরমের।'
কহিনু কম্পিত কণ্ঠে—
'দেহ মুনি—দেহ অভিশাপ।
আমি তব পুত্র-হন্তা—নিষ্ঠুর নিয়তি
আজ মোরে ব্যাধ করি, পুত্রে তব লয়েছে কাড়িয়া।'
ভাবিতে পারি না সেই ছবি—
কল্পনায় শিহরিয়া উঠি।

মৃত পুত্র কোলে করি পিতা মাতা লুটা'ল ভূতলে ;
মৃত্যু-মুখে দিল অভিশাপ,
তাদেরই মতন 'মৃত্যু—
পুত্র-শোকে'—হইবে আমার।
পুত্র-শোক—পুত্র-শোকে মৃত্যু হবে মোর !
পুত্র-হারা জনকের এই অভিশাপ,........
যৌবনের মদমত্ত মুহূর্ত্তের ভুলে,
হতভাগ্য মূঢ় পিতা করিল যে পাপ—
তারই ফলে পা'বে পুত্র-শোক !
সমগ্র বিশ্বের ভার সহিতে পারিব
কিন্তু এই পুত্র-শোক ?... ....

বশিষ্ট— মহারাজ ! সত্য যদি বিধির লিখন,
মানুষের কি সাধ্য খণ্ডা'তে.........
বৃথা তবে কেন ব্যাকুলতা !

জাবালী— কল্পনায় বিভীষিকা দেখি'
মিথ্যারে ডাকিয়া কেন আনিছ রাজন ?
যদি বল অন্যায় করেছ,
তোমার বিবেক নিজে প্রায়শ্চিত্ত দিবে—
নিজে যদি জান কিছু নয়,—
শত অভিশাপ ব্যর্থ—সে দৃঢ়তা কাছে।

বশিষ্ট— ব্যর্থ হোক, আমিও কামনা করি,
মহারাজ হোন দৃঢ়—
একবার সত্য হোক জাবালীর নীতি।

দশরথ— সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক, বাণী।

[একজন প্রতিহারীর প্রবেশ]

দশরথ— কি সংবাদ !

প্রতিহারী— পুরদ্বারে উপস্থিত মহাভাগ রামচন্দ্র নিজে !

দশরথ— নিয়ে এস—নিয়ে এস ত্বরা।

[প্রতিহারীর প্রস্থান]

দশরথ— গুরুদেব ! রামচন্দ্র-রাজ্য-অভিষেক,
কালই—কালই যেন হয় সমাপন—
অবিলম্বে— কি জানি কখন ....
না......না......আমি তথাপি চঞ্চল !

[রামচন্দ্র প্রবেশ করিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন।
বশিষ্ঠ ও জাবালী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

দশরথ— হও চির-জীবী বৈরী-শূন্য......বৎস !

[স্বর কাঁপিতে লাগিল]

রাম— পিতা !......

দশরথ··· পুত্র রাম—রঘুকুল-শ্রেষ্ঠ বীর !
শুভ ইচ্ছা গুরুদেব নিজে—
করুন জ্ঞাপন আজ।

বশিষ্ঠ— বৎস রাম—কাল তব রাজ্য অভিষেক।

দশরথ— রাজ্যবাসী চাহিতেছে—
আমারো এ জরাজীর্ণ প্রাণ,
ব্যগ্রভাবে তাহাই চাহিছে।

রাম— রাজ্যবাসী লক্ষ লক্ষ নর
চাহে যদি আমারেই তা'রা,
আমি হ'ব তা'দেরই সেবক—
বিশেষতঃ পিতৃইচ্ছা, বিধাতৃ আদেশ।

দশরথ— গুরুদেব, রজনী প্রভাতে—
বিলম্ব যেন না ঘটে · · · ।
রাম! নাহি জান তুমি—
কেন মোর এই ব্যাকুলতা!
"জন্ম-নক্ষত্রের সাথে—
সূর্য্য, রাহু, মঙ্গলের যোগ –
ঘটিয়াছে—গুরু অঘটন।" .. ..
তাই আমি হ'য়েছি উতলা।

রাম— হে মহিমান্বিত পিতৃদেব! .. ..

দশরথ— আমার কর্ত্তব্য মাত্র বাকী,
জ্যেষ্ঠ তনয়ের মোর রাজ্য অভিষেক।
কল্য সেই শুভদিন,......
যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে
কর তুমি প্রজার পালন।
মানুষের মনোবৃত্তি
সর্ব্বকালে থাকে না সমান—
ভাবান্তর না ঘটিতে মোর,
না ঘটিতে কোন বিপর্য্যয়,
রাজ্য-ভার করহ গ্রহণ।

রাম— কি এত সংশয় মহাত্মন!
রাজ্যাকাঙ্ক্ষা কখনই জাগেনি ত মনে?
পিতৃদেব বর্ত্তমানে—
আপনার স্নেহচ্ছায়ে—প্রীতির বন্ধন,
সেই ত চরম কাম্য,—রাজদণ্ড নহে।

দশরথ— পিতা কারো হয় চিরজীবী?

রাম— আরো পিতা, ...শত্রুঘ্ন ভরত
রয়েছে মাতুলালয়ে,
তারাও ত এই রাজ-বংশের তনয়—

দশরথ— জানি আমি ধর্ম্মাত্মা ভরত,
ইন্দ্রিয় করেছে জয়—সদয় স্বভাব,
জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অনুবর্ত্তী সদা।
তথাপি একান্ত ইচ্ছা মোর......
ত্বরা হোক রাজ্য অভিষেক।
ভরতের উপস্থিতি নহে বাঞ্ছনীয়—

রাম— একি কথা পিতা! ক্ষম অপরাধ মোর—
ভরতের উপস্থিতি নহে বাঞ্ছনীয়?

দশরথ— মনুষ্য চরিত্র তুমি কত বুঝিয়াছ?
আমার বিশ্বাস দৃঢ়—সত্য কিনা গুরু!
সর্ব্বদা মানব-চিত্ত নাহি থাকে স্থির—
রাগ, দ্বেষ, হিংসা আসি কভু
ধর্ম্মাত্মারও সাধু-চিত্ত করে আক্রমণ।
তাই আমি চাই.........
প্রজার মঙ্গল তরে—রাজ্যের কল্যাণে......

[সহসা একটী উল্কাপাত হইল। নিমিষে সর্ব্বদেশ আলোকিত করিয়া যেন আবার ধরাতলকে নিষ্প্রভ তেজোহীন করিয়া দিল—সকলে চমকিয়া উঠিলেন।]

দশরথ— গুরুদেব! গুরুদেব!! গ্রহযোগে উল্কাপাত কেন?
পুনর্ব্বার—দৈবের ঘটন!
আমার-জীবন নাট্যে, এই অঙ্কে পড়ে যবনিকা?
তথাপি সঙ্কল্প মোর রহিবে অটল—
কালই হবে রাম-অভিষেক,
অযোধ্যার রাজার আদেশ—
ব্যর্থ হবে কাহার বিধানে?



চতুর্থ দৃশ্য—কৈকেয়ীর কক্ষ— দুইজন পরিচারিকা—ইন্দুলেখা ও বিচিত্রা কৈকেয়ীর কক্ষ সুসজ্জিত করিতেছিল—। এক প্রান্তে প্রসাধন সামগ্রী ঠিক করিয়া রাখিতেছিল। কক্ষটী বিলাস-উপকরণ-পূর্ণ। কোন দিকে কোন ত্রুটী লক্ষিত হয় না।

ইন্দুলেখা— মহারাণী পুত্রকে আকুলা—
বিচিত্রা— অথবা—অথবা স্নেহে—
ইন্দুলেখা— ভয় নাই মনে?
বিচিত্রা— কাল হতে রামচন্দ্র রাজা।
ইন্দুলেখা— কৈকেয়ী হবেন রাজমাতা।
বিচিত্রা— সে সম্মান প্রাপ্য কৌশল্যার।
ইন্দুলেখা— আর মেজরাণী?
বিচিত্রা— তিনি ত বিমাতা!

ইন্দুলেখা— রামচন্দ্র কাছে,
বিমাতার মর্য্যাদা অধিক।
বিচিত্রা— সত্যি ভাই, রামচন্দ্র নরশ্রেষ্ঠ—
রূপ, গুণে, বীরত্বে বিস্তার—
অদ্বিতীয় অযোধ্যা নগরে।
তার যৌব-রাজ্য অভিষেক—
অযোধ্যার সৌভাগ্য সূচনা।
ইন্দুলেখা— শুদ্ধমাত্র দুর্ভাগ্য তাহার—
বিচিত্রা— পৃষ্ঠে যার সৌভাগ্যের বোঝা,
ইন্দুলেখা— ফিরিছে কুব্জ হয়ে প্রতি নিশি-দিন।
[দুই জনে হাসিয়া উঠিল]
বিচিত্রা— আচ্ছা ইন্দুলেখা—
ইন্দুলেখা— (ইঙ্গিত করিল বলিয়া যাও)
বিচিত্রা— এ রাজ্যে কি কবি নাই কেহ ?
ইন্দুলেখা— রাম-রাজ্য-অভিষেকে লিখিবে অপূর্ব্ব কাব্য ?
বিচিত্রা— এত তুচ্ছ কথা !
কবির লেখনী, বর্ণিবে অমর ছন্দে—
অযোধ্যা-রূপসী-নারী......
ইন্দুলেখা— মন্থরার রূপ ?
[আবার দুইজনে হাসিল]
বিচিত্রা— ও নাম করো'না উচ্চারণ।
কি জানি এ পাষাণ-প্রাচীর,
প্রতারণা করে'—বলে দেয় কানে কানে
আমাদের কাব্যের কল্পনা !
তা'হলে এখনি.........

ইন্দুলেখা— এই না বলিলে—নাহি ভয় ?

বিচিত্রা— যতক্ষণ রহে কথা গুপ্ত অন্তরালে।

ইন্দুলেখা— তা'হলে নিভৃতে বসি'—
নিজ মনে কাব্য-গাঁথা রচি'
নিজেরে শোনাও তুমি।

বিচিত্রা— নিজেরে শোনাব কত আর ?
এমন রূপের ছটা দশ'দিশি আলো করে আছে,
পৃষ্ঠ-মাংস-পিণ্ড হেরি'—উষ্ট্র পায় লাজ,
বিস্তৃত নাসিকা-গর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ড শ্বসিছে—
দুই প্রান্ত চাপা বক্ষে শোভিছে পর্ব্বত,
মদ-মত্ত-করী সম দুই পদ-ভারে
কাঁপিছে হর্ম্ম্যের ভিত্ থর থর থর্—
কোটরে অপূর্ব্ব-দীপ্তি নয়নে জ্বলিছে।
দন্তপংক্তি আছে যেন পদ প্রসারিয়া,
তালবৃন্ত সম—বাহু অঙ্গুলি মেলিয়া
ঘন ঘন আন্দোলিয়া বলে দেহ রণ।
কণ্ঠস্বর কাঁসরে জিনিয়া—

ইন্দুলেখা— বিচিত্রার চিত্ত মাঝে আনে সদা ত্রাস।

বিচিত্রা— ইন্দুলেখা ভয়ে জড় সড়……

ইন্দুলেখা— বিচিত্রা কবিতা হ'লে কবে ?

বিচিত্রা— প্রেমে যবে ডাকিয়াছে বান,

ইন্দুলেখা— যৌবনে পড়েছে যবে পলি—

বিচিত্রা— মহুয়ার পুরু ওষ্ঠদ্বয়
আবেগে কম্পিত হল যবে।

[দুই জনে আবার হাসিয়া উঠিল]

বিচিত্রা— কে যেন আসিছে ?

[উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল]

ইন্দুলেখা— হয়ত বা কাব্যলক্ষ্মী তব।

বিচিত্রা— এই বার ·····(মুখে অঙ্গুলী দিয়া মুখ বন্ধের ইঙ্গিত করিল এবং এটা ওটা করিতে লাগিল)

[মন্থরা প্রবেশ করিল]

মন্থরা — আনন্দে উন্মাদ তোরা আজ ?

ইন্দুলেখা — কেন মাসী, আনন্দ কিসের ?

(গম্ভীর ভাব)

[বিচিত্রা মুখ নাড়িয়া বলিল যে কোন আনন্দ নাই]

মন্থরা— কৌশল্যার প্রিয় পুত্র রাম হ'বে রাজা,
বৃদ্ধ রাজা পরা'বে মুকুট—
ভরত বঞ্চিত হ'বে রাজত্ব হইতে,
আনন্দ কিছুই নাই ?—এঁ্যা—

ইন্দুলেখা— আমরা ত দাসী মাত্র মাসী।

মন্থরা— তোমরা ত দাসী মাত্র ?
আমি দাসী—

ইন্দুলেখা— ছিঃ ছিঃ মাসী—তুমি দাসী ?
অযোধ্যার মাঝে কেবা আছে
তোমাকে বলিবে হেন কথা ?

মন্থরা— কেহ নাই অযোধ্যায় আজো ?
থাকিতে কৌশল্যা রাজমাতা—
এ রাজ্যের সকল রমণী.
হইবে তাহার পদে দাসী !
কিন্তু রাম রাজা হবে—ঠিক জান ?

বিচিত্রা— তুমিই ত এখন বলিলে—!

মন্থরা— তুমিই ত এখন বলিলে—
শোন তবে আরোও বলিব।… ..
প্রতি পলে বিশ্বে ঘটে কত অঘটন,
তাই বলি, আনন্দে হয়োনা আত্মহারা—
হয়ত বা কিসে কি হইবে।

[দুই জনের মুখের উপর সন্দেহ ও আশঙ্কার ছায়া পড়িল]

বিচিত্রা— আমরা সামান্য প্রাণী… ..

[কৈকেয়ী মন্থর-পদে প্রবেশ করিলেন]

মন্থরা— এতক্ষণে পাইনু দর্শন !……

কৈকেয়ী— আমার দর্শন লাগি' ব্যাকুলা মন্থরা ?
কেন ? বল কিবা প্রয়োজন।
তুমি শুনাইবে সেই অভিষেক কথা—
কে না জানে এই পুরবাসী ?

মন্থরা— জানিত সকলে, তুমি আর আমি ছাড়া।
আর নাহি জানে—
ভরত সন্তান তব—যার ভবিষ্যৎ
সম্পূর্ণ নির্ভর করে তোমারি উপরে।

কৈকেয়ী— রাজ প্রয়োজনে—
এ বার্ত্তা গোপন ছিল দুঃখ কিবা তায় ?

মন্থরা— তোমরা এখানে কেন বল !
কৌশল্যার গুপ্তচর সেজে—
আছ বুঝি এই অন্তঃপুরে ?

[ইন্দুলেখা ও বিচিত্রা প্রস্থান করিল]

কৈকেয়ী— মন্থরা, উত্তেজিতা কেন তুমি ?
আমার প্রাণের মাঝে উঠেছিল ঝড়—
ভোগ-লালসার দ্বন্দ্ব
চিরকাল করিয়াছে নিপীড়ন মোরে।
আজো সেই অত্যুগ্র লালসা
সকলের অবিশ্বাস-উপেক্ষার তলে
তীব্র রোষে উঠেছিল ফুঁসি'—
কিন্তু—কিন্তু রে মন্থরা,
সকল বিপ্লব আজ থাক্ সমাপিত।

মন্থরা— কি-যে বল কিছুই না বুঝি—
তুমি কি সে কৈকেয়-নন্দিনী,
দৃঢ়-চিত্তা চির-গরবিণী,
তুমি কি ভরত-মাতা—
মনে আছে সন্তানের জননী বলিয়া,
বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট স্মৃতি ?
তুমি কি সে যৌবনের রূপগর্ব্বে স্ফীতা
দশরথ প্রিয়তমা রাণী—
অথবা কৌশল্যা যাদুকরী
প্রভাবিত করিল তোমারে ?

কৈকেয়ী— সে আমি হারিয়া গেছি আজ !
হয়ত বা সত্য—সত্য তাহা।
নহিলে দলিত ফণা উঠে না গর্জ্জিয়া—
নহিলে কি বিষ-বহ্নি উঠে না জ্বলিয়া—
নহিলে কি দশরথ চির-পদানত

নত-শিরে করে না বন্দনা ?
সত্য আমি—সে আমি ত নহি।

মন্থরা— কেন নহ সেই তুমি—তুমি ?
জীবনে কি জন্মেছে বিরাগ—
ভুলেছ কি নিজ ভবিষ্যৎ,
পুত্রের কল্যাণ কি গো জাগেনা অন্তরে ?

কৈকেয়ী— পুত্র-অকল্যাণ কিছু নাই—
জ্ঞানী-গুণী ধর্ম্মজ্ঞ ভরত,
রামচন্দ্র-প্রিয়-প্রিয়তম—
রাম মোরে উপেক্ষা করিবে,
এ কল্পনা নাহি দেই স্থান।
হয়ত এ রাজপুরী উপেক্ষা করিবে—
কৌশল্যা-সুমিত্রা দোঁহে, নিবে প্রতিশোধ,
কিন্তু সেই রাম মুখ চাহি……

মন্থরা— ক্ষান্ত কর,—ক্ষান্ত কর রাণী,
শুনিতে চাহিনা এ অক্ষম ক্রন্দন।
ভরত রামের প্রিয়—
সে প্রীতি বহিছে লক্ষ ধারে
কেড়ে নিতে রাজত্ব তাহার ?
মাতৃপ্রেম পড়িছে গলিয়া—
তোমারে করিতে দাসী নিজ জননীর ?
অন্ধ তুমি—মুর্খ বুদ্ধিহীনা—

কৈকেয়ী— মন্থরা !

মন্থরা— দাও দণ্ড—যদি মিথ্যা বলি।

কৈকেয়ী— যদি তোর সমস্ত বর্ণনা
সত্য হয়—অভ্রান্ত-অটল—
কি সাধ্য আমার আছে করি প্রতিকার ?

মন্থরা— তোমার সকলই আছে—
অস্ত্র আছে তোমারই নিকটে,
এই দণ্ডে সমস্ত উৎসব-দীপ—
তুমিই নিভাতে পার মুহূর্ত্তে, নিমেষে।

কৈকেয়ী— উৎসবের দীপ-শিখা করিব নির্ব্বাণ,
সে আঁধারে মোর হৃদি—
শান্তি খুঁজে পাবে ?

মন্থরা— শান্তি তুমি চাও—চাও অধিকার ?
চাহ কি রাজত্ব ভোগ, হ'তে রাজমাতা ?
ভরতেরে বসাইতে চাহ সিংহাসনে ?

কৈকেয়ী— যদি চাই—

মন্থরা— এই দণ্ডে পেতে পার।
মনে নাই—মহারাজ
সত্যপণে বদ্ধ তোমা কাছে—
দুই বর করিতে প্রদান ?

কৈকেয়ী— মনে আছে।

মন্থরা— সেই দুই বর আজ করহ প্রার্থনা।
এক বরে ভরত করিবে রাজ্যলাভ—
অন্য বরে—রামচন্দ্র—

কৈকেয়ী— রামচন্দ্র ? অন্যবরে—

মন্থরা— চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ব্বাসনে।

(কৈকেয়ী চমকিয়া উঠিলেন)

কৈকেয়ী— ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—মন্থরা,
কোন প্রাণে হেন কথা কর উচ্চারণ ?
অযোধ্যার প্রাণ সম—প্রিয়তম রাম,—
দূর হোক রাজ্য-আশা—রাজসিংহাসন,
রাম-জননীর দুঃখ রাজ্যবাসী পারে না সহিতে—
কোন প্রাণে মাতৃ প্রাণ ল'য়ে—

মন্থরা— আগে তব সন্তান ভরত,
তার পর মাতৃহৃদে থাকে যদি কিছু
বিলাইতে পার অন্যজনে।
আমারো নারীর প্রাণ—
কোমলতা আছে হেথা কিছু,
কিন্তু যবে করিগো স্মরণ—
বৃদ্ধ রাজা কুমন্ত্রে মজিয়া,
পিতামাতা পুত্র--তিনজনে
গুপ্ত পরামর্শ করি'—
ভরতেরে পাঠাইলা মাতামহ-গৃহে ;
অজ্ঞাতে—গোপন-মন্ত্রে আজ অকস্মাৎ
ঘোষিলেন—রাম-অভিষেক,
রাজ্যজুড়ে গেল বার্ত্তা—
শুধু মোর ভরতই না পাইল সংবাদ,
সেই ক্ষণে সব কোমলতা
জমিয়া পাষাণ-স্তূপে হ'ল পরিণত।

কৈকেয়ী— বুঝি আমি সব—বুঝি বোন—

মন্থরা— আরো শুনি সতীনের কথা,
তুমি নাকি চিরকাল হিংসা করিয়াছ,
এইবার পাইলে সুযোগ
তোমারে করিয়া দাসী,
লইবেন যোগ্য প্রতিশোধ।
কিসে তুমি করিবে বিশ্বাস?
শুনিনু স্বকর্ণে আমি।
আমি বুঝি মায়াকান্না কেন এত আজ;
কি জানি ভরত যদি আসেই ফিরিয়া
কি জানি বৃদ্ধের মনে আসে ভাবান্তর—
ভরত পাইতে পারে রাজ্য অযোধ্যার।

কৈকেয়ী— জানি আজ মোরা অবাঞ্ছিত
কিন্তু—কিন্তু—দ্বন্দ্ব লালসার,
আমারে—করিছে আসি গ্রাস।
মন্থরা—মন্থরা—

মন্থরা— ভরতে বাসেনা ভাল এ রাজ্যের কেহ?
মিথ্যা কথা, তুমি ত শোননি কাণে—
আমি শুনিয়াছি।
করিতেছে বলাবলি রাজ্যে কত জন—
রামেরে রাজত্ব দেওয়া ভরতে রাখিয়া,
এ যে মহা অন্যায় রাজার।

কৈকেয়ী— সত্য তুমি বলিছ মন্থরা...........

মন্থরা— বৃদ্ধ রাজা যাদু মন্ত্রে বশ হয়ে গেছে।

কি বলি'ছি আমি রাণী ?
এ আমার নহে মিথ্যা কথা।
কৌশল্যার যাদুমন্ত্রে
মহারাজ মোহগ্রস্ত হ'য়ে—
রামেরে সর্ব্বস্ব দানি' হইলে ভিখারী,
তারপর—তুমিও ভরত, থাক যদি হেথা—
থাকিবে লাঞ্ছিত হ'য়ে।

কৈকেয়ী— দূরে থাক্ দ্বিধা ও সঙ্কোচ,
লাজ-ভয়-আবরণ সরে যা'ক্ দূরে—
সমস্ত বন্ধন আজ ছিঁড়িয়া ফেলিব।
আমি চাই—পূর্ণ উপভোগ,
পৃথিবীর অনন্ত সম্পদ,
কৈকেয়ীর হস্তচ্যুত হয়ে
কার ভাগ্য করিবে আশ্রয় ?
মন্থরা—মন্থরা—তুই—
তুই মোর যোগ্য সহচরী।
মহারাজ সত্যপণে বদ্ধ মোর কাছে—
এই দণ্ডে তাঁর কাছে রাজত্ব মাগিব।

মন্থরা— আমিও তা চাই—এই যোগ্য কথা।
দশরথ আজীবন পূজিলা যাহারে—
যার পদে ঢালিলেন অর্ঘ্য ভারে ভারে
সেই হ'বে ভিখারিণী মুহূর্ত্তের ভ্রমে ?

কৈকেয়ী— কিন্তু সখী—রাম বনবাসে,
কি ফল হইবে বল্—রাজ্য যদি পাই।

মন্থরা— অনর্থ ঘটা'বে তব রাম,
কোন দিন গুপ্ত অস্ত্রে ভরতে বধিবে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে—রাজ্য ছেড়ে' যা'ক বনবাসে,
তারপর ফিরে' এলে—চিন্তা কোন নাই—
ভরত হইবে রাজ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত।
ততদিনে বৃদ্ধ রাজা হয়ত মরিবে—
তুমি হ'বে রাজমাতা—রাজরাণী ছিলে।

কৈকেয়ী- বৃদ্ধ রাজা হয়ত মরিবে?
রাজরাণী হ'বে রাজমাতা?

মন্থরা— বল দেখি রাজরাণী ছিলে এতদিন,
অকস্মাৎ হ'বে- পর-দাসী?
মোর প্রাণে সহ্য নাহি হয়।
রাজকন্যা—রাজার গৃহিনী—
অবশ্য হইবে রাজমাতা।

কৈকেয়ী- অবশ্যই রাজমাতা হ'ব।
মিথ্যা নয় বৃদ্ধ রাজা কুমন্ত্রে মজিল,
আমারে করিতে দাসী—
কৌশল্যার হইয়াছে সাধ!
আমিও লইব তার যোগ্য প্রতিশোধ।
আশা-সৌধ বজ্রাঘাতে ফেলিব ভাঙ্গিয়া,
রাম যাবে বনবাসে—রাজা হ'বে ভরত আমার।
বুঝিয়াছি এ জগতে নাহি স্নেহ দয়া;
যা'রে করি স্নেহভরে—গাঢ় আলিঙ্গন,

সে-ই আসে গুপ্ত ভাবে—
ফণা মেলি' করিতে দংশন।
আমিও ধরিব ফণা—
বিষ-কুম্ভ বুকে রেখে'—পয়ো-মুখে—
মা বলিয়া করে—সম্বোধন ?
দুর্ভাগ্য তোমার রাম—
হেন মাতা নারিলে চিনিতে।

মন্থরা— আমিও ত তাই বলি—এত গর্ব্ব কেন ?
জ্যেষ্ঠ পুত্র পায় সিংহাসন—
কোন মুনি দিয়াছে বিধান ?
সে মুনির মুখে আমি
নিজ হস্তে দিব অগ্নি জ্বালি'।
একি কভু সহিবারে পারি—
ভরত হইবে দাস রাম-পদ-তলে !
সে-কি নহে রাজার নন্দন—
রাজ-রক্তে জন্ম নহে তা'র ?

কৈকেয়ী— যৌবন-শোণিত-ধারা আকণ্ঠ পুরিয়া—
করিয়াছি পান আমি—
তৃপ্ত তবু হয়নি অন্তর।
কামনার জ্বালা-মুখে—
চেয়েছি সম্পদ সুখ রাজ্য ভালবাসা,
একান্ত আপন করি' করিবারে লাভ,—
আজ সেই ব্রত-উদ্‌যাপন।
যা'—মন্থরা—ছুটে যা' সত্বর,

বল্‌গে রাজারে তুই—কৈকেয়ী জেগেছে পুনঃ
কৈকেয়ীর প্রাণহীন আশা আবার উঠেছে জাগি'
তাঁহারে ঢালিয়া দিতে
জ্বালাময় তীব্র অনুভূতি !



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কৈকেয়ীর ক্রোধাগার। দেখিলে মনে হয় কক্ষটী সু-সজ্জিত—মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত অবিন্যস্ত—চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। গবাক্ষগুলিতে কালো পর্দ্দা ঝুলিতেছে। নানা দিকে স্বর্ণ, মণিমুক্তা ও হীরকালঙ্কারগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। এক প্রান্তে শয্যাহীন একখানা পালঙ্ক—তাহাতে শায়িতা কৈকেয়ী। মন্থরা ঘর-বাহির করিতেছিল—যেন বড়ই উৎকণ্ঠিত। রাজা দশরথ আসিয়া কক্ষদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন।···তিনি বিচলিত—উদ্বেগাকুল।

মন্থরা— জনম-দুখিনী রাণী,
তার ভাগ্যে সুখ লেখা নাই।
কেহ নাহি চাহে ফিরে',
কেহ নাহি শুনিবারে—
প্রাণের কথাটী তার।—কি করিবে ?
পতি প্রেমে বঞ্চিতা যে-নারী,
তাহার অন্তর-ব্যথা কে শুনিবে আর ?

দশরথ— কার ভাগ্যে সুখ লেখা নাই ?
কি হয়েছে ? মহিষী হেথায় কেন ?

মন্থরা— আর স্থান কোথা' মহারাজ ?
ওরে দুখী, বলে' যারে—

শেষবার বলে' যা রাজারে,
বড়রাণী-অন্ত-প্রাণ মহারাজে আর
হয়ত পা'বেনা ফিরে' এই অন্তঃপুরে।

[মন্থরা অন্তরালে গেল]

কৈকেয়ী— মহারাজ ! বড় ভাগ্যে ভাগ্যবতী আমি,
অভিষেক—আনন্দ-উৎসব ত্যজি'—
অনন্ত করুণা তব—দিয়েছ দর্শন।

দশরথ— কেন প্রিয়ে বিষন্ন অন্তর ?
মন্থরা বলিল কি-যে, বুঝিতে অক্ষম।
একে এই শুভ দিনে—
দারুণ অতীত-স্মৃতি মর্ম্মে মর্ম্মে দানি'ছে বেদনা,
—তোমাদেরও এই বিমুখতা—
বুঝি মোর সব শুভ যাইবে ভাসিয়া।

কৈকেয়ী— আমারো সমস্ত শুভ—
দিইনি কি বিসর্জ্জন আমি,
একদিনে তোমারই চরণে ?
ঐশ্বর্য্য সম্পদ লোভে—
আর ঐ লোলবক্ষে এতটুকু ভালবাসা লাগি'
দিইনি কি সর্ব্বস্ব সঁপিয়া ?
আজ কোথা মঙ্গল আমার ?
সমস্ত কামনা তাই
আর্ত্তকণ্ঠে করে হাহাকার—
চারিভিতে ফিরে অমঙ্গল।

দশরথ— এ কথা করো না উচ্চারণ।—
কল্য প্রাতে রাম হ'বে রাজা,
কোথা' তুমি দেখ অমঙ্গল !
কেন—কিসে হয়েছ উতলা ?—
অমঙ্গল আমার হৃদয়ে রাণী ,
মরিতেছে আপনি গুমরি'—
তবু আমি চিন্তামাত্র রেখেছি গোপনে।

কৈকেয়ী— কি আছে আমার আর ?
আমার প্রাণের কথা কা'র কাছে বলি—
কে তুষিবে আজ মোরে—
আকাঙ্ক্ষিত ধনে ?
নিভৃত গোপন-কোণে
যে আকাঙ্ক্ষা উঠেছে জাগিয়া—
কে আছে এ-হেন প্রিয়তম
সে-আকাঙ্ক্ষা করিবে পূরণ ?

দশরথ— তোমার তুষ্টির তরে—
জগতে অদেয় কিছু নাই।
তোমার তুষ্টির তরে—একদিন রাণী
সর্ব্ব ধর্ম্ম দি'ছি বিসর্জ্জন—
আজ বল কে আছে তোমার ?
বল তব কি আকাঙ্ক্ষা জেগেছে হৃদয়ে !
বল কিবা চাহ তুমি—
রত্নহার ? হেমসজ্জা ? কিম্বা মোর প্রাণ ?
বল মো'রে প্রিয়তমে, বল খুলে'
হাসি মুখে—কি প্রার্থনা তব ?

কৈকেয়ী— মনে আছে মহারাজ,—দুই বর
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে আমার নিকটে ?
দশরথ— মনে আছে রাণী।
সত্যনিষ্ঠ রাজা দশরথ
সে-সত্য পালনে কভু হ'বে না বিমুখ।
কৈকেয়ী— সত্যনিষ্ঠা শুনিয়াছি সূর্য্যবংশ খ্যাতি—
দশরথ— সে খ্যাতি থাকিবে চিরদিন।
কৈকেয়ী— ভাল কথা মহারাজ!
এখনই হইবে তব পরীক্ষা সত্যের।
দশরথ— অজ্ঞাত হৃদয় কোণে
কি বাসনা জেগেছে তোমার—রাণী ?
কণ্ঠে কেন নির্ম্মমতা—না—না—
তুমি মোর প্রিয় হ'তে প্রিয়—
বল ত্বরা—উপহাস ত্যাগ কর প্রিয়ে,
বল ত্বরা কিবা তুমি চাও।
কৈকেয়ী— এক বরে—
দশরথ— (অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন)
রাণি!— আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন কর,
আজি এই শান্ত-স্নিগ্ধ-সুন্দর-নিশিতে
চারিদিকে সকলি সুন্দর।
মানুষ-প্রকৃতি সবই হাস্যময় আজ,
সুন্দর সেজেছে সব অন্তর দেবতা,—
বল রাণী, পবিত্র-সুচারু-হৃদে তব
কি আকাঙ্ক্ষা উঠেছে জাগিয়া!

কৈকেয়ী— সত্য-দৃঢ় বীর-চিত্ত উঠিছে কাঁপিয়া?
লালসার হোমানলে যবে
বৃদ্ধ রাজা তরুণীরে দিলে পূর্ণাহুতি,
সে দিনে ত কাঁপেনি হৃদয়?
সহস্র রমণী-ভাগ্য--নারীত্ব-বাসনা—
শুদ্ধ মাত্র কামনার বশে—
কর' যবে বিড়ম্বিত—কাঁপিলে কি কভু?
তবে কেন—কেন ক্ষত্র বীর!
সহস্র হত্যায় যাঁর আনন্দ অপার—

দশরথ— কেন রাণী,—ছাড় বাক্য-বাণ!
আজি যে আনন্দ শুধু—আনন্দই চাই,
বল প্রিয়ে, প্রার্থনা জানাও!

কৈকেয়ী— প্রার্থনা আমার নহে—সত্য-রক্ষা তব।
এক বরে—

দশরথ— বল বল ত্বরা—

কৈকেয়ী— এক বরে ভরতেরে রাজ্য করি' দান—
[দশরথ কাঁপিতে লাগিলেন, মুখে বাক্য সরিল না]

কৈকেয়ী — অন্য বরে রামচন্দ্রে চৌদ্দবর্ষ তরে
দাও নির্ব্বাসন। [কৈকেয়ী মুখ ফিরাইলেন]

দশরথ— উপহাসে হেন কথা—
করিও না—করিও না কভু উচ্চারণ।
সত্য রাণী, এ পরীক্ষা তব যোগ্য নয়।

[মন্থরা প্রবেশ করিল]

মন্থরা— মহারাজ! সূর্য্যবংশধর,
সত্যনিষ্ঠা যে বংশের খ্যাতি—
কভু আমি শুনি নাই
সে-বংশের মহারাণী কেহ,
উপহাসে মিথ্যা কথা করে উচ্চারণ।

কৈকেয়ী নহে উপহাস রাজা!
সত্যই যা' বলিয়াছি আমি।

দশরথ— [সহসা গর্জ্জিয়া উঠিলেন]
পুনর্ব্বার এ কথা বলিলে
নারীর মর্য্যাদা আমি রাখিতে নারিব।
ভরত পাইবে রাজ্য—
রাম মোর যা'বে বনবাসে?
নারীর কোমল-বৃত্তি নিয়ে
মাতা হ'য়ে হেন কথা—
কিসে নারী আনিলে এ মুখে?

মন্থরা— কাঁদ তুমি অভাগিনী নারী।
যাহার কেহই নাই—মনোব্যথা তা'র
কে বুঝিবে এ সংসারে বল?
পুত্র যা'র বহু ক্রোশ দূরে,
পতি যা'র সত্যনিষ্ঠ অতি—
তা'র মতো ভাগ্যহীনা কেবা?
বন্ধ কর রাণী, বন্ধ কর বাক্য তব!
কি জানি আবার—সত্যনিষ্ঠ মহারাজ
না রাখেন নারীর মর্য্যাদা।

কৈকেয়ী— এই না কহিলে কত সত্যের বারতা—
ক্ষণ পরে ভেসে' গেল সব ?
আমি নারী অভাগিনী—
তাই মোর পুত্র আজ
রাজ্য-লাভে বঞ্চিত হইবে ?
রাজপুত্র নহে কি ভরত ?
কৌশল্যারই মতো কৈকেয়ী রাজার কন্যা —
রাজমাতা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা নহে।
শোন রাজা ! ইচ্ছা হয় পাল' সত্য তব,
এই মাত্র প্রার্থনা আমার।

দশরথ— রাণী, তুমি নাকি পুত্রের জননী ?
এ ত নহে স্বপ্ন-কথা—রচনা মিথ্যার ?
এ কথা আনিতে মুখে হৃদয়ের মাঝে
শুনিলে না বিবেকের তীব্র আর্ত্তনাদ ?
কোমলা নারীর বক্ষে--
স্নেহের পীযূষ ধারা
বেদনায় উঠে না কাঁদিয়া ?
তুমি নারী, সন্তানের মাতা—
পুত্রে চাও রাজ্য ত্যজি' পাঠাইতে বনে ?
নহ মাতা—নহ কন্যা—নহ, ভগ্নী জায়া—
দুরন্ত রাক্ষসী তুমি !—

কৈকেয়ী— রাক্ষসী বলি'ছ মোরে ?

দশরথ— হাঁ-হাঁ-হাঁ !— রাক্ষসী বলিব পুনঃ।

মন্থরা— শুনিতেছ বোন? আমার প্রত্যেক কথা—
সত্য বলি' হ'ল ত বিশ্বাস?
সত্যনিষ্ঠ দশরথ-রাজ্যে করি' বাস,
মিথ্যা কথা বলিবে মন্থরা— ?

দশরথ— সত্যনিষ্ঠ আর কভু নহে দশরথ,
সকল সত্যের আজ হইল সমাধি।
মিথ্যা আজ সত্য'পরি নৃত্য করি' ফেরে—
হিংসা আজ ভুলিয়াছে স্নেহ, দয়া, মায়া,
মাতৃ-স্নেহ ডুবিয়াছে—অন্ধ লালসায়।
কারে তুমি সত্যনিষ্ঠা বল ?
বক্ষ ছিঁড়ি উপাড়িয়া হৃদ্‌পিণ্ড খানি
ডালি দেবে হিংসার চরণে—
তথাপি রহিল সত্য?
মন্থরা! নীরব হও—কৈকেয়ী,
প্রাণাধিক-প্রিয়তমা মহিষী আমার,
শুনেছি তোমার কথা—শুনি নাই শুধু,
মর্ম্মস্থলে জ্বালা রূপে করেছে প্রবেশ;
স্পর্শ নাহি করিব তোমায়—
যদি স্পর্শে সব সত্য ভেঙ্গে চুরে যায়!
কি করে' বুঝিবে তুমি—
তোমার বাক্যের প্রতি তপ্ত-কণাটুকু
করিছে বিকট-নাদ অন্তর জুড়িয়া।

মন্থরা— আমি ত নীরব আছি—থাকিব নীরব!
ভরত পাইবে রাজ্য সে কি সহা যায়?

কৌশল্যার গর্ভে নাহি করি' জন্ম-লাভ—
হতভাগ্য রাজ্য চায় কোন অধিকারে ?

কৈকেয়ী— তা'হলে কি মহারাজ !
সত্যপণ ভঙ্গ হ'ল তব ?
আমারো মাতার প্রাণ—
ভরতের অকল্যাণ পারি না সহিতে।
রাক্ষসী হইতে পারি—
সত্যনিষ্ঠ রাজার বিধানে,.........
কিন্তু আমি হেন নারী—না ছিলাম কভু,
যদি-না এ রাজপুরী ষড়যন্ত্র করি'
ভরতে আমার—রাজ্যে বঞ্চিত করিত।
হ'ব আমি কৌশল্যার দাসী—
রাজমাতা করিবে আদেশ,
নত শিরে আমি দাসী করিব পালন ?

দশরথ— ষড়যন্ত্র দেখিলে কোথায় ?
রাজ্যের নিয়ম—জ্যেষ্ঠপুত্র পায় সিংহাসন।
রামচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—
রূপে, গুণে, বীরত্বে অতুল,
লোকে বলে নারায়ণ নরদেহধারী—
তিন ভ্রাতা চির অনুগত,
জন্ম-স্বত্ব দিল রাজ্য তা'রে—
তুমি তাহে সাধিতেছ বাদ ?
শোন রাণি ! কৌশল্যা তোমার মত
নীচমনা নহে।

অতি খল কুটিলা রমণী—
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এত ?.........

কৈকেয়ী— আমারে করিতে নির্ব্বাসিত ?

দশরথ— নহে নির্ব্বাসিত—হ'লে প্রয়োজন,
অস্ত্রাঘাতে হৃদ্‌পিণ্ড খণ্ড খণ্ড করি'
ফেলিতাম নিজ হস্তে আমি—
যা'তে এ দারুণ লোভ অন্তরে তোমার
বিন্দুমাত্র স্থান নাহি পায়।

মন্থরা— আমি জানি বহু পূর্ব্বে তাহা।
মহারাজ-বাক্য কভু মিথ্যা হ'তে পারে ?
লো অভাগি ! এ রাজ্যে তোমার কেহ নাই।
নীচমনা, অতি খল—কুটিলা রমণী,
এর চেয়ে প্রিয় সম্ভাষণ
পতি হ'তে আর কিবা চাও ?
তোমার নিকটে সত্য—মূল্য নাই—
বিন্দু মাত্র মূল্য নাই তা'র।

দশরথ— মন্থরা—দাসী কন্যা,—নহ রাজরাণী।
আজন্ম-শাণিত এই বিষজিহ্বা তব—
সংযত না কর যদি...............

কৈকেয়ী— মহারাজ ! কিবা প্রয়োজন
উদ্ধত বাক্যের গাঁথা গাঁথি'।
জানে এই ত্রিভুবন—অযোধ্যার রাজা
অস্ত্রবলে-সৈন্যবলে-সর্ব্ববলে বলী।
আরো জানে সবে—

লালসার বহ্নি-মুখে সহস্র রমণী
নিত্য তা'রে জোগায় ইন্ধন।
তাই বলি, শেষ কথা—মোর মহারাজ!
সত্যপণে বদ্ধ মোর কাছে,
ইচ্ছা হয় পণ রক্ষা কর—
সম্বরণ কর ওই তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ।
না হ'লে আদেশ কর—পুত্র নিয়ে কোলে—
সূর্য্যবংশ সত্যনিষ্ঠা গুণ-গান করি'
চলে যাই পিতৃ-রাজ্যে ফিরি'—
অবশিষ্ট ছিল কীর্ত্তি সত্যনিষ্ঠা শুধু
তাহাও হউক বিশ্বজয়ী।

দশরথ— সত্যপণ! সত্যপণ!!
সত্যপণে বদ্ধ আমি তোমার নিকটে—
সত্যপণে ব্যঙ্গ কর—দাসী সঙ্গে মিশি'?
সত্যপণ! সত্যপণ!
সত্যপণে রাজ্য-লাভ করিবে ভরত—
সত্যপণে রাম আজ হ'বে নির্ব্বাসিত,
আর সেই সত্য অভিশাপে—
পুত্রশোকে—পুত্রশোকে দশরথ,
না, না, না—মহিষি!
সেই সত্য অভিশাপ মিথ্যা হয়ে যাক্,
আনন্দে দিওনা ঢেলে বিষাদের গ্লানি।
তুমি মাতা পুত্রের জননী,
এ প্রার্থনা কর প্রত্যাহার।

আমার সাজান কুঞ্জ বজ্রাঘাতে
দগ্ধ করিও না,—এ আমার অনুরোধ—
ভিক্ষা— ভিক্ষা— ভিক্ষা তব কাছে।

কৈকেয়ী— দুর্ব্বিনীত-নারী কাছে—
ভিক্ষা চায় অযোধ্যার সুবিনীত রাজা?
রাক্ষসী হইয়া যবে জন্ম লভিয়াছি,—
নাহি যবে মাতা, কন্যা—নহি আমি নারী—
কিসের প্রার্থনা মোর কাছে?
ক্ষত্রবংশে জন্ম লভি'—
নারী প্রায় হয়োনা কাতর—
রক্ষা কর সত্যপণ।

দশরথ— নারী কি গো জানে কাতরতা?
নারী জানে বক্ষ মাঝে অগ্নি জ্বেলে' দিতে,—
নারী জানে নিজ হাতে চিতা-শয্যা রচি' —
পিতৃকুল পতিকুল দিতে বিসর্জ্জন।
তোমার মতন নারী—ধরা মাঝে জন্ম যদি লয়—
ভীম ভূমিকম্পে যেন, এ পৃথিবী চূর্ণ হ'য়ে যায়
তাহারে স্পর্শের পূর্ব্বে।

কৈকেয়ী— আর কিছু জানে নাই নারী?.........
মহারাজ! এখনই উত্তর চাই।

দশরথ— কি উত্তর— কি উত্তর—
কি উত্তর চাহ তুমি?

কৈকেয়ী— ভরতের রাজ্যলাভ— রাম-নির্ব্বাসন।

দশরথ— সর্ব্বনাশী !…বজ্রাঘাত হোক তোর শিরে,
করিব না প্রতিজ্ঞা পালন।
সত্য রক্ষা ভেসে যা'ক—
ডুবে' যা'ক সূর্য্যবংশ-খ্যাতি।
এই দণ্ডে—এই দণ্ডে—
রাজপুরী কর পরিত্যাগ।

[কৌশল্যা—রাম ও লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন]

রাম— পিতা ! উত্তেজিত কি হেতু আপনি।
বিচিত্রা দানিল বার্ত্তা—
আশঙ্কায় তিনজনে এসেছি ছুটিয়া।

দশরথ— সরে যা' সরে যা' তুই—সরে যা' বালক,
রাজ-প্রাসাদের বায়ু
বিষপূর্ণ— পঙ্কিলতা ভরা।
আমি আর নহি পিতা,
পুত্র-স্নেহ—সত্যপণে যেতেছে ভাসিয়া।
কৌশল্যা ! ফলিয়াছে মুনি অভিশাপ—
ক্ষণপূর্ব্বে মেগেছিলে—
বিধাতার পুণ্য আশীর্ব্বাদ,
সেই আশীর্ব্বাদে—তোমার সাজান কুঞ্জে
উঠিয়াছে—প্রাণ-দগ্ধি শ্মশানের ধূম।

মন্থরা— কি দেখ দাঁড়ায়ে আর বাছা ?
কত কথা শুনিবে নীরবে ?
ধরা মাঝে কলঙ্কিনী—জনম দুখিনী,
কর শুধু অশ্রুপাত নির্জ্জনে বসিয়া।

কৈকেয়ী— মহারাজ ! ইচ্ছা হয় পাল' সত্যপণ,
শুনিবারে নাহি চাহি অথর্ব্ব ক্রন্দন।
[কৈকেয়ী ও মন্থরা প্রস্থান করিলেন ;
দশরথ জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলিয়া সে দিকে চাহিয়া রহিলেন—
যেন ইহাদেরে গ্রাস করিয়া ফেলিতে চান]

কৌশল্যা— মহারাজ !......

দশরথ— কৌশল্যা ! আমার সাজান কুঞ্জে ফুটেছিল ফুল—
বিধাতা হাসিলা বুঝি অন্তরালে বসি'।
(সহসা যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন)
রাম, রাম, রাম মোর প্রাণ প্রিয়তম !
(দুই চক্ষের জলধারা বহিল উচ্ছ্বসিত বেগে)
না মহিষি ! আমারে বিদায় দাও—

রাম— পিতা ! কি হয়েছে—বুঝিতে না পারি।
কি হেতু ব্যাকুল এত— ? কি-সে সত্যপণ ?

দশরথ— ব্যাকুল কোথায় আমি ?
সত্যনিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ত রাজা দশরথ।
শুনিলে না—মহা ব্যঙ্গ-ভরে—
মন্থরাও বলে' গেল ....
সত্যনিষ্ঠ রাজা দশরথ !

কৌশল্যা— মহারাজ—ধৈর্য্য আর মানে না হৃদয়,—

দশরথ — অনেক মানিতে হ'বে—
হয়ত বা চতুর্দ্দশ-বর্ষ-কাল,
বক্ষেতে পাষাণ চাপি'—রুদ্ধ করি' আঁখি

কাটাইতে হ'বে দীর্ঘ দিন।
তুমি নারী—তুমি পার ?.........
তুমি পার পুত্রে তব পাঠাইতে বনে ?

কৌশল্যা— কেন ? কেন ? কেন—হেন কথা ?

দশরথ— কেন ? সত্যপণ—

কৌশল্যা— কি-সে সত্যপণ মহারাজ ? কি-সে সত্যপণ ? .....

দশরথ— কৌশল্যা ! ফলিয়াছে মুনি অভিশাপ।
অযোধ্যার রাজার মহিষী—
যা'রে দি'ছি সর্ব্বস্ব উজাড় করি'
একদিনে জীবন যৌবন,
সে-ই চায় হৃদপিণ্ড উপাড়িয়া নিতে—
তুমি আর চাহ কিছু ?
দুই বর কৈকেয়ী মাগিছে—
ভরতের রাজ্যলাভ ! কাঁপিও না—কাঁদিও না—
শুনো আরো—রাম নির্ব্বাসন।
তুমি কিছু চাও—
রাজত্ব—বৈধব্য—তব ?... . ...

(উন্মনার ন্যায় প্রস্থান করিলেন।)

কৌশল্যা— "রাম ! রাম !! " [বলিয়া কম্পিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। রাম ও লক্ষ্মণ শুশ্রূষায় রত হইলেন।]



দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজপুরী অভ্যন্তরস্থ উদ্যান। প্রভাত কাল—ঊষার আকাশে সূর্য্যদেবের রক্তিমাভা সবে মাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারা নগরী অভিষেকোৎসবের জন্য যেন জাগিতেছে। কিন্তু রাজপুরী বিষাদ-মগ্ন—সকলেই বার্ত্তা জানিয়াছে—একটা অমঙ্গলের ছায়া-পাত হইয়াছে।

বৈতালিকের গান

ঘুম ভেঙ্গে জাগিস্‌নে ওরে
থাকুক তোদের ঘুমের ঘোর,
এ প্রভাতের নয়রে আলোক—
খুলিস্‌নে আর ঘরের দোর।
থাকুক আঁধার চাই না আলো—
মরণ মোদের—মরণ ভালো,—
জীবন আজি কঠিন কালো—
সুখের নিশি হোস্‌নে ভোর।
ডুবিয়ে দে' আজ অতল তলে
আপন-হারার অগাধ জলে,
যা' আছে তোর আয়রে ফেলে—
গাইরে মরণ-দোলের সুর।

[প্রস্থান]

[বশিষ্ঠ, জাবালী ও রামের প্রবেশ]

রাম— গুরুদেব! করো আশীর্ব্বাদ।
পিতৃ-সত্য, রক্ষা তরে—
জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের ক্ষণে,
সর্ব্ব পরিত্যজি' আমি

যাইতেছি দূর বন-বাসে।
অতি-বৃদ্ধ পিতা মোর,
লোলবক্ষে লেগেছে আঘাত।
হয়ত বা, না করুন ভগবান—
মর্ম্ম-ভাঙ্গা সে-আঘাত সহিতে না পারি',
অকালে মৃত্যুর ছায়া পড়িবে আসিয়া।
গুরুদেব! আপনি সহায় হ'লে,
আপনার কল্যাণ-কামনা—
দিবে শক্তি—সহিবারে।

জাবালী— রামচন্দ্র! সত্যরক্ষা ধর্ম্ম সুমহান,
পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা—শ্রেষ্ঠধর্ম্ম তা'ও।
কিন্তু মহাভাগ—সত্য কা'কে বলে?
আমি যদি সত্য করি,
সহস্র মানব-হত্যা স্বহস্তে করিব?
সে-সত্য পালিতে হ'বে ধর্ম্ম-জ্ঞান করি'?
দশরথ বলেছিলা কভু—
সত্য তরে অসত্য বাড়া'ব—
লালসাতে যোগা'তে ইন্ধন?

রাম— হে মহর্ষি! সে বিচার করিব না আমি—

জাবালী— বিচারের ক্ষমতা থাকিলে,
নির্ব্বিচারে মিথ্যারে মানিবে সত্য বলি'?

রাম— মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় ঋষি!
পিতৃসত্য—চির সত্য তাহা;
এইখানে বিচার-বিহীন আমি।

যে সত্য সর্ব্বস্ব করে দান,
যে সত্য সবার বাড়া—

বশিষ্ঠ— রঘুকুলমণি বলি' তুমি
চির-কাল হইবে পূজিত।
বিধাতার শুভ-ইচ্ছা সকলি ফলিবে—
করি আশীর্ব্বাদ বৎস,
হও চিরজয়ী।

[রামচন্দ্র উভয়কে প্রণাম ক'রিলেন, বশিষ্ঠ ও জাবালী আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অন্যদিক দিয়া কৌশল্যা ও লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন]

লক্ষ্মণ— হে জননি! হয়ো'না ব্যাকুলা।
সব সত্য নিজ হাতে চূর্ণ করে দেব।
হেন নারী অযোধ্যার রাজপুরী মাঝে
থাকিতে পারে না বেঁ'চে জীবন লইয়া।
সত্য কিবা ত'ার কাছে—
যে চাহে রামের মতো পুত্রনির্ব্বাসন ?
দেহ আজ্ঞা মাতা মোরে—
সত্যের সমাধি হোক হীন নারী সনে।

(বিভ্রান্ত ভাবে দশরথের প্রবেশ)

দশরথ— যদি তুই পারিস্ লক্ষ্মণ—
শুভ্র শির হ'তে যদি কলঙ্ক-পসরা
পারিস্ ফেলিতে ছুঁড়ে!
পারিবে ত ?

রাম— লক্ষ্মণ! হয়েছ উন্মাদ তুমি?
কৈকেয়ী মোদের মাতা—ভরত-জননী—
তাঁহাবে বলিছ কটু—এই শিক্ষা তব?
ছিঃ ছিঃ ভাই— তুমি রঘু-বংশের তনয়,
মাতৃ-অপমান করি, পুরাইবে পাপ?

লক্ষ্মণ— কেবা মাতা—কেবা নারী?
নারীর কঙ্কাল ঐ শ্মশান-প্রেতিনী।
যে নারী নারীত্ব স্নেহ দেছে বিসর্জ্জন,
ক্ষুদ্র রাজ্য-লোভ-মত্ত হিংস্রকা রমণী
স্বামী অমর্য্যাদা করে,
পুত্রে চায় দিতে নির্ব্বাসন!
তা'রে তুমি মাতা বল—? আমি বলিব না।
মাতা বলি' কবিব না ক্ষমা।
মাতৃনাম কলুষ-পঙ্কিল—
যে নারী করিল অবহেলে,
যে নারীর কূট-চক্র এই অযোধ্যারে
শ্মশান করিতে চায়—
সে নারীরে মাতা বলি'
মাতৃ-নামে কলঙ্ক আনিব?
ক্ষমা কর্য়ো মোরে দেব—

রাম— মাতা চিরকাল মাতা—
শোক-দুঃখ-পাপ-পুণ্য মাঝে।
একদিন মাতা বলি যা'র কোলে বসি'
স্নেহের—পীযূষ-ধারা করিয়াছ পান,

তা'বে যদি কহ কটু কথা,
স্নেহের মর্য্যাদা হানি হ'বে।
হ'তে পারে অন্ধ মাতা
লোভে মোহে কিম্বা ছলনায়—
হ'তে পারে ক্রূব মোর প্রতি,
নিজ পুত্র কল্যাণ-কামনা করি'—
তা' বলে কি পাশবিব পূর্ব্ব স্নেহ তাঁব,
মাতৃ নাম—ফেলিব মুছিয়া ?
বে লক্ষ্মণ! পূর্ণ হোক বিধাতৃ বিধান,
নির্ব্বাসন—তুচ্ছ আমি গণি—
পিতৃ সত্য রক্ষা তবে।
সূর্য্যবংশ কুল খ্যাতি ডুবিতে না দেব রসাতলে—
পিতাবে পাপেব ভাগী হইতে দেব না।

দশরথ — স্ত্রৈণ পিতা—পুণ্য কোথা' তা'র ?
ত্রিভুবনে ঘোষিবে আমাব নাম—
গ্লানিব পতাকা বহি' এই শুভ্রশিরে,
মৃত্যু-তীবে দাঁড়াইব আজ ?
কব বাণি! কব আর্ত্তনাদ—
পুত্র তব যেতে চায় আজ নির্ব্বাসনে,
ফেলিয়া অযোধ্যা বাজ্য পিতৃ-সত্য তবে।
আর আমি স্ত্রৈণ পিতা তা'র,
কৈকেয়ীর বস্ত্রাঞ্চল করিয়া ধারণ—
পড়িয়া থাকিব হেথা।
চমৎকার সত্যপণ—

সত্যনিষ্ঠা সূর্য্যবংশ-খ্যাতি—
সে খ্যাতির উজ্জ্বল মহিমা,
জ্বলিবে পৃথিবী বক্ষে চিতা-বহ্নি সম।
রে লক্ষ্মণ! কৈকেয়ী যে মাতা তোর!
প্রতিশোধ নিতে চাস্ যদি—
হান্ খড়্গ এ বৃদ্ধের শিরে।
সত্যপণ—সত্যপণ—
সত্যপণে পুত্র নির্ব্বাসন—
এমন সত্যের সৃষ্টি নিষ্ঠুর বিধাতা
করিলেন কোন উপাদানে?

কৌশল্যা— [বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল—তবু যেন দৃঢ় কণ্ঠে বলিতেছিলেন]
মহারাজ! কেন তুমি হয়েছে ব্যাকুল?
তব সত্য রক্ষা তরে—
পুত্র যদি যায় নির্ব্বাসনে
বিন্দুমাত্র দুঃখ নাহি............
[স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল]
আমার পতির সত্য—
সে যে মোর সর্ব্বসত্য'পরি।

দশরথ— চমৎকার! চমৎকার!!
পতি সত্যে পুত্র হত্যা—সেও পার তুমি?

লক্ষ্মণ— তুমি কি বলিছ মাতা!
হিংসা সত্যে দিবে আত্মবলি?

রাম হেন পুত্র রত্ন বনে দিবে ডালি।
রাজ্যবাসী এ সত্যেরে করিবে ধিক্কার,
পিতৃনিন্দা শুনিতে হইবে—
তা'র পূর্ব্বে সূর্য্যবংশ ধরা হ'তে লুপ্ত হয়ে যা'ক্।
কা'রে তুমি বল মাতা কমল-লোচন ?
সে যদি হইবে মাতা—
মাতৃনাম নরলোক ত্যজি'
এ মুহূর্ত্তে হ'উক বিলীন।

রাম — লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ, ভাই! শান্ত কর ক্রোধ,
এ দৌর্ব্বল্য তোমারে না সাজে।
মাতৃ-মুখে এইমাত্র শুনিলে ত ?—
"সবার উপরে সত্য পতিসত্য তাঁ'র"।
আর আমি তাঁহারই কুমার
পিতৃসত্য না করি পালন
করিব পাপের ভাগী জনকে আমার ?
তুমি মোর চির-অনুগত—
প্রাণাধিক—হে সৌমিত্রি!
চতুর্দ্দশ-বর্ষ বন-বাস
সে-ত তুচ্ছ কথা—হ'লে প্রয়োজন,
হ'লে প্রয়োজন পিতার সত্যের তরে
এই দণ্ডে দিতে পারি প্রাণ বিসর্জ্জন।

লক্ষ্মণ — পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব।—
পিতৃসত্যে—পিতৃসত্যে আজ,
সাধের অযোধ্যাপুরী হউক শ্মশান।

কৌশল্যা— ওরে—ওরে রাম,
না—না-! আমি হ'ব না কাতর,
আমি না রামের মাতা ?

রাম— হাঁ মা, তুমি না আমার মাতা,
দশরথ রাজার মহিষী—
সর্ব্বোপরি তুমি যে গো ক্ষত্রিয়-নন্দিনী।—

কৌশল্যা— কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু ওরে বুক-ছেঁচা ধন!
তাহারো উপরে আমি মাতা—!
(উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন)

—❦—

তৃতীয় দৃশ্য :—কৌশল্যার সাধনা-মন্দিরের বহির্ভাগ। সীতা রাম-নির্ব্বাসনের সংবাদ শুনিয়া এইমাত্র আকুলভাবে সেই মন্দিরে গিয়া ভগবানের নিকট পতির শুভ-কামনা করিয়া বাহির হইয়াছেন। দুই গণ্ড বহিয়া তাঁহার জলধারা ছুটিয়া চলিয়াছে। সারা দেহে তাঁ'র মর্ম্মন্তুদ কাতরতা।

সীতা— রাজত্ব ত চাহি নাই—
অন্তর আমার, চেয়েছিল শান্তি শুধু,
তবে কেন, কেন হে দেবতা ?....
[রামকে আসিতে দেখিয়া সীতা ব্যাকুল ভাবে গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন]

সীতা— হয়ো না—হয়ো না রাজা তুমি।

ওগো—চাহি না রাজত্ব-ভোগ—
শুধু—শুধু, তোমারেই চাই।

রাম— সীতা! সীতা! প্রাণ প্রিয়া মোর—
ক্ষণমাত্র অবিচ্ছেদ সহিতে না পারি,
কিন্তু আজ বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে
বিরহের শোক-তান উঠেছে বাজিয়া।

সীতা— জানি আমি প্রাণে প্রাণে—
এ জগতে হেন বজ্র হয়নি সৃজন,
যে-রুদ্র অশনি-ঘাতে
তোমার আমার হ'বে মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ!

রাম— সত্য যা' বলিলে প্রিয়তমে!
তোমার আমার মাঝে—
চিরকাল শূন্য-ব্যবধান।
তুমি মোর জীবনের পূর্ণ সফলতা—
কল্পনার কাব্যকথা মানসী প্রতিমা,
জানি আমি চির সত্য ইহা।
এ বিশ্ব সংসার যদি
লুপ্ত হ'য়ে যায় মোর কাছে,
সেখানেও একমাত্র তুমি জেগে' রবে।
কিন্তু দেবি! বাহিরের সর্ব্ব অনুভূতি
হয়েছে বিকল অঙ্গ বিরহ স্মরিয়া।
এর চেয়ে—এর চেয়ে—
না, না, প্রিয়তমে!

তোমার কল্যাণকামী চিরন্তন প্রেম
পিতৃসত্য রক্ষা তরে রাখুক অটল।

সীতা— দীর্ঘ দিন রহিবে একাকী,
কি কথা বলিছ প্রিয়তম?
আমি র'ব একাকী হেথায়—
তোমারে পাঠায়ে বনে?
এ কথা ভাবিতে মনে
বিন্দুমাত্র দ্বিধা হইল না?
আমিও যাইব তব সাথে—
বনবাসে অরণ্যানী মাঝে
আমার সর্ব্বস্ব দিয়া
অনন্ত প্রাণের ব্যথা লইব মুছিয়া।

রাম— অসম্ভব—অসম্ভব প্রিয়া!
সূর্য্যবংশ-কুলবধূ—
জনক-দুহিতা সীতা—
তুমি যাবে বনে?

সীতা— আমি মাত্র রাঘব-বনিতা।
নাহি জানি সূর্য্যবংশ—ভুলে গেছি
পিতৃ-পরিচয়; মোর, বংশ পরিচয় তুমি।

রাম— তথাপি—তথাপি প্রিয়ে
এ কি কভু হইবে সম্ভব?
পিতৃসত্যে আমি যাব বনে,
বনবাস-দুঃসহ-যাতনা
এ কোমল প্রাণে তুমি কেমনে সহিবে?

সীতা— সম্ভব হইল যবে রাম-বনবাস,
রামের অযোধ্যা রাজ্য ভরত পাইবে,
জগতে কি আছে অসম্ভব ?
এ জীবনে বুঝি নাই—
যাতনা কাহাকে বলে—বুঝিয়াছি শুধু,
তোমাকে ছাড়িয়া থাকা দুঃসহ যাতনা।
আমার কোমল প্রাণ, তব স্পর্শে দৃঢ় হ'য়ে গেছে—
তোমার সঙ্গিনী রূপে, মোর ইষ্টদেব !
ইষ্টানিষ্ট না করি বিচার আমি
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারি।

রাম— জানি আমি, জানি আমি সীতা।
একদিন বলেছিলে নিদ্রাঘোরে—
যেন কোন দৈব-বাণী সম,
"তুমি যদি যাও ছেড়ে দূরে—
সমস্ত ভুবন মম হবে মরুসম,
সুপ্তিহীন কাটিবে যামিনী—
সর্ব্ব শান্তি চিত্ত হতে লুপ্ত হ'য়ে যা'বে,
মৃত্যুর অধিক মৃত্যু হইবে আমার।"
জানি আজ সেই স্বপ্ন-কথা
সত্য রূপে দিয়াছে দর্শন।
বুঝিবা তোমার বাণী
অন্তরালে শুনেছিল নিষ্ঠুরা নিয়তি—
হেসেছিল করুণার হাসি।
কিন্তু দেবি! আমি চলিয়াছি আজ

যে পথের পানে—এত নহে মোর পথ,
জীবনের লক্ষ্যহারা আমি।
আমার বিভ্রান্ত-পথে সঙ্গী হইও না,
আমার এ সন্ন্যাসী জীবনে—
সর্ব্বহারা রিক্ত হ'তে দাও।

সীতা— তুমি যদি সর্ব্বহারা,
আমার সর্ব্বস্ব তবে রহিল কোথায় ?
জীবন-সঙ্গিনী রূপে—
সাক্ষী রাখি' দেবতামণ্ডলী
করেছিলে এ পাণি গ্রহণ—
সে প্রতিজ্ঞা হলে বিস্মরণ ?
তোমার অরণ্য-যাত্রা—
হয়ত বা বিধাতার অণুষ্ঠিত
পরীক্ষা আমার।

রাম— হিংস্র-জন্তু-পরিপূর্ণ অরণ্যের মাঝে
নারী তুমি কেমনে রহিবে ?

সীতা— রাম পাশে হিংস্র-জন্তু
মুগ্ধ শিশুসম—হইয়া থাকিবে দাস।

রাম— শোন সীতা, আমার প্রাণের কথা।
তোমারে করিতে সাথী মোর বনবাসে—
পারিব না, আমি পারিব না।
আমার প্রাণের সীতা—
ত্রিভুবন-সাধনার ধন,
বনবাসে বৃক্ষমূলে ফল মূলাহারী—

কাটাইবে দীর্ঘদিন বিরলে বসিয়া !
আমার প্রাণের সীতা—
রাজহর্ম্ম্যে দাসীপূর্ণ সুরম্য প্রাসাদে
রাখিয়া যাহারে সদা নহে পূর্ণ সাধ,
সে কাটাবে সারানিশি গাঢ় অন্ধকারে—
হিংস্র-পশু বেষ্টিত হইয়া ?
সুবর্ণ বলয় ছাড়ি' হস্তে দিবে
লতার বেষ্টনী—পরিবে বল্কল,
সে কি কভু সহিতে পারিব ?

সীতা— তুমি যা' পারিবে নাথ !
আমি তাহা কেন পারিব না ?
তুমি যদি মোরে নাহি ভাব অন্যমনে—
নিজের সুখের ভাগী শুধুই করিবে,
বিন্দুমাত্র দুঃখভার দিবে না বহিতে ?
তুমি কি দেখিতে চাও মরণ আমার
রাম শূন্য অযোধ্যার অন্ধপুরী মাঝে ?
চৌদ্দবর্ষ বনবাস—তব সনে
তুচ্ছ আমি গণি'। বনের হরিণ-শিশু
খেলিবে আমার সনে—
হরিণীরা হবে মোর সাথী,
বৃক্ষশাখে পক্ষীকুল শুনাইবে প্রেমের সঙ্গীত—
বৃক্ষতল হইবে প্রাসাদ।
প্রকৃতি-সৃজিত বন্য কুসুম তুলিয়া
গাঁথিব সাধের মালা—

স্বর্ণহার তুচ্ছ তা'র কাছে।
নিশিতে তোমার বাহু করি' উপাধান,
শষ্পশয্যা মাঝে আমি করিব শয়ন—
প্রতি স্পর্শে উঠিব শিহরি',
আমার স্বপ্নের কথা
রচিবে যা' স্তব্ধ অরণ্যানী,—
একমাত্র শ্রোতা হবে তুমি।

রাম— নিতান্তই সঙ্গী হ'বে সীতা?
মাতা মোর হ'বেন ব্যাকুল—
লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন দোঁহে উন্মত্ত হইবে।

সীতা— লইব মাতার আজ্ঞা।
মাতা মোর ক্ষত্রিয়-নন্দিনী—
জানি তাঁ'র বক্ষ মাঝে বহিছে কি ঝড়।
তথাপি জননী আজ পতি-সত্য তরে
দৃঢ়তায় বাঁধিবেন বুক!
সন্তানেরে বনে দিয়া ডালি
জননী-কোমল-বক্ষে
যে-পাষাণ রুদ্ধ করে শোক,
সে পাষাণই আজ অবহেলে
সহাইবে আমার বিচ্ছেদ।

[কৌশল্যা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ]

রাম— কহ মাতা, কোন প্রাণে
সীতারেও করিবে আদেশ—
যাইতে আমার সঙ্গে?

কৌশল্যা— এ'ও সত্য হ'বে ?
কুললক্ষ্মী অযোধ্যা ছাড়িবে,
যাবে ? যাও, কি থাকিবে মোর আর !
এ যে রে—শ্মশান-ভূমি ?

সীতা— দেহ আজ্ঞা জননী আমার।
পতি বিনা দুর্ব্বহ জীবন—
বহিতে না হইব সক্ষম।
দেহ আজ্ঞা—

কৌশল্যা— নারী পারে সকলি সহিতে।
দারুণ মর্ম্মের ব্যথা করিয়া গোপন—
সে পারে সন্তানে দিতে বনে ?
তথাপি সে থাকে দাঁড়াইয়া !
ওরে রাম—ওরে সীতা—
আমারে কাঙ্গাল করি' সতা চলে' যা'বে ?
যা'বে ? যাও—আজ্ঞা মিলিয়াছে !
আমার পতির সত্য...

লক্ষ্মণ— তুমি মাতা, সকলি সহিতে পার।
তুমি পার দেখিবারে মৃত্যু আমাদের—

কৌশল্যা— লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ ! পুত্র মোর,
করোনা ব্যাকুল আর ভর্ৎসনা করিয়া—
বুক-ভাঙ্গা যে উচ্ছ্বাসে রেখেছি ঠেলিয়া......

রাম— মা ! মা ! মাত মোর জগত-জননী,
কর আশীর্ব্বাদ শুধু—
রাম জানকীর জন্ম হউক সার্থক।

লক্ষ্মণ তবে মাতা দেহ আজ্ঞা মোরে—
রাম-জানকীর সনে,
আমিও যাইব বনবাসে।

রাম - লক্ষ্মণ, হারিয়েছ জ্ঞান বুদ্ধি তুমি!

লক্ষ্মণ— হারিয়েছি জ্ঞান বুদ্ধি
তোমারি চরণে—
চিরকাল হারিয়ে থাকিব।
আমারে দিওনা বাধা,
না মানিব কাহারো আদেশ—
হে রাঘব! তব আজ্ঞা,
চিরকাল পালিয়াছি অনুগত প্রায়;
কিন্তু আজ অন্য আজ্ঞা কর যদি মোরে
ভয় হয়, সে আদেশ রক্ষিত না হ'বে।

কৌশল্যা— ষোলকলা পূর্ণ হ'য়ে যা'ক।
অযোধ্যা-শ্মশান-প্রান্তে ডাকিনীর মতো
আমিই রহিব বেঁচে।

লক্ষ্মণ— শত্রুঘ্ন রহিবে হেথা—
রহিলেন জননী আমার।
ঊর্মিলা করিবে তব সেবা—
আর মাতা—চিরদিন সঙ্গে রবে,
পতি সত্য তব!

কৌশল্যা— যত পার, কররে আঘাত।
হে দেবতা! চিরকাল সাধনার ফলে—

বিনিময়ে এই প্রতিদান ?

[টলিতে টলিতে গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন]

রাম— হে সৌমিত্রি !
এ নহে আদেশ কভু—মোর অনুরোধ,
এ হেন সঙ্কটকালে অযোধ্যা ত্যজিয়া
মোর সঙ্গে হইও না বনবাসী তুমি।

লক্ষ্মণ— অযোধ্যার কি সঙ্কট ?
ভরত হইবে রাজা—কৈকেয়ী হ'বেন রাজমাতা,
রাম-রাজ্য-শ্রেষ্ঠ রাজ্য হইবে স্থাপিত।
আজীবন রামের সেবক—
জানকীর প্রিয়-অনুচর,
তাঁহাদের বনবাসে সঙ্গী নাহি হ'ব ?
করিও না অনুরোধ—
রক্ষা করিব না।
জীবনের ব্রত মোর পূর্ণ হ'তে দাও,
প্রাণের জ্বলন্ত বহ্নি রঘু-কুলমণি !
স্পর্শে তব করিবে শীতল—
তা'না হ'লে বুঝি কোন অসতর্ক ক্ষণে
লক্ষ্মণের ধনুর্ব্বাণে ছুটিবে প্রলয়—
এ অযোধ্যা ধ্বংস হ'য়ে যা'বে।

সীতা— সৌমিত্রি ! আমারও এই অনুরোধ !
উর্ম্মিলা তোমার তরে কাঁদিয়া ভাসাবে—
চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল নহে তুচ্ছ কথা।
তাহারে একাকী ফেলে
প্রাণ তুমি কেমনে ধরা'বে ?

লক্ষ্মণ— বহুবার ভাবিয়াছি আমি—
আমার প্রাণের সত্য মিথ্যা হইবে না।
উর্ম্মিলা আমারি পত্নী,
এ বিচ্ছেদ হাসি মুখে করিবে বরণ!
আমি যাব বনবাসে,
সেথানে রামের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিব।
সর্ব্ব দিনমান ফলমূল কাষ্ঠ আহরিব,
উৎসৃষ্ট হইবে তাহা রাজরাণী পদে।
দিবসের কর্ম্মক্লান্ত—
সূর্য্য যবে যা'বে অস্তাচলে,
তাঁহারি বংশের রত্ন রবিকুলখ্যাতি,
ঢলিয়া পড়িবে যবে শষ্প শয্যা'পরি—
রাম জানকীর সেই—
শয্যাপ্রান্তে র'ব আমি জাগ্রত প্রহরী।



চতুর্থ দৃশ্য—দশরথের অন্তঃপুরস্থ রঙ্গশালা। অভিষেকোৎসবের জন্য তাহা সজ্জিত হইয়াছিল। সেই সজ্জা এখন বিশৃঙ্খল — সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বহু নাগরিক — বশিষ্ঠ, জাবালী, সুমন্ত্র, অমাত্যবৃন্দ সকলে দণ্ডায়মান — কাহারও মুখে কোন কথা নাই। চরম মুহূর্ত্তের জন্য যেন সকলে প্রস্তুত —অপেক্ষা করিতেছেন। বিরাট রঙ্গশালার দূরবর্ত্তী প্রান্তের মুক্তদ্বার দিয়া মহারাজ দশরথ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া সকলের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

দশরথ— পারিলে না,—পারিলে না কেহ ?
তোমরা না লক্ষ নাগরিক
তুলেছিলে তীব্র কোলাহল—
ব্যর্থ হ'ল রামের নিকটে ?
গুরুদেব—গুরুদেব ! এ নগরী
কালি নিশি সেজেছিল দীপমালা পরি'
এ গৃহের ভিত্তিগাত্রে—
লেগে' আছে আনন্দের ছায়া,
আর আজ—সবই ব্যর্থ হ'ল ?
মুহূর্ত্তের ভূমিকম্পে
ধূলিলীন হইল প্রাসাদ ?
মিথ্যা ওই ব্রাহ্মণের তপশ্চর্য্যা ব্রত,
মিথ্যা, দান যাগ যজ্ঞ।
সুমন্ত্র ! লজ্জিত কেন তুমি ?
বনবাসে নিয়ে যা'বে রাজার নন্দন ?
অকৃতজ্ঞ ! রাজা দশরথ
তোমারে কি দেয় নাই

স্নেহ, দয়া, প্রেম, প্রীতি কিছু ?

[সুমন্ত্রের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল]

দশরথ— অশ্রু ঝরে চোখে ?

তুমি বীর ? নারীর অধম—

কৈকেয়ীরও চেয়ে।

বশিষ্ঠ— মহারাজ !

দশরথ— মহারাজ নহি আমি—মিথ্যা কথা।

মহারাজ ভরত এখন !

তারই লাগি'—কি জানি কি হয়,

রেখেছি এ রাজ্যধন অন্তরে পূরিয়া—

সত্যপণ রক্ষিতেই হ'বে !

[সহসা সুমন্ত্রের হস্ত ধরিয়া কহিলেন]

সুমন্ত্র ! সুমন্ত্র !

ধমনীতে নাহি তব বিন্দু রক্তস্রোত,

পাষাণ—অসাড় তুমি—।

রথরজ্জু খসিয়া পড়িল,

স্তব্ধ হ'ল অশ্বযুগ—

অযোধ্যা ত্যজিয়া রাম যাইতে না পারে।

না—না—না—এত স্বপ্ন—

মিথ্যা—মিথ্যা—ইহা—

[আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া একখানা আসনে মুখ ঢাকিয়া দশরথ বসিয়া পড়িলেন।

বল্কলধারী রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুমুখী কৌশল্যা আসিয়া দশরথের পদতলে আছড়াইয়া পড়িলেন। সকলে

রুদ্ধকণ্ঠে রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিল। দশরথ উন্মীলিত দৃষ্টিতে চাহিলেন—বিস্ফারিত সে-দৃষ্টি। রাম-সীতা মহর্ষিদের চরণ বন্দনা করিলেন।]

দশরথ— কৌশল্যা!
বিন্দু মাত্র অশ্রু নাহি চোখে?
তুমি মাতা—রামের জননী?
যুগ-চক্র ঘুরে' গেছে,
নারীর কোমল প্রাণ হয়েছে পাষাণ!
আর পুরুষের প্রাণে .....

[রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ আসিয়া দশরথকে প্রণাম করিলেন। তিনি কহিলেন—]

"না- না- না...
আজ তোর রাজ্য অভিষেক!"

বলিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিলেন। রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে ইঙ্গিতে অগ্রসর হইতে বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বাহির হইয়া চলিলেন—যুক্তকরে একবার অযোধ্যাকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। পশ্চাতে নাগরিকগণ, অমাত্যগণ ও অন্যান্য সকলে অনুসরণ করিলেন। ক্রন্দন রুদ্ধ-কণ্ঠে আবার জয়ধ্বনি উঠিল, "রামচন্দ্র কি জয়।" উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় স্খলিত-চরণে কৈকেয়ী প্রবেশ করিলেন—]

কৈকেয়ী— কিসের এ জয়ধ্বনি?
চলে গেছে—চলে গেছে রাম?
যাত্রা পূর্ব্বে লইয়া আমারি পদধুলি—
চলে গেছে—চলে গেছে রাম?

[দশরথ উন্মাদবেগে গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। চক্ষে তাঁহার ভ্রুকুটী, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, ঘৃণা ও বীভৎসতায় যেন সারা মুখ কুঞ্চিত, বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

দশরথ— হ্যাঁ, চলে গেছে—আর কিবা চাও ?
রাজার নন্দন—পরিয়াছে চীর-বাস,
শিরস্ত্রাণ হ'বে বন্য কণ্টকের বোঝা,
অভিজাত লুটাবে ধূলায়—
আরো কিছু আছে বাকি ?
আর কোন বর— ?
বল, বল, বল ত্বরা,
এখনো জীবিত আছি !
বড় তৃষ্ণাতুর প্রিয়া মোর ?—
রক্ত নাও, শিরা ছিঁড়ে কর—কর পান।
[কৈকেয়ী কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন]



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—তমসা-তীরে বনভূমি। রাত্রি গভীর। দূরে একটী বৃক্ষ-তলে পৃথক শয্যায় রাম ও সীতা শয়ান। বনভূমি জুড়িয়া দূরে দূরে অযোধ্যাবাসীগণ—যাহারা রামের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। জাগ্রত শুধু লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র। একটি বৃক্ষশাখা ভর করিয়া লক্ষ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন—সুমন্ত্র অদূরে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। দূর হইতে একটি সঙ্গীত-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। —হয়ত কোন অযোধ্যাবাসীই গাহিতেছিল।

গান

ডাকিস্‌নে আর ডাকিস্‌নে রে
পেছন পানে টানিস্‌নে,
অকুল-পথের যাত্রা রথে
আর তোরা কেউ বাঁধিস্‌নে।
হাত-ছানি দে' ডাক্‌ছে গহন
সীমাহীনের বিজন পথে,
ভয় ভাবনা ঘুচিয়ে আজি
ছুটেছি ওই অসীম সাথে—
না-জানি কোন দুখের পাথার,
চোখের জলে রচবে সাঁতার···
দোহাই তবু দিস্‌নে বাধা,
আকুল সুরে কাঁদিস্‌নে।

[ধীরে ধীরে গানের শেষ রেশটুকু মিলাইয়া গেল]

লক্ষ্মণ — অযোধ্যাব রাজার দুলাল,
অবণ্যেব তৃণশয্যা কবেছে আশ্রয় ;
রাজ অন্তঃপুববাসী
অযোধাব প্রিয়তমা নারী—
জনম দুখিনী সীতা,
ভূমিতলে নিদ্রা যায় ; —
মুখে তবু জেগে আছে অনন্ত আশ্বাস,
প্রশান্তি—অসীম তৃপ্তি-বেখা।
হে সুমন্ত্র। কিসে ইহা হইল সম্ভব ?

সুমন্ত্র ভাষা- বাক্য রুদ্ধ মোব সব।
কল্পনা যা' করেনি আশ্রয়—
স্বপ্ন যাহা করেনি ধারণা,
তাহা আজ সত্য হ'ল বিধাতৃ বিধানে ?
এই শ্যাম-ঘন রূপ ধূলায় লুটায়,
নিশীথেব বন্য-অববোধে
বাজলক্ষ্মী লুণ্ঠিতা ভূতলে—
বাজার কুমার তুমি
জাগবণে কাটাইছ কাল,
কে রচিল হেন বিধি-লিপি ?

লক্ষ্মণ - মোব নিদ্রা নিয়েছে বিদায়
অযোধ্যা-বিচ্ছেদ সনে।
কি জানি কি গুপ্ত অবসরে—
আরো কোন দুর্দৈব-সংঘাত
হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়ে যায়।

দৃষ্টি মেলি' দেখিব চাহিয়া—
আমার সর্ব্বস্ব গেছে ডুবে'
বিপর্য্যয়-গাঢ়-অন্ধকারে।

সুমন্ত্র— দীর্ঘ কাল তাই—
জাগ্রত হইয়া তুমি কাটাইবে নিশি ?

লক্ষ্মণ— জানি না। কামনা ইহা শুধু!
বলিও পিতারে মোর—
কৌশল্যা মাতার কাছে করো নিবেদন,
লক্ষ্মণ থাকিলে বেঁচে—
রাম সীতা অঞ্চলের নিধি
একদিন দিবে ফিরাইয়া।
অযোধ্যারে দানিও আশ্বাস—
আমি আছি চৌদ্দবর্ষ সতর্ক প্রহরী।

[অপরিচিত, উন্মাদের মত একটা লোক সেই অন্ধকার ভেদিয়া আসিয়া বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইল]

অপরিচিত— তুমি রাজার কুমার—
যাইতেছ বনবাসে ?

লক্ষ্মণ— চুপ করো—উচ্চকণ্ঠে কথা বলিও না,
ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

অপরিচিত— কাহার ভাঙ্গিবে ঘুম ? তোমার ?
আমারও ত পুত্র ছিল—
নহি আমি দশরথ, তথাপিও
পুত্র ছিল, কন্যা ছিল,—ছিল সবই।
তারপর একদিন—

ছেড়ে তা'রা গেল একে একে।
ফিরিল না আর—কেন বল?
আমি নহি রাজা দশরথ—
তাই ফিরি, নানা দেশে, বনে
যদি কভু মিলেই সন্ধান!
কিন্তু—কিন্তু—তোমরা ত পিতারই সন্তান?
কোন প্রাণে—কোন প্রাণে
আসিয়াছ ছেড়ে? জান না কি—
পুত্রশোকে মৃত্যু হ'বে তাঁ'র?

লক্ষ্মণ— হে অপরিচিত! স্তব্ধ হও,
স্তব্ধ হও, মিনতি আমার।

সুমন্ত্র— সকলে উঠিবে জেগে—
জাগিবেন রামচন্দ্র, সীতা।

অপরিচিত— সবারে জাগাতে যে গো চাই।
এ জাগায় ভাঙ্গিবে কি ঘুম?
জনক জননী হ'তে সত্য যা'র বড়—
অভিমান কাছে তুচ্ছ লক্ষ রাজ্যবাসী,
ঘুম তা'র ভাঙ্গিবে কখন?
শাস্ত্র, সত্য, ধর্ম্ম নিয়ে লোকালয় ত্যজি'
অরণ্যে শোনাবে শাস্ত্র-কথা—
বৃক্ষলতা গা'বে ধর্ম্ম-গীতি—
সহস্রের দুঃখমাঝে সত্য শান্তি পা'বে?
দশরথ ন্যায়-নিষ্ঠ হ'লে
কৈকেয়ীরে করি' নির্ব্বাসিতা—

লক্ষ্মণ— পথিক ! উন্মাদ তুমি,
এতক্ষণ করিয়াছি ক্ষমা
পুনর্ব্বার গুরুনিন্দা করিলে এখানে—

অপরিচিত— মৃত্যু দিবে দান ?
ভ্রাতৃভক্ত ! ঊর্ম্মিলারে মৃত্যু দানিয়াছ,
সে কি শুধু বিলাসের দাসী ?
দশরথ কৌশল্যার মৃত্যু তা'ও স্থির –
তা'রই জন্যে পুত্র জন্মেছিলে ?
আমার—আমার মৃত্যু !
কোন ভয় নাই—মৃত্যুরে না ডরি !
শুদ্ধমাত্র রামচন্দ্রে চাই—
শুধাইতে একবার—শুধু—

[লক্ষ্মণ তাহার সম্মুখে গিয়া তাহাকে ধরিয়া চাপা কণ্ঠে কহিলেন—]

লক্ষ্মণ— না—না—না—
কিছুতেই পারিব না।
উন্মাদ ! —নিরস্ত হও—

[লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র তাহাকে হাত ধরিয়া দূরে লইয়া চলিলেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্র জাগিয়া উঠিয়াছেন। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—প্রভাতের আর বাকি নাই। প্রভাতী পাখী সুর ধরিয়াছে, পূর্ব্বাকাশ ফরসা হইয়া আসিতেছে। রামচন্দ্র সীতাকে ধীরে ধীরে জাগাইলেন—তৎপর লক্ষ্মণের শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন—দেখিলেন, শয্যা-শূন্য—সুমন্ত্রও সেখানে নাই।—ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র প্রবেশ করিলেন]

সুমন্ত্র— সুনিদ্রায় কাটিয়াছে নিশি ?

রাম— বনবাসে প্রথম রজনী
হইতেছে সু-প্রভাত ওই।
সুমন্ত্র ! প্রস্তুত হও ত্বরা—
এখনই যাইতে হ'বে বন-ভূমি ছাড়ি' ।

সুমন্ত্র— এত ত্বরা— ?

রাম— এত ত্বরা—যাইতেই হ'বে।
অযোধ্যা-নগরবাসী জাগ্রত হইলে,
বনবাস-যাত্রা-পথে
ক্রন্দনের আকুল উচ্ছ্বাস
কাতর করিবে মোরে।
সহস্র আকুতি, আর্ত্ত-কণ্ঠে ব্যাকুল আহ্বান
দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া পড়ে বুঝি।
মনে হয়—পশ্চাতে আমার
পিতা, মাতা, ভ্রাতা আত্ম পরিজন ছাড়া
লক্ষ কোটি নর-নারী ওই,
ঢালিছে অজস্র ধারে তপ্ত আঁখি-নীর।
অশ্রু-স্রোত-ধারা মুখে সঙ্কল্প টলিবে,
পিতৃ সত্য লুটাবে ধূলায় ?
লক্ষ্মণ, প্রস্তুত হও ভাই—
সুমন্ত্র ! বিলম্ব নাহি করো।

লক্ষ্মণ— আমি ত প্রস্তুত আছি সদা ।

সুমন্ত্র— আমিও প্রস্তুত। কিন্তু মহাভাগ !
নিদ্রা ভঙ্গে সহস্র মানব
ডাকিবে ব্যাকুল-কণ্ঠে "রাম রাম" বলি',

তাহাদের আর্ত্তনাদ-মুখরিত বনে
সৃষ্টি হ'বে মর্ম্মভেদী ছবি।
বৃক্ষলতা করিবে ক্রন্দন—
পবন বহিয়া নিবে সে করুণ-ধ্বনি
বক্ষ তব করিবে উদ্বেল।

[সুমন্ত্র প্রস্থান করিলেন]

রাম— জানি আমি—তথাপি অক্ষম।
কাঁদে বুক—তথাপি পাষাণ।
সীতা—সীতা—চল ত্বরা করি'।
হে অযোধ্যা-পুরবাসী—
নিদ্রামগ্ন-গাঢ় অচেতন,
ক্ষমা করো প্রীতি-মুগ্ধ রামে।
যদি পারো— যদি এ সম্ভব,
ভুলে যেয়ো, ভুলে থেকো তারে।
রামেরে স্মরণ করি'
আর অশ্রু আনিও না চোখে,
আর না ডাকিও মুখে 'রাম রাম' বলি'
আমারে না করিও কাতর।
তোমরা আমার—আমি—
ইহলোকে কিম্বা পরলোকে,
নিকটে, নির্জ্জনে কিম্বা দূর ব্যবধানে
চিরকালই থাকিব সবার।

[রাম অগ্রসর হইলেন—লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁহাকে অনুগমন করিলেন]



দ্বিতীয় দৃশ্যঃ—শৃঙ্গবের দেশ—চণ্ডালরাজ গুহকের বাড়ীর অঙ্গন।

একাকী গুহক।

গুহক— হে আমার আরাধ্য দেবতা!
তোমার প্রীতির স্পর্শে—
হীন-জন্ম হয়েছে সার্থক।
পূর্ব্ব জন্ম পাপে—এ সংসারে
হেন-জন্ম করেছি গ্রহণ—
আভিজাত্য গর্ব্বে সবে, চণ্ডাল বলিয়া
সমাজ-গণ্ডীর মাঝে টানি' ব্যবধান
ফেলে দূরে রাখিল হেলায়।
কিন্তু তুমি নিজে ভগবান—
এ সংসারে উচ্চ নীচ সমান তোমার!
নারায়ণ সর্ব্বজীবে দেখে নারায়ণ,
মানুষে মানুষ বলি' দেয় তা'রে কোল।
তাই আজ তুমি মোর অন্তরে বাহিরে—
তুমি মোর সর্ব্বত্র-ব্যাপিয়া।
সারা অঙ্গে ক্ষণ-স্পর্শ তব
জাগায় পুলক হর্ষ—প্রতি নিশি-দিন।
কিন্তু দয়াময়—!
আমার এ অপবিত্র পুরী,
তব পদ-ধূলি পেয়ে কৃতার্থ হ'ল না,
তবু আছি সেই অপেক্ষায়।
তাই যেন মনে হয়, সেই দিন—
সেই শুভ পুণ্যময় দিন,

দিনান্তের রক্তরাগ মাঝে
আঁকিয়াছে চরণের রেখা।
গোধূলির ম্লান ছায়া হাসে ওই—আনন্দের হাসি—
স্তব্ধ বায়ু স্পন্দহীন বসি' অপেক্ষায়,
বক্ষ মোর, উঠিছে উছলি',—

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর— রাজা! অপূর্ব্ব অতিথি এক,
সঙ্গে তাঁ'র অপূর্ব্ব যুবক—
আর এক রূপসী রমণী।

গুহক— অতিথি আমার দ্বারে,
সঙ্গে তাঁ'র রূপসী রমণী—?
চণ্ডালের গৃহদ্বারে আসিল অতিথি,
করিতে কৃতার্থ মোরে—কোন মহাজন ?
ছুটে যা'—ছুটে যা' ভাই,
নিয়ে আয় সাদরে এখানে।

[অনুচরের প্রস্থান]

বলে যা' সবারে যে'তে যে'তে—
নিয়ে আয় স্বর্ণ আসন,
না-জানি কে অতিথি হইয়া,
আসিয়াছে মোর ভাগ্যগুণে।

(রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ —পশ্চাতে সুমন্ত্র)

গুহক— অতিথি—অতিথি মোর গৃহে ?
যাহা কভু ভাবি নাই—দেখি নাই চোখে,
চণ্ডালের ক্ষুদ্র গৃহে অতিথি দেবতা
করেছেন পদার্পণ!

রাম— চিনিতে কি পারিলে না সখা?
আমি নহি অতিথি - কেবল;
হে মিত্র! চাহিয়া দেখ,
আমি তব প্রীতিমুগ্ধ রাম।

গুহক— মিত্র—মিত্র—মিত্র মোর গৃহে?
তাই আজ শ্যামরূপ এ বিশ্ব ব্যাপিয়া—
তাই আজ আনন্দ পরশে—
পুলকে করিল নৃত্য সারা হৃদি মন।
হে মিত্র প্রণাম লহ!
এই মাত্র ভাবিয়াছি, ভক্তগৃহ
পবিত্র হ'ল না—তব পদযুগস্পর্শে;
তাই বুঝি ভক্ত ভগবান
না রহিতে পারি' অন্তরালে—
এসেছ এ দীন হীন গৃহে।
সার্থক জনম মোর—
সার্থক হইল পূর্ব্ব-জন্ম-অভিশাপ,
দেহ মোরে—দেহ পদধূলি।

(পদধূলি লইতে গেলে রাম গুহককে আলিঙ্গন করিলেন)

রাম— নহি ত দেবতা আমি—ভক্ত নহ তুমি,
একদিন বাঁধিয়াছ মিত্রতা বন্ধনে—
আজ যদি অন্য ভাব দেখি,
সে বন্ধন হইবে শিথিল।

গুহক— চণ্ডাল—চণ্ডাল আমি।
মিত্র বলে ডেকেছ যেদিন—

সেদিনেই চণ্ডালত্ব হইল সার্থক।
আজ তুমি মোর গৃহে,
নহ মিত্র—নহ প্রিয় সখা,—
তুমি মোর ভগবান—অতিথি দেবতা,
তুমি দেব—অক্ষম পূজারী আমি।
হে অপরিচিত! ক্ষম' অপরাধ মোর—
আনন্দের আতিশয্যে গিয়াছি ভুলিয়া
তোমারে করিতে সম্ভাষণ,
হে মাতা! প্রণতি মো'র।

লক্ষ্মণ— মিত্র যবে অগ্রজ আমার—
হে মহান! আমি তব কনিষ্ঠ সমান।
ইনি সীতা—রামচন্দ্র-জায়া।
সঙ্গে রাজ-অমাত্য সুমন্ত্র;—

গুহক— পরিপূর্ণ সৌভাগ্য আমার—
বিষ্ণু লক্ষ্মী এক সাথে চণ্ডালের গৃহে।
কিন্তু দেব! আজ এ-কি বেশ—?
রথহীন, নহ রথী—নাই রাজবেশ,
নীচে দিতে সৌহার্দ্যের কোল—
আসিলে কি দীন হীন বেশে!
অথবা ছলিতে মোরে—
হর্ম্ম্য ছাড়ি নামিলে ধূলায়?
ভুলে গেছি—ভুলে গেছি,
অত্যন্ত পুলক ভরে—
ভুলে গেছি—সব।

কে আছিস্, নিয়ে আয়—নিয়ে আয় ওরে—
সুবর্ণ আসন আর পাদ্য অর্ঘ্য পূজা।
ভগবান অতিথি সাজিয়া—
চণ্ডালের গৃহে আসি' দিলা পদধূলি,
ধন্য হ'ল শৃঙ্গবের দেশ।

[দাসদাসীগণ আসন, পুষ্প ও পাদ্যঅর্ঘ্য লইয়া আসিতে লাগিল। অনুচরগণও উপস্থিত হইতেছিল—যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে]

গুহক— নাহি ছিল মনুষ্যত্ব শুধু—
আছে মোর ঐশ্বর্য্য-সম্ভার,
আছে ঘরে রাজার বৈভব,
কিন্তু রাজ্যে নাহি ছিল প্রাণ।
সভ্য দেশ চরণে দলিয়া'
ঘৃণাভরে—উপেক্ষায় রাখিলা পতিত—
কিন্তু তুমি দীন দয়াময়,
সর্ব্ব জীবে সমদয়া—করুণা করিয়া
মানবত্বে করিল উন্নীত।

রাম— হইও না ব্যস্ত ভাই!
মিত্রগৃহে পাদ্য অর্ঘ্য কিবা প্রয়োজন?
তুমি যদি বল ভগবান—
তাহ'লে মিত্রতা কোথা জগতে পাইব?
পিতার সত্যের লাগি'
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে চলিয়াছি বনে—

সঙ্গে সীতা—অনুজ লক্ষ্মণ,
ছাড়িয়াছি গৃহবাস—ছেড়েছি ভূষণ,
সন্ন্যাসী-জীবনে—স্বর্ণ আসনস্পর্শ
না হ'বে উচিত।
ভূমিতল—শ্রেষ্ঠ এ আসন,
বৃক্ষতলে শষ্পশয্যা শয়ন আমার—
তোমার স্নেহের দ্বারে দরিদ্র অতিথি,
রাজ-যোগ্য উপচার ত্যজ্য মোর কাছে।
কিবা ক্ষতি ছাড়িয়াছি
বাহিরের বেশ—কিন্তু সেই
রামের অন্তর, আজো আছে উন্মুক্ত উদার।
যেখানে বসিবে মিত্র—সেই খানে আমারো আসন—
অহেতুকি ব্যস্ততা তোমার,
অন্তরে আনিবে দুঃখ—সুখী হইব না।

গুহক— তুমি অতি নিষ্ঠুর পাষাণ—
পিতা মাতা অন্তর বিধিয়া
এ যৌবনে হ'য়েছ সন্ন্যাসী।
রাজ-কুল-বধূ সীতা ভিখারিণী বেশে
চলেছেন পতি সঙ্গে বনে— ?
হে নিষ্ঠুর! এত কাল ধরি'
তোমার পূজার তরে অন্তরের মাঝে
ভারে ভারে অর্ঘ্য সাজিয়েছি—
তা'রে তুমি উপেক্ষা করিবে ?
হে পাষাণ! মিত্র বলি' পূজা অধিকারে

বঞ্চিত করিবে মোরে ?
ইচ্ছা তব পূর্ণ হোক—কিন্তু দেব !
অতিথি দেবতা ইহা শাস্ত্রের বিধান।
তোমরা অতিথি মোর দ্বারে—
রাত্রি যাপি' দীন গৃহে
দাও ভাগ্য অতিথি পূজার।

রাম— এতক্ষণে ভরত এসেছে ফিরে।
বনবাস বার্ত্তা শুনি' মোর
উন্মত্ত ছুটিয়া বুঝি আসিছে পশ্চাতে—
আমি চাই এড়াইতে তা'রে।
পিতৃসত্য রক্ষা তরে সন্ন্যাসী সেজেছি—
ভরত পাইবে রাজ্য রাজার বিধান,
সে যদি বিফল হয় ? তাই মিত্র !
আমি চাই যাইতে সত্বর।

গুহক— তবে কেন—কেন মহাভাগ !
অতিথি হইয়া দেখা দিলে অধমেরে ?
বুঝেছি—বুঝেছি মিত্র !
ক্ষমা কর গুরু অপরাধ—
চণ্ডালের গৃহে অন্ন করিতে গ্রহণ,
সঙ্কোচ আসিছে মনে ?

রাম— মিত্র যদি কর অবিশ্বাস,
বিশ্বাসে খুঁজিয়া পাবে কোথা ?
এই মাত্র জেনো ভাই—
তোমারে অদেয় কিছু নাই।

জাতি কভু এ জগতে ক্ষুদ্র নাহি হয়—
গুণ কর্ম্মে হয়েছে বিভাগ ;
মনুষ্যত্ব মানুষের যোগ্য পরিচয়।
ব্রাহ্মণ যদ্যপি হয় ব্রাহ্মণত্ব-হারা,
ক্ষত্রিয় ক্ষমতা-শূন্য হীন-বুদ্ধি-জীবী
চণ্ডালেরও হইবে অধম।
তুমি কেন মিত্র মোর জান ?
যেদিন দেখেছি তব বীরত্ব অতুল—
পদাঙ্গুলি ছুড়িল শায়ক,
সে শৌর্য্যে বিমুগ্ধ আমি—আর মুগ্ধ
তব ব্যবহারে। হে মিত্র ! মানুষ তুমি,
মানুষের জাতি তব—নাহি জাতিভেদ।
আর আজ দীনহীন ভিখারী—সম্বল
এক মাত্র মানুষের কায়া,
নহি রাজা—নহি ধনী, নহি ত শাসক—
আসিয়াছি ধূলিময় পথ-প্রান্তে নামি'
মানুষের সনে সখ্য করিতে স্থাপন।
আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর—
এ নিশিতে সত্য সত্য অতিথি তোমার।

গুহক— বুঝিবা আনন্দে আমি আত্মহারা হ'য়ে
আমাকেই ফেলিব হারিয়ে।
একবার রাম উচ্চারণে
পাপী তাপী মুক্ত ধরা মাঝে—
যেই নাম গুণে—দস্যু রত্নাকর

মহর্ষি বলিয়া খ্যাত তমসার তীরে,
সেই রাম পূর্ণ অবতার,—
নিজ রূপে অবতীর্ণ আলয়ে আমার
সঙ্গে নিয়ে মাতা ভগবতী।
মানুষ ত নহ তুমি— নহ ত দেবতা,
ত'ার চেয়ে বহু উচ্চে অনাদি ঈশ্বর।
বাক্য ভাষা রুদ্ধ হয়ে যায়,
কি বলি' সম্ভাষি ওরে?
মিত্র—মিত্র—মিত্র তুমি মোর,
তব পদরেণু মাখি সর্ব্বাঙ্গে আমার—
পবিত্র এ ধূলিকণা কত তপস্যায়,
পাইয়াছে মে'হন পরশ।
আজি শৃঙ্গবের দেশে অযোধ্যা রচিব,
বনভূমি হবে রাজপুরী,
বৃক্ষতল হ'বে ওই রাজ সিংহাসন—
বনোৎসবে কাটাব যামিনী।
হে অতিথি—অতিথি কি তুমি?
অথবা তুমি কি মিত্র!
দেখ মোর অন্তর খুঁজিয়া—
ত'ার দ্বারে নহ ত অতিথি?
তাহার আরাধ্য—চির সাধনার ধন—
এসেছ অতিথি-রূপে প্রাণের দেবতা।

[রাম ও গুহক পুনরায় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন।]



তৃতীয় দৃশ্য—অযোধ্যার রাজপুরী। ভিতরে মহারাজের বিশ্রাম কক্ষ দেখা যাইতেছিল। বাহিরে প্রশস্ত কক্ষটী সাজসজ্জা বিহীন।

[মন্থরার প্রবেশ]

মন্থরা— ভরত এলো না আজো—
কে দানিবে তাহারে সংবাদ ?
পুত্র শোকে ম্রিয়মাণ রাজা—!
এত দিনে বুঝিলে কৈকেয়ী—
প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা—গোপন লালসা ;
বিন্দু মাত্র সত্য নাহি ছিল।
রাজনীতি নাহি জানি আমি ?
ক্ষুদ্র দাসী বুদ্ধিহীনা নহে।
শাসন করিতে পার—
অযোধ্যার লক্ষ কোটী প্রজা,
সমরে ভেটিতে পার সহস্র যোদ্ধারে,
কিন্তু এই ক্ষুদ্র দাসী এক
উৎসবের দীপ-শিখা ফুৎকারে নিভা'ল—
সব স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল ক্ষুদ্র বুদ্ধিঘাতে।
মন্থরা !—আনন্দে নৃত্য কর,
জয়ী হইয়াছ তুমি—!
কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু সে ভরত !...... ...

[কৈকেয়ীর প্রবেশ। মন্থরাকে সম্মুখে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। যেন তাহার যাত্রাপথে একটা বিষম বিঘ্ন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

কৈকেয়ী— মন্থরা ! কেন হেথা তুমি ?

মন্থরা— আসিয়াছি জিজ্ঞাসিতে শুধু—
ভরতে সংবাদ কেন হয়নি প্রেরিত !

কৈকেয়ী— কা'রে জিজ্ঞাসিবে—?
আমারে—অথবা মহারাজে ?

মন্থরা— তোমারেই—! হ'লে প্রয়োজন—

কৈকেয়ী— ক্ষমা কর—ক্ষমা কর বোন !
দেখিছ না মহারাজে তুমি—
শোকাতুর—আত্মহারা প্রায় ?
আমারই কঠিন দণ্ডাঘাতে—
চূর্ণ করি' দিয়েছি হৃদয়।
আর তাঁ'রে করোনা কাতর !
আমারে করিবে রাজমাতা,—
কিন্তু মোর রাজত্ব-বৈভব—
ভেসে—ওরে ! ভেসে যায় ওই !

মন্থরা— এতই দুর্ব্বল তুমি—।
ক্ষত্রনারী—ক্ষত্রিয় নন্দিনী,
অযোধ্যার ভাবী রাজমাতা !......

কৈকেয়ী— মন্থরা ! রাজরাণী ছিনু এতদিন।
সে-যে ছিল শ্রেষ্ঠ ধন মোর ;
রাজমাতা—সে-কি তা'রো বড়ো ?
বর্ত্তমান হ'তে শ্রেষ্ঠ হ'বে ভবিষ্যত ?
মিটেছে ত আমাদের সাধ !
রামচন্দ্র গেছে বনবাসে,

বনবাসে—গেছে—
আমারি চরণ-ধূলি করিয়া গ্রহণ ;
অযোধ্যায় উঠেছে ত তীব্র আর্ত্তনাদ—
তবে আর কেন ? ধীরে—বোন ধীরে,
সহিবারে দাও মোরে বিজয়-গৌরব।
এ গৌরব-গুরু-ভারে
ভাঙ্গে বুঝি হৃদয় আমার—?

মন্থরা— দুর্ব্বল—দুর্ব্বল অতি !……

[মহারাজ দশরথ ধীরে ধীরে বিশ্রাম কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।]

দশরথ— শক্তি দাও, শক্তি দাও তুমি।
শ্রেষ্ঠ রত্নে দিল বনবাসে,
অশ্রু বন্যা বহা'ল নগরে--
কত শক্তিধরী এই নারী ?
শক্তি দাও, শক্তি দাও তুমি !
কৈকেয়ী ! কি দেখিতে এসেছ হেথায় ?
মৃত্যু মোর ? বাকী শুধু তাই।
শক্তি নাও—শক্তি ভিক্ষা নাও—
তাহাও সহিতে হ'বে !

কৈকেয়ী— মহারাজ ! মহারাজ !

দশরথ— সাবধান ! সত্যনিষ্ঠ এই দশরথ।
নহে আর সে ত মহারাজ,
ভরত হইল রাজা—তুমি নাহি জান ?

কৈকেয়ী— ওগো! আমারে বলিতে দাও—

দশরথ— কি বলিতে চাও—কি বলিবে?
আরো কি বলা'র বাকী আছে?

[মন্থরা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল]

আমার সর্ব্বস্ব দানে একদিন রাণি!
তোমারে না করেছিনু পূজা— নানা উপাচারে,
অদেয় ছিল কি কোন-কিছু?
তা'রি প্রতিদানে, আমারে কাড়িয়া নিলে—
রাখিলে না এক বিন্দু বাকি!
আরো কি বলিতে বাকি আছে?
কোন কিছু শুনিব না—
যাও—যাও—চলে যাও তুমি।
দৃষ্টি মোর রুদ্ধ হ'য়ে আসে
ঐ বীভৎসতা দেখি'—
ধমনীর রক্ত-ধারা স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে,
বদ্ধ শ্বাস—,নিশ্চল হৃদয়—
রক্ষা কর—রক্ষা কর নারি!
যাও—যাও—শান্তিতে মরিতে দাও।
কৌশল্যা—কৌশল্যা—

[কৈকেয়ী প্রস্থান করিলেন। অন্যদিক দিয়া কৌশল্যা প্রবেশ করিলেন]

দশরথ— কৌশল্যা, এখনও ত আছি বেঁচে'?

কৌশল্যা— হ'য়োনা কাতর মহারাজ!

দশরথ— এ উত্তম উপদেশ !
তুমিও ত কৈকেয়ীরই জাতি ?
ধূ—ধূ করে অগ্নি জ্বলে বুকে,
তবু বল—হয়োনা কাতর !

কৌশল্যা— কি সান্ত্বনা দিতে পারি,
সর্ব্বহারা রিক্ত ভিখারিণী।
বক্ষ ছিঁড়ি' বনে দিনু ডালি,
পুত্র সনে পুত্রবধূ,
কি আশ্বাস—দিব আর,
মিথ্যা ছাড়া সত্য কিবা আছে ?

দশরথ— তাই বল—তাই বল।
এস তুমি আমি দুই জনে—
গলা ছেড়ে উচ্চকণ্ঠে কাঁদি !
বহুদিন করিনি ত প্রেম সম্ভাষণ,
এস আজ কোলাকুলি করি'
আর্ত্তকণ্ঠে করি আর্ত্তনাদ।
বক্ষভার হ'বে না লাঘব ?
[আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন]

কৌশল্যা— ওগো ! তুমি যদি ভেঙ্গে পড়—
তুমি যদি কর আর্ত্তনাদ—
নারী আমি—কেমনে সহিব বল।

দশরথ— নারী-হৃদে কোমলতা আছে ?
না কৌশল্যা—হ'ব না কাতর।
সহস্র বিপ্লব-ঘাতে ভাঙ্গেনি হৃদয়,

অজস্র বিঘ্নের মাঝে পাষাণের মতো
নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি,
হত্যা...যুদ্ধ নিত্য সঙ্গী মোর।
কিন্তু বল দেখি,
কেন নাই সে দৃঢ়তা আজ ?
বিশুষ্ক কোরক সম—ঝরে পড়ে কেন
সর্ব্ব দেহ—প্রতি অঙ্গ মোর ?
পুত্র স্নেহ এত সর্ব্বনাশী ?

[বলিতে বলিতে জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন]

রাণি ! রাণি ! চেয়ে দেখ দেখি—
ওই খানে—ওই খানে,—
দৃষ্টি শক্তি হয়ে গেছে ক্ষীণ ;
সুমন্ত্রের রথধ্বজা—ওই দেখা যায় ?
শোন কাণ পেতে—অশ্ব পদধ্বনি ?

কৌশল্যা— সুমন্ত্র আসিছে ফিরে,
রাম সীতা দিয়ে বনবাসে ?

দশরথ— হয়োনা ব্যাকুলা রাণী। —
এখনও ত আশা জেগে আছে—
হয়ত বা রামচন্দ্র আসিছে ফিরিয়া !
সত্য সে ত মিথ্যার ছলনা।
যদি আসে ফিরে ? যদি ফিরে আসে ?
রাণি ! ভুলে গে'ছ ভগবানে— ?

ডাক—ডাক—ডাক সকাতরে,—
যদি পুত্র ফিরে আসে তব !

কৌশল্যা— ভগবান শুনিবে আহ্বান ?
আজন্ম ডেকেছি তাঁ'রে—
সারা হৃদি করিয়া উজাড়
নিত্য অর্ঘ্য ঢালিনি চরণে ?
কিন্তু—ডাক শুনেছে নিষ্ঠুর ?
তবু—তবু—তবু "ভগবান !"

দশরথ— ডেক না, ডেক না আর—
শুনিবে.না আকুল ক্রন্দন।
শূন্য রথ—সুমন্ত্র একাকী !
নাই—নাই—নাই ভগবান।
সুমন্ত্র ! সুমন্ত্র !......

[উন্মাদের ন্যায় প্রস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া হতাশ ভাবে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বদেহ যেন নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে]

দশরথ— রাণি ! আর কেন—কেন বেঁচে থাকা ?
সমস্ত আশ্বাস আশা, ক্ষীণ দীপ-শিখা
গোপনে জ্বলিতেছিল,
তা'ও ত নিভেছে—তবে কেন ?

কৌশল্যা— কে খণ্ডা'বে বিধিলিপি বল।

দশরথ— বিধিলিপি ? মিথ্যা—মিথ্যা কথা,
বিধি হয়ে এ কঠোর বিধি—
কখনো রচিতে পারে নির্দ্দয়ের মতো ?

সত্যবাদী মহর্ষি জাবালী—
এ ত রাণী আমারি রচনা।
অশ্ব-পদধ্বনি থেমে' গেল—
দেখ দেখি, সুমন্ত্র আসে কি ?
সুমন্ত্র ত নহে ; মুনিপুত্র, —
সিন্ধু— যা'কে হত্যা করিয়াছি !
প্রতিশোধ নিতে আসিতেছে— ।

[কৌশল্যা অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—সুমন্ত্র বিমর্ষ ভাবে আসিতেছেন। তিনি সহসা আরও অধীর হইয়া উঠিলেন। আসনে আসিয়া মুখ গুঁজিয়া বসিলেন]

দশরথ— কাঁদ—কাঁদ—অভাগিনী নারী,
তবে না পাষাণী তুমি ?

[সুমন্ত্র প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন। দশরথ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সুমন্ত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে কোন কথা নাই]

দশরথ— একা ফিরে এলে ?

সুমন্ত্র— [নিরুত্তর]

দশরথ— বাক্যহারা—এখনো বেঁচে আছ ?
আমি ত রয়েছি বেঁচে !

সুমন্ত্র— মহারাজ আজ্ঞা অনুসারে,
রাখিয়া এসেছি তাঁ'রে
অযোধ্যার রাজ্যের বাহিরে—
সঙ্গে সীতা অনুজ লক্ষ্মণ।

দশরথ— মহারাজ আজ্ঞা অনুসারে ?
রাজভক্ত ! সকলি করিতে পার।
শুনিয়াছি, স্বেচ্ছাচারী বর্ব্বরের দেশে,
রাজাজ্ঞায় প্রজাগৃহে অগ্নি জ্বালে সেনা—
জ্ঞাতিহত্যা, ভ্রাতৃবধ ,স্বজন নিধন,
তাহাও ভক্তের ধর্ম্ম !
উত্তম—উত্তম মন্ত্রী,
অতি উচ্চ রাজভক্তি তব !
চাহ কিছু পুরস্কার বিনিময়ে তা'র ?

সুমন্ত্র — মহারাজ ! এ ত নহে বর্ব্বরের দেশ—
দশরথ সত্যিকারই রাজা,
প্রজানুরঞ্জন ধর্ম্ম তাঁ'র।
সত্য তরে মর্ম্ম ছিঁড়ি' আজ্ঞা দানিয়াছ,
রামচন্দ্র সে সত্যেরই লাগি'—
স্বেচ্ছায় বরিয়া নিলা দণ্ড নির্ব্বাসন—
আমি দীন অযোধ্যার প্রজা,
সে সত্যপালন-পথে হ'য়েছি সহায়,
রাজারই বিধানে শুধু।

দশরথ— রাজভক্ত ! ভাবিলে না—
রামহীন অযোধ্যায় রাজা নাহি র'বে—
অযোধ্যার সুখ, শান্তি, মৈত্রি, ভালবাসা
সমস্ত কালের তরে লইবে বিদায় !
রাজা যা'বে—অযোধ্যা ডুবিবে—
তথাপি রহিবে আজ্ঞা তা'র ?

একবারও বলিলে না—
শুধু বারেকের তরে, আকুলিত স্বরে,—
ফিরে এস—ফিরে এস রাম !

সুমন্ত্র— ক্ষুদ্র কণ্ঠে কত বা ডাকিব ?
অযোধ্যার লক্ষ নর নারী
আর্ত্তকণ্ঠে করেছে চীৎকার,
'ফিরে এস—ফিবে এস রাম।'
লক্ষ প্রজা ধাইল পশ্চাতে—
বহিল অশ্রুর বন্যা—রচিল সাগর,
বৃক্ষ লতা নীরবে কাঁদিল—
শোকে দুঃখে স্তব্ধ অরণ্যানী,
নদী জল বহে স্থির—নিস্পন্দ নিথর,
চারিভিতে মর্ম্মভেদী ডাক—
'ফিরে এস—ফিরে এস রাম !'
অশ্রুকণ্ঠে কহিলা রাঘব,
'হে অযোধ্যা পুরবাসী—মোর প্রিয়তম,
ফিরে যাও—করোনা কাতর।
পিতৃ সত্যে মোর নির্ব্বাসন
পুণ্য ব্রত উদ্যাপনে হইও না বাধা।'

দশরথ— (শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল)
হতভাগ্য পিতারে তাহার—
তথাপি না দিল অভিশাপ ?
সুমন্ত্র—সুমন্ত্র ভাই !
নাহি দিল অভিশাপ মোরে ?

সুমন্ত্র— পৃথিবীর নরশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী—
পিতারে দানিবে অভিশাপ ?

দশরথ— কিছু বলিল না ?
রাণি ! রাণি ! শোন, শোন—
পুত্র তব কিছু বলিল না ।

সুমন্ত্র— বলিলেন, রাম সীতা সৌমিত্রি সকলে,
গুরুজনে দানিতে প্রণাম ।
বলিলেন রামচন্দ্র, বলিও পিতারে
অক্লেশে কাটা'ব কাল মোরা তিন জনে,
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসে ।
রাজত্বের চেয়ে বনবাস দুঃখকর নহে !
পিতৃ আজ্ঞা—সে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ।

দশরথ— সুমন্ত্র ! স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও ।
রাম—রাম—রাম !

[ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন । কৌশল্যা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, সুমন্ত্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন]

কৌশল্যা— মহারাজ ! মহারাজ !

দশরথ— ডাক, রাম—রাম—রাম ।
যোজনান্তরাল হ'তে
যদি শোনে মায়ের আহ্বান !
পর্ব্বতের শিলাবক্ষে—
যদি ছুটে বিন্দুমাত্র করুণার ধারা ?
না-না—এ যে রক্তধারা ! গাঢ়, লাল !

সন্ন্যাসী-কোমল-বক্ষে
বিঁধে আছে—এ যে তীক্ষ্ণ শেল।
তা-ই শুধু নয়—ওই যে পিতার বুকে—
স্নেহ-অন্ধ পুত্রহারা পিতা,
শেল-বিদ্ধ—পুত্রশোক-শেল!
ওই দেখ— চেয়ে দেখ রাণি!
পিতা মাতা লুটা'ল ধূলায়—।
আমি যাই—ওই শেল নিজ.বক্ষে নেব,
নিজেরি অর্জ্জিত দণ্ড নিই নিজ হাতে।
তৃষ্ণাতুর জনক-জননী,
শুষ্ক কণ্ঠ চায় স্নিগ্ধবারি,
ধরণী-শাসক দিল নিজ হাতে তুলি'
অঞ্জলি পূরিয়া তপ্ত পুত্র-রক্ত-ধারা!
তা'রই প্রতিদানে আজ?—
ওরে মোর প্রিয় হতে প্রিয়,
রাম-সীতা·········রাম—
[ঢলিয়া পড়িলেন]

কৌশল্যা— নাথ, একি কর, একি কর।
ওগো—আমারে কি করিবে কাঙ্গাল,
কিছু মাত্র, রবে না সম্বল?
ওগো—উঠ—উঠ—কও কথা—



চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কৈকেয় রাজধানী,—রাজপুরীস্থ ভরতের বাসস্থানের বহিঃস্থ উদ্যান।—সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছেন। ভরত সদ্য নিদ্রোত্থিত। অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে নিজের বাস-গৃহ হইতে উদ্যানে নামিয়া আসিলেন।

ভরত— হে সবিতা ! লহ নমস্কার।
কর দেব আশীর্ব্বাদ—হউক মঙ্গল,
আমার সমস্ত শঙ্কা মিথ্যা হয়ে যাক্।
স্বপ্ন-কথা যদি সত্য হয়,—
অথবা সে স্বপ্ন ছায়া—রচনা মিথ্যার ?
অযোধ্যার পুণ্য রাজ্যে
ঘটিতে না পারে অমঙ্গল।
হে আমার স্বপ্নরূপী মিথ্যা মায়াজাল—
চির-তরে লুপ্ত হয়ে যাও—
মিথ্যারে স্বপ্নের রূপে
সত্য বলি' করিও না খেলা।
স্বর্গে আছ অন্তরীক্ষে দেবতা মণ্ডলী ;
আমার স্বপনকথা যদি বুঝে থাক,
বলে দাও—বলে দাও মোরে,
স্বপ্ন কি মানব মনে ভ্রান্তির ছলনা ?
অযোধ্যার রাম-সীতা রাজা দশরথ

তাঁহাদের অমঙ্গল—
ত্রিভুবনে কে আছে কোথায়
বিন্দুমাত্র করিবে কামনা ?
বহুদিন দেখি নাই অগ্রজে আমার,
বৃদ্ধ পিতা স্নেহময়—শ্রীচরণ তাঁ'র
বহুকাল করিনি দর্শন,
তাই বুঝি ক্ষণে-ক্ষণে—
চিত্ত মোর উঠিছে কাঁদিয়া ?

[শত্রুঘ্নের প্রবেশ]

শত্রুঘ্ন— হে অগ্রজ ! সু-প্রভাতে আজ,
কি হেতু বিষাদময় তুমি ?

ভরত— রে শত্রুঘ্ন ! সত্যই কি হ'লো সুপ্রভাত ?
দিনকর-রাগ-রক্ত ধরা,—
সত্যই কি আনন্দের ছবি ।—
অথবা রাঙ্গিয়া উঠে
বিভীষিকা পূর্ব্বদ্বারপথে ?
বল ভাই—বল ত্বরা করি'
এ প্রভাত সত্য সুপ্রভাত ?

শত্রুঘ্ন— তোমার প্রশান্ত চিত্তে—হে ধর্ম্মজ্ঞ,
নিশীথের কোন স্বপ্ন ঢালিল বিষাদ ?
ভয় জাগে—মনে হয় ত্রাস,
সত্যই কি আসে অমঙ্গল ?

ভরত— নিশীথের কাল-স্বপ্ন করেছে কাতর,
নিদ্রাভঙ্গে ছুটেছি বাহিরে—

মুক্ত বায়ু চাই আমি,
ফেলিবারে শান্তির নিঃশ্বাস।
যাহা কভু করিনি কল্পনা—
সে দারুণ যাতনার ছবি
স্বপ্ন মাঝে উঠিল ভাসিয়া,
শ্বাস মোর রুদ্ধ হয়ে আসে—
ভাষা বাক্ স্তব্ধ—আত্মহারা,
সর্ব্ব অঙ্গ স্বেদ-সিক্ত।
রে শত্রুঘ্ন ! অযোধ্যার লাগি'
উদ্বেলি' উঠেছে চিত্ত আজ।

(একজন রক্ষীর প্রবেশ)

ভরত— কি সংবাদ ?

রক্ষী— অযোধ্যার রাজদূত—
সত্বর সাক্ষাৎ চাহে।

ভরত— অযোধ্যার দূত ? এ প্রভাতে ?
হে অনাদি—অনন্ত ঈশ্বর !—
যাও রক্ষী নিয়ে এস ত্বরা।

(রক্ষীর প্রস্থান)

ভরত— না-জানি কি দুঃসংবাদ !
বুঝি মোর স্বপ্নকথা সত্য হ'য়ে যায়,
বুঝি আজ—না—না।

[অযোধ্যার দূত প্রবেশ করিয়া রাজপুত্রদ্বয়কে অভিবাদন করিলেন]

ভরত — বল দূত ! কি হেতু বিমর্ষ এত তুমি ?
পথশ্রমে হয়েছ কাতর ?
আছেন অযোধ্যাবাসী সকলে কুশলে ?
পিতা ? মাতা ? কৌশল্যা জননী,
শত্রুঘ্ন-জননী—রাম, জানকী সকলে
আছেন মঙ্গলমত ?

দূত— সকলই কুশল দেব !
রাজাজ্ঞায় আসিয়াছি হেথা
অযোধ্যা হইতে তব এসেছে আহ্বান।

[দূত পত্র প্রদান করিল, ভরত পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন]

ভরত— রাজ নামাঙ্কিত পত্র—!
কিন্তু, কি কারণে এ আহ্বান,
বিন্দুমাত্র নাহি ত উল্লেখ।
বল ভাই ! বল সত্য করে—
ছলনা করো না মোরে,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা সব আছেন কুশলে ?

দূত— সকলই কুশল দেব।

ভরত— আমার প্রাণের দ্বন্দ্ব তুমি বুঝিবে না।
নিশীথের স্বপ্নকথা করেছে কাতর,
ক্ষণে ক্ষণে অন্তর আকুল।
দেখিয়াছি প্রাণঘাতী দৃশ্য ভয়ঙ্কর !

শুনিয়াছি মর্ম্মন্তুদ বাণী !
যদি সেই স্বপ্নবাণী সত্য হ'য়ে থাকে,
আমার সকল আশা ভাসিয়া যাইবে—
অযোধ্যার ভাগ্যাকাশে প্রলয়ের মেঘ
কাল-ঝঞ্ঝা করিবে সৃজন।
সত্য কথা—সত্য কথা বল তুমি দূত !
বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিও না।

দূত— বিধাতা মঙ্গলময় !
সব স্বপ্ন—অমঙ্গলে
ইচ্ছা তাঁর শুভ করে দেবে।

ভরত— সকলি ত বিধাতৃ-বিধান।
শোন ভাই ! অতি ভয়ঙ্কর,
মিথ্যা সে-স্বপ্নের কথা।
দেখিলাম, অযোধ্যায় উঠে হাহাকার.
কাঁদিছে আকুল-কণ্ঠে যত পুরবাসী—
উন্মত্ত হয়েছে ক্রোধে অনুজ লক্ষ্মণ,
জানকীর চক্ষে ঝরে তপ্ত অশ্রুবারি।
রামচন্দ্র দাঁড়াইয়া—আরাধ্য আমার,
পরিয়া বল্কল—ছাড়ি' রাজ-আভরণ ;
কণ্ঠে নাই মুক্তাহার—
হস্ত শূন্য-সুবর্ণ-বলয়,
ভিখারিণী বেশে দেবী জনক-নন্দিনী,
'হা-রাম হা-রাম' বলি' কাঁদেন জনক—

হে দূত! তোমারও চক্ষে জল?
কেন—কেন—কেন বহে ধারা?

দূত— মহাত্মন! এ বর্ণনা করিছে কাতর—
যদিও তা দুঃস্বপ্ন-রচিত।

ভরত— তাই বল, তাই বল দূত।
সেই তীব্র আর্ত্তনাদে—
সারা হর্ম্ম্য উঠিল কাঁপিয়া,
আকাশে উতলা রুদ্র বরিষে অনল;
সে দৃশ্য দেখিয়া—
আমিও স্বপ্নের মাঝে উঠিনু কাঁদিয়া!
তারপর, দেখিলাম সরযুর তীরে
সুমন্ত্রের রথে চড়ি' রামচন্দ্র সীতা
অনুজ লক্ষ্মণ সহ চলেছেন শৃঙ্গবের দেশে।
সেই তাঁ'র ভিখারীর বেশ,
বলিছে বিদ্রূপ ভরে আমারে চাহিয়া—
"ওরে মূঢ়! রাজ্য-লোভে
অগ্রজেরে দিলে বনবাস,
দেখ্‌, তোর মহিমার লেখা।"
যাইনু ছুটিয়া বেগে ধরিবারে রথ—
উচ্চকণ্ঠে বলিয়া—"দাঁড়াও!"
রথ তবু থামিল না—
প্রতিধ্বনি বলে গেল বিদ্রূপের সুরে,
"দাঁড়াও—দাঁড়াও তুমি—দাঁড়াও—দাঁড়াও"
রথধ্বজ ব্যঙ্গভরে যেন,

বাতাসের সঙ্গে মিশি' নাড়িয়া মস্তক
'না-না-না-না' জানাইল মোরে।

শত্রুঘ্ন— ক্ষান্ত কর ক্ষান্ত কর দেব!

দূত— ক্ষান্ত কর ক্ষান্ত কর দেব!
শুনিতে চাহি না আর সে স্বপ্ন-কাহিনী।

ভরত— স্বপ্ন সে-ত রচনা মিথ্যার?
তারপর করি' আর্ত্তনাদ—
মূর্চ্ছিত হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
মূর্চ্ছা ভঙ্গে চেয়ে দেখি—
পিতা মোর রাজা দশরথ,
চড়ি' দিব্য রথ'পরি রাম রাম বলি'
চলেছেন স্বর্গপানে দিব্য দেহ ধরি'।
কাঁদিছে কৌশল্যা মাতা সুমিত্রা আকুল,
পুরবাসী করে হাহাকার—
কিন্তু মোর জননীরে না পাই খুঁজিয়া।
ডাকিলাম, 'পিতা পিতা' বলি'—
শ্লেষ-ভরে বলিলেন তিনি,
'রাজ্য লোভে অন্ধ পুত্র! মাতৃকোলে বসি'
অযোধ্যারে করহ শ্মশান।"
এ স্বপ্ন হউক মিথ্যা—
বাক্য তব চির-সত্য হোক।

দূত— বিলম্ব করো না প্রভু!
বাহিরে প্রস্তুত রথ—আছে অপেক্ষায়।

ভরত— ক্ষণেক বিশ্রাম কর ভাই,
বিদায় লইয়া আসি—মাতামহ পাশে।
শত্রুঘ্ন! চল ত্বরা করি'।
[একদিকে দূত ও অন্যদিকে ভরত ও শত্রুঘ্ন প্রস্থান করিলেন]

———:০:———

দ্বিতীয় দৃশ্য—অযোধ্যার রাজপথ।
কয়েকজন নাগরিক প্রবেশ করিল।

প্রথম— সত্য হ'লে বড়ই ভীষণ!
দ্বিতীয়— অযোধ্যায় করি' বাস—
মিথ্যা কথা বলিতে কি পারি?
তৃতীয়— সত্য লাগি' যে রাজ্যের পিতা মাতা মিলি'
পুত্রে ঠেলি' দেয় মৃত্যু-মুখে!
ব্রাহ্মণ— ন ভূত ন ভবিষ্যতি।
কাণ্ডজ্ঞানহীন, শাস্ত্র-বিগর্হিত
অলৌকিক ঘটনা প্রকট।
প্রথম— কিন্তু যদি সত্য হয় ইহা,
সে ত বাছা বড়ই ভীষণ।
রাজা-শূন্য অযোধ্যা নগরী—
সত্যই হ'য়েছে মৃত্যু তাঁ'র?
দ্বিতীয়— রামসীতা বনবাসে—
ইহাতে ত মিথ্যা নাই কিছু?
তেমনি রাজার মৃত্যু—
প্রাণহীন রাজদেহ পড়ে।

ব্রাহ্মণ— রাম নারায়ণ ! রাম নারায়ণ !!

তৃতীয়— রাজমৃত্যু হ'ল না ঘোষণা—
সিংহাসন শূন্য পড়ে আছে ?

প্রথম— কে বসিবে সিংহাসনে আর—
ভরত না এলে ফিরে ?

দ্বিতীয়— সিংহাসন আগুলিয়া বসি'
কৈকেয়ী চাহিছে পথপানে।
মন্থরা—সত্যি ভাই, দেহ জ্বলে রাগে,
মন্থরা নাচিয়া ফেরে— যেন রাজরাণী।

ব্রাহ্মণ— বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা !—তস্যা সহচরী—
মহর্ষি মনুর বাক্য—

দ্বিতীয়— দেখিয়াছি মহর্ষি অনেক।
মহারাজ জন্মাবধি শুধু
যাগযজ্ঞ ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত—
বহু ঋষি বহু মন্ত্র করে উচ্চারণ,
কিন্তু দেখ, কি হইল ফল ?

প্রথম— বৃদ্ধকালে মৃত্যু পুত্রশোকে।

ব্রাহ্মণ— খণ্ডাবে কে ললাট-লিখন ?

দ্বিতীয়— একমাত্র মীমাংসা—সান্ত্বনা।
দুষ্কার্য্য সৎকার্য্য সবই যদি বিধিলিপি,
আমরা ত সকলে ধার্ম্মিক।

ব্রাহ্মণ— ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিভৃতে নিহিত।

তৃতীয়— খুঁজিবার ভার আমরা ত করেছি অর্পণ,
মুনি ঋষি ব্রাহ্মণের পদে।

প্রথম— যা'ই বল, বুদ্ধিভ্রংশ হইল রাজার।
নহিলে কি পুত্র পুত্রবধূ
দেন তিনি বনমাঝে ডালি ?
বুঝিলাম—সত্য রক্ষা তরে—
কিন্তু ওই কৈকেয়ীর বাণী,
উপেক্ষা উচিত ছিল ন্যায়ের খাতিরে।

দ্বিতীয়— তাহা ছাড়া, বল দেখি সবে—
রাজ্যে অধিকার—কা'র ছিল ?
জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র, কোন-কিছু লাগি',
হোক তাহা সত্য কিম্বা মিথ্যার ছলনা,
ন্যায্য সত্বে করিবে বঞ্চনা ?
তা'হলে আমরা দীন, থাকিব কোথায় ?

তৃতীয়— দেখ ভাই, মৃত রাজা দশরথ।
আমরা সামান্য প্রাণী—
রাজনীতি কতটুকু বুঝি ?

প্রথম— রাজনীতি চাহি না বুঝিতে।
বুঝি নিজ সুখ দুঃখ জ্বালা,
বুঝি কিসে আপন মঙ্গল।

ব্রাহ্মণ— অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত চরাচরে
অনাদি অনন্ত প্রভু নিয়ন্তা বিশ্বের
ঋষি-বাক্যে স্থাপিও প্রত্যয়,
সুনিশ্চয় হইবে মঙ্গল।

প্রথম— ক্ষান্ত দাও, ক্ষান্ত দাও প্রভু।
ঋষি-বাক্য থাকুক মাথায়—

অথবা তালের পত্রে, গ্রন্থের বন্ধনে।
নহে স্বর্গে—কিম্বা ওই পরলোকে বাস,
ইহলোকে আছে দৃঢ় সহস্র বন্ধন—
সংসারই সর্ব্বস্ব মোর কাছে।

ব্রাহ্মণ— নাস্তিক, নাস্তিক তোরা—
অতি ঘোর নিরীশ্বর-বাদী।

প্রথম— প্রত্যক্ষ সত্যই যদি ঈশ্বর-বিরোধী,
কি করিব! মূঢ় অভাজন।

ব্রাহ্মণ— জাবালী দিয়েছে মন্ত্র তোরে—
ধ্বংস হ'বে—ধ্বংস হ'বে সবে।
রাজা নাই—স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে—
ব্রহ্ম-বাক্যে করো না প্রত্যয়!

প্রথম— ব্রহ্ম-বাক্য বেদ-বাক্য বলি'
এতকাল করিয়া প্রত্যয়,
আজ মোরা রাজাহীন—নাই কর্ণধার;
সিংহাসনে ডাকিনীর মেলা,
চারিদিকে উঠে আর্ত্তরব
তথাপি জপিব ব্রহ্ম বলি'?
তোমরাই 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' রবে
এ সংসার দিবে রসাতলে।
মানুষেরে মুক্তি দাও বন্ধন হইতে,
তাহারে বুঝিতে দাও নিজ অধিকার—
তাহারে বলিতে দাও কণ্ঠ মুক্ত করি'
কি তাহার প্রয়োজন—কি ক্ষুধা অন্তরে?

ব্রাহ্মণ — নাস্তিক—নাস্তিক তুই—
ধ্বংস তোর অনিবার্য্য।

[সরোষে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন]

প্রথম— শিরোধার্য্য—হই ধ্বংস হ'ব!

[জনৈক বৃদ্ধ অতি ব্যস্ত উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করিলেন]

বৃদ্ধ— কে কে হেথা আছ বাবা?
এখনো দাঁড়িয়ে আছ সবে?

তৃতীয়— কি হ'য়েছে- কি হ'য়েছে?

বৃদ্ধ— কি হ'য়েছে বলে দিতে হ'বে?
চোখ কাণ বুঁজে আছ এই পৃথিবীতে?
চন্দ্র সূর্য্য উঠিছে আকাশে—
দেখিতে ত পাও তাহা?

দ্বিতীয়— চোখ কাণ সবই ঠিক আছে—
তথাপি তোমার কথা কিছুই বুঝি না।

বৃদ্ধ— কিসে বা বুঝিবে—
প্রাণ—আত্মা থাকিলে ত দেহে?
নাই—নাই—কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই,
এই পাপ অযোধ্যা-নগরে।

প্রথম— বলি'ছ রাজার কথা?

বৃদ্ধ— আগুণ জ্বলেছে ধূ-ধূ—জ্বলেছে আগুণ!

তৃতীয়— আগুণ জ্বলেছে? কোথা' কা'র গৃহে?

বৃদ্ধ— জ্বলিছে তোদেরই শিরে—
মোর শিরে, অযোধ্যার প্রতি ঘরে ঘরে।
'ছুটে যা' ছুটে যা' সবে—

জল নিয়ে ছুটে যা' সত্বর।
নহিলে এ ঘর দোর—একটিও প্রাণী,
বাঁচিয়া র'বে না হেথা, জীবন লইয়া।

দ্বিতীয়— নিশ্চয়ই উন্মাদ তুমি।

বৃদ্ধ— পৃথিবীতে বুড়োরা পাগল!
যুবকেরা অতি বুদ্ধিমান!!
ছুটে' যা' ছুটে যা' তোরা—
নহিলে সর্ব্বস্ব যাবে,
সর্ব্বনাশ—হ'বে সর্ব্বনাশ!

[বৃদ্ধ প্রস্থান করিলেন]

প্রথম— রাজশোকে হ'য়েছে উন্মাদ।

তৃতীয়— সে-কথা ক'জন জানে?
এখনও ত হয়নি ঘোষিত।

দ্বিতীয়— আমরা জানিতে পারি—
বৃদ্ধই বা না জানিবে কেন?

[একজন লোক ভীতভাবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রবেশ করিল]

লোক— ওরে, তোরা পালিয়ে যা—পালিয়ে যা!
যদি চাস্ থাকিতে জীবিত,
কর্ ত্বরা—কর্ পলায়ন।

প্রথম— কোন-ভয়ে ভীত এত তুমি?

লোক— রাক্ষসী—রাক্ষসী এসেছে রাজ্যে।
একটাই নহে শুধু—একেবারে জোড়া।

প্রথম— কোনখানে আসিল রাক্ষসী?

লোক— ওইখানে—ওই রাজপ্রাসাদের মাঝে।

তৃতীয়— মিথ্যা কথা—কে দেখেছে ?

লোক— মিথ্যা কথা ! তোমরা বলিতে পার,
গিন্নি মোর—প্রত্যক্ষ দেখেছে।
তা'র কথা করি অবিশ্বাস !
তা' হ'লেই হয়েছে—বুঝিলে ?
সত্য বলে করেছি বিশ্বাস,
তাই হেথা আসিয়াছি ছুটে'—
পালাও পালাও সবে—
করিও না হেলা।

প্রথম— গিন্নি কি দেখিলা নিজে ?

লোক— স্বচক্ষে না দেখিলেও নিজে দেখা বলে।
ভগ্নিপতি তা'র রাজমালী-প্রতিবেশী—
একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনা,
সবিস্তারে শুনেছে গৃহিণী।
গভীর রজনী কালে দু'দুটো রাক্ষসী
বদন ব্যাদান করি' ঢুকিল পুরীতে,
বৃদ্ধ রাজা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করে—
দু'জনায় করে টানাটানি,
লইল দু'ভাগ করে—শিহরে পরাণ।

তৃতীয়— রক্ষা কর, আর বলিও না।

লোক— করিতেছ অবিশ্বাস তুমি ?
গিলেছে—গিলেছে তা'রা—
রাজার সর্ব্বাঙ্গ গিলিয়াছে।

মিটে নাই উদরের ক্ষুধা—
গিন্নি বলিয়াছে—আরো রক্ত চায় তা'রা,
নরমাংস—আরো, আরো চাই।
পালাও—পালাও ভাই—
অবিশ্বাস করিও না।

[লোকটি প্রস্থান করিল]

প্রথম— বলে গেল কৈকেয়ী ও মন্থরার কথা।

দ্বিতীয়— চল যাই, নিতে হ'বে খোঁজ,
সত্যই কি ঘটেছে পুরীতে।

[সকলে প্রস্থান করিল। একজন পথিক
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল]

পথিকের গান

সাত সাগরের মাণিক ছিল লক্ষ রাজার ধন,
খোঁজে দেখ্ তুই পাবি কোথায়—
খোঁজরে খোঁজ্ ও মন্।
ধূলো-মাটীর পথের মাঝে
হারিয়েছিস্ তুই যা'রে—
ওই ধূলোতে খোঁজে দেখ তোর
হিয়ার আপন জন।
সর্ব্বনাশার করুণ গাঁথা
রচিস্ বসে কাল—
আজ যে রে তোর বুকে আগুণ
জীবন-এ মরণ।

———:o:———

তৃতীয় দৃশ্য ঃ—অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের একপ্রান্তে রাজ-সিংহাসন দেখা যাইতেছিল। ইহারই অনতি-দূরে মহারাজ দশরথের মৃতদেহ তৈলভাণ্ডে সুরক্ষিত। সিংহাসন পার্শ্বে কৈকেয়ী একাকী দাঁড়াইয়া আছেন। স্তব্ধ প্রাসাদ—কোন জন-মানবের সাড়া নাই, যেন জনহীন—প্রাণহীন।

কৈকেয়ী— একদিন যে স্বামীর প্রাণ.
মৃত্যুমুখ হ'তে নিজে এনেছি কাড়িয়া—
সে স্বামীরে নিজ হস্তে আজ ?.........
ওরে—ওরে, দুর্ব্বিনীতা নারী—
ঐশ্বর্য্য চাহিয়াছিলে তুমি,
প্রতিদানে বৈধব্য পেয়েছ ?
আর কেন, কেন কাতরতা—
কেন এই শোক-দুঃখভার ?
কৈকেয়ী যে রাজমাতা আজ !
বড় সাধ—ব্যাকুল কামনা,
বেদনার অস্থিমালা পরি'
তাণ্ডবে মাতিয়া উঠ শ্মশানের বুকে।

[প্রাসাদের সুদূর দ্বারপ্রান্ত দিয়া ভরত প্রবেশ করিলেন]

ভরত— সমস্ত স্বপ্নের কথা সত্য হ'বে বুঝি !
জনপূর্ণ রাজপুরী নিস্তব্ধ, নিথর,
যেন কোন অজ্ঞাত বিষাদ—
হরিয়াছে অযোধ্যার প্রাণের স্পন্দন।
আমাকে দেখিয়া ফিরে কেহ না চাহিল—
কেহ না সুধা'ল কিছু,

সুমন্ত্র চলিয়া গেল—
হেঁট মুণ্ডে,—দূর হ'তে দেখি'।
স্তব্ধ বায়ু রুদ্ধ শোকে উঠিছে গুমরি',
চারি পাশে মোর যেন অশরীরী ছায়া—
মর্ম্মঘাতী কত কথা কহিছে গোপনে।
স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন আজ
যদি সত্য হয়, হে বিধাতা!
উদ্‌ভ্রান্ত অন্তরে দেব—
শান্তি দাও, শান্তি দাও প্রভু।

[কৈকেয়ী উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়া ভরতের সম্মুখে দাঁড়াইলেন]

কৈকেয়ী— পুত্র—পুত্র ভরত আমার!
আসিয়াছ, আসিয়াছ তুমি?
জান আমি কি করেছি?
শুধু তোমা লাগি'—পুত্র লাগি'
অর্জ্জিয়াছি রাজ-সিংহাসন—
বিনিময়ে দিয়াছি কি ডালি'?

ভরত— মাতা! এ কি বেশ?
বল, বল গো জননী—
কেন এই উন্মাদনা তব?
কা'র সিংহাসন—কি-সে করিলে অর্জ্জন?
গুরু শঙ্কা করিছে আঘাত—
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে শতখণ্ডে মোর,
কহ ত্বরা কি ঘটেছে অযোধ্যা নগরে।

কৈকেয়ী— কি ঘটেছে শুনিতে কি চাস্ ?
আমিই যে ঘটায়েছি সব।
দেখিছ না—কি সাজে সেজেছি—
বুঝিছ না—শুনিছ না কাণে,
অযোধ্যা গুমরি' কাঁদে কেন ?
অযোধ্যার সুখ শান্তি সর্ব্ব বিনিময়ে
রাখিয়াছি সত্যের সম্মান।
সেই সত্যে—ওরে ওরে, রাজপুত্র মোর !
সেই সত্যে রাম সীতা গেছে বনবাসে।

ভরত— কি বলিছ, কি বলিছ তুমি ?
আমার স্বপ্নের কথা—
সত্যরূপে মর্ম্মে আসি' করিবে আঘাত ?

কৈকেয়ী— আঘাত করিবে কি রে ?
সেই সত্যে রাম বনবাস—
সেই সত্যে অযোধ্যার মহারাজ তুমি।

ভরত— অযোধ্যার মহারাজ আমি ?
তুমি ভরত-জননী—আছ তবু দাঁড়াইয়া
শোনাইতে সে বারতা মোরে ?
লালসা-পঙ্কিল-স্রোতে গিয়েছে ভাসিয়া
স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা !
অগ্রজেরে দিয়া নির্ব্বাসনে,
কনিষ্ঠ বসিবে সিংহাসনে ?
এ রাজত্ব করেছ অর্জ্জন তুমি—
মূঢ় স্নেহে সন্তানের লাগি' ?

কৈকেয়ী— হাঁ, হাঁ, করেছি অর্জ্জন আমি।
আকণ্ঠ ভোগের মাঝে—
মিটেনি ত অন্তরের ক্ষুধা!
আমি চাই শুধুই সম্ভোগ—
রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য—সম্মান,
আমি চাহি হ'তে রাজমাতা।

ভরত— অযোধ্যার রাজার মহিষি—

কৈকেয়ী— না, না, না, না—
আমি শুধু—শুধু রাজমাতা।

ভরত— তুমি মোরে জন্ম দিয়েছিলে?
তুমি তুলে দিয়েছিলে,
জীবনের স্তন-ধারা মুখে—
এ কি সত্য—অথবা কল্পনা?
আর আজ. সেই তুমি মাতা!
রাজ্য-লোভে মোর রক্তধারা
কণ্ঠ পূরি' করিতেছ পান?
তুমি তুলে দেছ মোর শিরে
পৃথিবীর পুঞ্জীকৃত কলঙ্ক-পসরা,—
জন্মক্ষণে কেন তবে—মৃত্যু দানিলে না?

কৈকেয়ী— অবশিষ্ট ছিল ওই—কাম্য মাত্র বাকি,
পুত্র কাছে লাঞ্ছনা মাতার!
বাকি ছিল পুত্রেরই আঘাতে
মর্ম্মক্ষতে অ-সহ যাতনা।

কারো কাছে পাইনি ত,
বিন্দুমাত্র বিশ্বাসের ছায়া—

[মন্থরা প্রবেশ করিল—আনন্দে আত্মহারা]

মন্থরা— আসিয়াছ বাছা তুমি দুখিনীর ধন!
মাতা শুধু গর্ব্বে ধরিয়াছে—
কিন্তু নাহি জানিত সে
কিসে হ'বে পুত্রের কল্যাণ।

ভরত— ধাত্রী মাতা! আমার কল্যাণ?
চারিদিকে অকল্যাণ-কালো
ঘেরিয়া ফেলিছে মোরে।.........

মন্থরা— এ রাজ্য পাইবে রাম—
ভরত থাকিতে বিদ্যমান?
কেমনে জননী হ'য়ে সহিবে অভাগী,
কেমনে নিজের পুত্রে বঞ্চিত করিয়া
দিবে রাজ্য পরহস্তে তুলি'?

ভরত— রামে রাখি' রাজ্য পা'ব আমি?
হেন সর্ব্বনাশী কথা করো উচ্চারণ—
কণ্ঠ তব হ'ল না কাতর?
বল মাতা! বল ত্বরা করি'—
সত্য রামসীতা নির্ব্বাসনে?

কৈকেয়ী— সত্য—সত্য—মিথ্যা কিছু নাই।
তুমি নাকি ধর্ম্মজ্ঞ ভরত—
তুমি নাকি ভ্রাতৃভক্ত বীর,
মাতা তব মিথ্যা কি বলিবে?

সত্যপণে বদ্ধ ছিলা রাজা দশরথ,
সেই পণে দুই বর করিনু প্রার্থনা ;
এক বরে বনবাস—অন্যে রাজ্য লাভ,
সর্ব্ব অপমান-শোধ করেছি গ্রহণ।
তৃপ্ত আমি—দেখি’ছ না?
সর্ব্বাঙ্গে গভীর শান্তি !......

মন্থরা— তুমি বাছা ছিলে ঘুমঘোরে,
কিন্তু কুঁজি ধরে নারী-প্রাণ !
বলিলাম—লো অভাগী,
ভরতের স্বার্থহানী দেখিবে কি বসে ?
কিন্তু বাপু ! বৃদ্ধ রাজা— !
একদিন সন্ধ্যার আঁধারে,
ঘোষণা হইয়া গেল রাম-অভিষেক—
রাজ্যে বহে আনন্দের স্রোত,
ভরত কৈকেয়ী-পুত্র—
তা’র কাছে রহিল গোপন।
রাজ-অন্তঃপুরে থাকি’—মন্থরা ত ছার,
রাজরাণী—সেও নাহি জানে !
বুঝিলেত বৃদ্ধ রাজা কুমন্ত্রে মজিলা,
তুমি তাঁর চক্ষু-শূল--

ভরত— সংযত না কর যদি খল জিহ্বা তব—

মন্থরা— যা’র তরে করি চুরি...
সেই বলে চোর !

ভরত— কহ মাতা ! কোথা পিতৃদেব।

সুধাইব তাঁর কাছে, কোন সত্যপণে
রাম-শূন্য সিংহাসনে
ভরত করিবে রাজ্য বসি'।

[শত্রুঘ্ন প্রবেশ করিল]

রে শত্রুঘ্ন! বল ত্বরা করি'—
দেখিয়া স্তম্ভিত আমি,
পুরী জুড়ি' গাঢ় নীরবতা—
মাতা মোরে শোনালে যে-কথা,
সত্য বলি' না হয় বিশ্বাস।
হয় এরা দুইজনে হয়েছে উন্মাদ—
না হয় নারকী কুঁজী—

শত্রুঘ্ন— এরা দোঁহে নহে ত উন্মাদ,
সত্য তুমি অযোধ্যার রাজা।
তোমার স্বপন-কথা হয়েছে সার্থক—
স্বপ্ন ছিল সত্যের আভাষ!
হে মহাত্মা! রাজপদে হও অধিষ্ঠিত—
তোমার কীর্ত্তির ধ্বজা.
বহিতেছে স্তব্ধ অরণ্যানী—
তোমার পুণ্যের ফলে—পিতৃদেব,
না-না—আর কটুবাণী বলিব না আমি!

ভরত— রে শত্রুঘ্ন! বল্ যত কটুবাণী,
যাহা আছে পৃথিবী ভাণ্ডারে।
কিন্তু বল্ সত্য করে—
এ কি আজ প্রহেলিকা।

আমার স্বপন-কথা
ফলিবে কি অক্ষরে অক্ষরে ?
কৈকেয়ী— আমি না ধরেছি গর্ভে তোরে—
আমি না করেছি জন্মদান ?
আমার অন্তর-কথা তবু বুঝিবে না—
কেহ কিবে শুনিবে না শুধু,
কি জ্বালার বহ্নিরাশি বুকে ধরে আছি ?
ভরত— কৃতার্থ করেছ মোরে দানিয়া জনম।
স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও মাতা !
শুনি আগে— আরো কি ঘটেছে সর্ব্বনাশ।
মন্থরা— সর্ব্বনাশ ঘটায় আমরা ?
তোমারি সুখের তরে রাজ্যবর প্রার্থনা করিল—
রামে পাঠাইল বনে।
রাজার কি ইচ্ছা ছিল ?
রাম নিজে গেল বনবাসে,
পিতার সত্যের তরে--পিতৃভক্ত কি না ?
শত্রুঘ্ন— সবই সত্য—মিথ্যা বুঝি আমিই দাঁড়ায়ে।
দাদা ! মোরে করো ক্ষমা !
শোকে, ক্ষোভে, অন্ধ—মূঢ় আমি।
রামচন্দ্র গেলা বনে—চৌদ্দবর্ষ তরে,
সঙ্গে গেলা জানকী লক্ষ্মণ—
সোণার অযোধ্যাপুরী হইল শ্মশান,
মর্ম্মন্তুদ সে-বার্ত্তা শুনিয়া
কিসে বল ধরাইব প্রাণ ?

তারপর—তারপর হে অগ্রজ !
সেই শোকে—'রাম রাম' বলি'—
পিতা মোর মৃত্যুরে বরিলা।

ভরত— মাতা! তুমি দানিয়াছ মোরে
অতীব আনন্দময় গৌরব-জীবন !
জন্ম পূর্ব্বে জানিতাম যদি—
সেই ক্ষণে যদি হ'ত জ্ঞান,
এ ধরণী স্পর্শ পূর্ব্বে—
নিজ টুঁটি ধরিতাম চেপে··

শত্রুঘ্ন— এই হীনা—হিংসাময়ী নারী,
সর্ব্বনাশ আনিয়াছে অযোধ্যার ভালে।
দূরে যা'—দূরে যা' পাপিয়সী—

[শত্রুঘ্ন মন্থরাকে ধরিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

মন্থরা— ওরে—রে—রাক্ষস ছেলে—
মাগো! · ··· ·সর্ব্বনাশ হ'বে তোর!···

শত্রুঘ্ন— কি বা আর আছে বাকি ?
কণ্ঠ ছিঁড়ি'—চিরতরে রুদ্ধ করে দেবো!
আর যেন কুমন্ত্রে মজিয়া
কারো নাহি করো সর্ব্বনাশ।

ভরত— রে শত্রুঘ্ন! ছেড়েদে ছেড়েদে অভাগীরে।
হীনা নারী হত্যা করি'
না করিস্ হস্ত কলুষিত।

[শত্রুঘ্ন মন্থরাকে ছাড়িয়া দিলেন]

মন্থরা— ওগো রাণি !·········
মা বলিয়া ক্ষমা করিবে না—

এই ছিল অদৃষ্টে আমার ?
যা'র লাগি' করি চুরি.........

[গেঙাইতে গোঙাইতে মন্থরা প্রস্থান করিল]

কৈকেয়ী— পরিপূর্ণ সৌভাগ্য আমার !
ধরণী পাপের ভার সহিতে কি পারে ?

ভরত— ধরণী পাপের ভার সহিছে সতত।
তা'না হ'লে কোন ক্ষণে প্রণয়ের মেঘে
ডাকিয়া উঠিত বজ্র—
নিপতিত হ'ত তব শিরে।
মাতা ! চলে যাও সম্মুখ হইতে।
কোনদিন বলিয়াছি—সর্ব্বনাশী,
সত্যপণে রাজ্য আমি চাই ?
কোনদিন বলিয়াছি দেবোপম অগ্রজে আমার
পত্নীসহ পাঠাইতে বনে ?
এই তব কল্যাণ-কামনা—
যে কল্যাণ পুত্র-মুখে এঁকে দিল কলঙ্কের রেখা,
সে যদি কল্যাণ হয়—অমঙ্গল কা'রে বল তুমি ?
পতিহারা পুত্রহারা অভাগিনী নারী,
রাজ্য রাজ্য করি' তবু হয়েছ উন্মাদ !
দেখিছ না সঙ্গে করি' সকল মঙ্গল
তোমার মঙ্গলময় গেছেন চলিয়া ?
হ'য়ে তুমি পুত্রের জননী—
কোন প্রাণে কহ মাতা !
রাম সীতা সৌমিত্রিরে পাঠাইলে বনে ?
কোন প্রাণে মাতৃস্নেহ, মমতা, বিবেক

নিজ হস্তে দিলে বিসর্জ্জন ?
কোন প্রাণে পতি-মৃত্যু সহিলে নীরবে ?
সকলই সম্ভব তোমা হ'তে—!
হ'লে প্রয়োজন—হাসিমুখে
মৃত্যু মোর দেখিবারে পার !

[কৈকেয়ী টলিতে টলিতে প্রস্থান করিলেন—
কৌশল্যা প্রবেশ করিলেন]

কৌশল্যা— ভরত—ভরত—পুত্র মোর !

ভরত— মা, মা আমার—দুঃখিনী জননী !
দেহ মা তোমার স্পর্শ—
যদি তবু শান্তি খুঁজে পাই।

[কৌশল্যা ভরতকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন]

কৌশল্যা— আমিও যে এ-ই শুধু চাই—
শুষ্ক—রিক্ত—ভাঙা বুকে মোর,
এইটুকু স্নেহের পরশ ;
মা-ডাকের কাঙালিনী আমি !

ভরত— ওই মোর রাক্ষসী জননী,
না-জানে পুত্রের মায়া—নাহিক মমতা।

কৌশল্যা— পুত্র হয়ে হেন কথা বলিস্ ভরত ?
ছিঃ—ছিঃ—বৎস !
সূর্য্যবংশে লভিয়া জনম—
করিবেরে মাতৃ-অপমান ?

ভরত— মাতা তুমি বল কা'রে ?
পুত্র যায় মা বলে ডাকিয়া

স্নেহের পিযূষ-ধারা করিবারে পান,
কিন্তু মাতা ঢেলে দেয় তীব্র হলাহল—
পুত্র যায় স্নেহস্পর্শ তরে,
কিন্তু মাতা তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিদ্ধ করে হৃদয় তাহার।
পিতৃহীন ভ্রাতৃহারা যে নারীর তরে—
সে যদি আমার মাতা—
বল তুমি রামের জননী,
হেন মাতৃগর্ভে জন্মি' হীন পুত্র রূপে
কোন কীর্ত্তি রহিল ধরায় ?

কৌশল্যা— কা'র সাধ্য ব্যর্থ করে বিধাতৃ-বিধান ?
মাতা তব দোষী নহে—শুধু কর্ম্মফল।
নিয়তি আঁকিল বসি' গুপ্ত অন্তরালে
অযোধ্যার ভাগ্যলিপি, বিচিত্র অঙ্কনে—
তা'র সত্য রূপ আজ হইল প্রকাশ।
হ'য়েছ ব্যাকুল তুমি! আমি ত রে নারী,
পুত্ররত্নে পাঠাইয়া বনে—
প্রিয় পতি দিয়া বিসর্জ্জন,
আছি তবু দাঁড়াইয়া হেথা ?
চল বৎস! অপেক্ষায় তব—
তৈল ভাণ্ডে মৃতদেহ রক্ষিত রাজার।

[কৌশল্যা ভরত ও শত্রুঘ্নকে লইয়া অগ্রসর হইলেন]

ভরত— কোথায়—কোথায় ?
চল মাতা—চল ত্বরা করি।

[সকলে শবাধারের নিকটস্থ হইলেন]

ভরত— পিতা ! পিতা ! কুলাঙ্গার হীন পুত্র এই ।
মোর তরে রাম বনবাস—
মোর তরে মৃত্যু হ'ল তব ।
শোন মাতা প্রতিজ্ঞা আমার—
সম্মুখে পবিত্র শবাধার,
পিতারে সৎকার করি'—
নিজে আমি যা'ব রাম-পাশে ।
চরণে চাহিয়া ভিক্ষা, পুনঃ রাজ্যে আনিব ফিরায়ে ।
রাম-হীন অযোধ্যায় কে থাকিতে চাহে,
রাম ছাড়া এ রাজত্ব হইবে শ্মশান—
পিতা ! পিতা ! স্বর্গে থেকে করো আশীর্ব্বাদ—
রাম-রাজ্য পায় যেন রামেরে ফিরিয়া ।

[সহসা ছুটিয়া কৈকেয়ী প্রবেশ করিলেন]

কৈকেয়ী— ওরে পুত্র ! ওরে প্রিয় ভরত আমার—
শোন্ শোন্—কি বলিতে চাই !
একবার শোন্ শুধু ! মিনতি আমার !
আমারে করিবে সঙ্গী ?

ভরত— সঙ্গী হ'বে মাতা ? অভাগিনী জননী আমার !
মাতা পুত্রে চল যাই বনে—
বলি গিয়া রামচন্দ্রে,······

কৈকেয়ী— আয়, আয়, আয় বৎস ফিরে !

———o———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ঃ—চিত্রকুট পর্ব্বত—রামের পর্ণকুটির। সীতা একটী হরিণ শিশুকে লইয়া কুটিরের বাহিরে খেলা করিতেছিলেন।

সীতা— রে চঞ্চল—ক্ষুদ্র বন্য-শিশু,
ভালবাস—ভালবাস মোরে ?
আমার খেলার সাথী—
আমারই দুর্ব্বহ যাত্রা-পথে
সচঞ্চল তোরই ছুটাছুটি
ঢেলে দেয় আনন্দ ক্ষণিক।
আয়—আয়—আয় বুকে আয়—
রে অবাধ্য !······মোর ভাষা,
আমার হৃদয়জাত গোপন কামনা,
অবোধ্য কি থাকে তোর কাছে ?

[হরিণ শিশুটী হস্ত-বেষ্টনী ছাড়াইয়া ছুটিয়া গেল—সীতাও পেছনে পেছনে 'আয় আয়' বলিয়া ছুটিলেন। রামচন্দ্র অন্যদিক দিয়া প্রবেশ করিলেন]

রাম— এখনো আসেনি নেমে গোধূলির ছায়া,
তারি পূর্ব্বে আলোধারা ম্লান হয়ে যায়—
মনে হয় সন্ধ্যাকাশ হ'তে
অন্ধকার ঘিরিতেছে সারা অরণ্যানী।
বুঝি ওই সূর্য্যদেব, ঢলে পড়ে দিবসের শেষে

সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে আমাদের।
এই মতো জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ-লগনে,
অদৃষ্টে পড়িল ঢলি' মধ্যাহ্ন তপন—
যেনো কতো ক্লান্ত অবসাদে।
বক্ষেরে আড়াল করি' দিনদেব লইবে বিদায় আজি—
সেদিনও হিংসার মেঘে
ভাগ্য-সূর্য্য ডুবে গেল অলক্ষ্যে রহিয়া।

[সীতা প্রবেশ করিলেন]

রাম— সীতা! দুঃখ নাহি ছিল মনে—
কিন্তু ভাবি লাঞ্ছনা তোমার।
স্বর্ণময়ী প্রতিমা আমার,
ধূলিতলে যায় গড়াগড়ি!
মোর ভাগ্যে ক্রুর বিধি হেনেছে কুঠার,
সঙ্গে সঙ্গে তব ভাগ্য—হ'ল বিড়ম্বিত।

সীতা— বৃথা এ যাতনা নাথ!
মিথ্যা শোকে হইছ কাতর।
তব ভাগ্য সনে যবে
গাঁথিয়াছি মোর ভাগ্যখানি—
সেদিনই ভেবেছি মনে, হ'লে প্রয়োজন
বৃক্ষতলে সাজা'ব নন্দন।
তুমি যদি থাক সাথে—
শত অমঙ্গল-মাঝে মঙ্গলের হইবে সৃজন,
তোমার প্রেমের স্পর্শে—
সব দুঃখ যাইব ভুলিয়া।

রাম— এ সান্ত্বনা আমারো জীবনে।
যখনি ভাবি এ-কথা—
যখনি বল্কল-পরা প্রাণপ্রিয়া ছবি,
অন্তরে থাকিয়া করে মূর্ত্ত হাহাকার,
তখনি জাগায় প্রাণে সে-এক অপূর্ব্ব কথা—
সুখে দুঃখে চির-অবিচ্ছেদ।
হে জানকী! কি বলে বুঝা'ব আজ—
তব আঁখিতারা পানে চাহি'—
পিতৃ-সত্য পালিবারে
এ-বন্ধুর পথমাঝে এসেছি ছুটিয়া।
তুমি যদি সঙ্গে না থাকিতে—
হয়ত বা দৌর্ব্বল্যের ঘাতে,
সকল প্রতিজ্ঞা মোর—
ভেসে যে'ত বিরহের স্রোতে।

সীতা— রামহীন অযোধ্যার রাজহর্ম্ম্য মাঝে
সীতা যদি থাকিত একাকী—
কল্পনা শঙ্কিত হয় স্মরিয়া সে-কথা।
তাই ত সে—ওগো মোর প্রিয়!
তাই ত সে ছেড়েছে নগর—
ছেড়েছে বিলাস-সজ্জা হেম-আভরণ,
পাখী-ডাকা বনানীর স্নিগ্ধ ছায়াতলে
তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া—
রচেছে এ শান্তি-স্নিগ্ধ নীড়।

রাম— যামিনীর স্বপ্ন যেন বার্ত্তা এনেছিল,

রাজ-সিংহাসন-বার্ত্তা—
লোভ, মোহ, মদগর্ব্বে ভরা!
তারপর মুহূর্ত্তের মেঘে বহিল প্রবল ঝঞ্ঝাবাত—
উড়ে গেল রাজ-সিংহাসন,
ভাঙ্গিল স্বপন-গড়া সুরম্য প্রাসাদ।
অপূর্ব্ব দৈবের খেলা- হাসি আনে,—
পুনর্ব্বার ভাবি—রাজরাণী হ'ল ভিখারিণী।

সীতা— রাজরাণী কভু নহি আমি,
রাজরাণী হইতে না চাই!
জান তুমি—রাজত্বের কথা,
আমার মর্ম্মের মাঝে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কি করে আঘাত?
সারা হৃদি ডেকে বলে মোরে,
'ওরে—তুই থাক্ ভিখারিণী!'
একবার রাজত্ব-প্রবেশে-পথে
হইয়াছে রাম-নির্ব্বাসন—
আর বার কি হ'বে কে-জানে?
না—না—ওগো, হইও না রাজা কভু!
তুমি আমি থাকিব ভিখারী,
বৃক্ষকুল আমাদের প্রজা—
এ কুটির রাজ-হর্ম্ম্য মোর,
ওই বন্য-ফুল-রাজী রাজ-অর্ঘ্য দিবে ভারে ভারে।

রাম— এও স্বপ্ন—সত্য নহে প্রিয়ে!
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল সম্মুখে পড়িয়া—
শোক দুঃখ ঘটনার ঘাতে,

কে কোথায় পড়িব খসিয়া—

সীতা— বলিও না, বলিও না তুমি।
বল, বল, বল শুধু—
কোন কালে—কোন অবস্থায়
আমারে না ছেড়ে যা'বে তুমি ?

রাম— কল্পনাও হয় যদি বাদী,
তথাপি আমার সীতা—
রামচন্দ্র-প্রিয়—প্রিয়তমা—

[উত্তেজিত ভাবে লক্ষ্মণ প্রবেশ করিয়া কুটিরাভ্যন্তর হইতে তাঁহার ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন—পৃষ্ঠে তূণ বাঁধিলেন]

লক্ষ্মণ— কারো বাধা মানিব না আর,—
না, না, কিছু বলিও না মোরে।
আজ মোর রুদ্র অভিযান—
দেখিবে ভুবন-বাসী বিস্মিত-নয়নে
লক্ষ্মণের ধনুর্ব্বাণে আগ্নেয় উচ্ছ্বাস—
বহিবে রক্তের স্রোত।

রাম— কি হয়েছে, কেন উত্তেজিত ?
হে সৌমিত্রি ! কি ঘটেছে বল।

লক্ষ্মণ— তোমরা না শুনিতেছ সৈন্য কোলাহল ?
সৈন্য সহ এসেছে ভরত—
রথ, অশ্ব, গজ, পদাতিক,
অগণ্য এনেছে সঙ্গে—ভেটিতে তোমারে।
রাজ্য লোভ এতই ভীষণ !
কি-জানি সে রাজ্যহারা হয়,

তাই চায় মোদের নিধন।
সহিয়াছি রাম-নির্ব্বাসন,
নারকীর বিষ-দৃষ্টি তা'ও সহিয়াছি —
শুধু তব অনুজ্ঞা স্মরিয়া;
কিন্তু আর করিব না ক্ষমা।
প্রতি নিশি বিনিদ্র যাপিয়া,
যে অমূল্য রত্ন দু'টি চাহি রক্ষিবারে,
আজি মোর ধমনীতে থাকিতে শোণিত
ভরত লইবে কাড়ি'? হীন-বৃত্তি ব্যাধ!

রাম— তুমি না ক্ষত্রিয়, বীর—অনুজ রামের,
দশরথ রাজার নন্দন—
এত হীন ভাবিছ ভরতে?
নাহি জান ধর্ম্মজ্ঞ ভরত—
আ-শৈশব চিনিলে না তারে?
সে আসিবে বধিতে আমারে
রাজ্য লোভে—হীনচেতা প্রায়,
এ কল্পনা করিতেও পার?
ছিঃ ছিঃ ভাই—শান্ত কর ক্রোধ,
ভরত যদিই আসে—আসিছে মোদেরে
ফিরাইয়া নিতে অযোধ্যায়।

লক্ষ্মণ— রথ, অশ্ব, পদাতি লইয়া
বনচারী ভিখারীর কাছে?
হে মহৎ! তোমার নিকটে
বীভৎসতা আনন্দের খনি।

যে নারী তোমারে দিল সহস্র আঘাত—
তাহারি চরণে তুমি হইয়া প্রণত—
মেগেছিলে কোন আশীর্ব্বাদ ?

রাম— রে চঞ্চল সরল হৃদয়—
তুমি তাহা আজো বুঝিবে না।
ভরত আসিছে হেথা—
হয়ত বা অযোধ্যার সব
সঙ্গী হইয়াছে তা'র আপন ইচ্ছায়।

লক্ষ্মণ— উত্তম—জিজ্ঞাসি' আসি আগে।
যদি তাহা সত্য নাহি হয়—
বন-রাজ্য নহে অযোধ্যার,
এখানে রাজার সত্য ক্ষমতা-বিহীন।
এ রাজ্যের সিংহদ্বার-পথে
সৌমিত্রি সশস্ত্র দ্বারী আছে নিশি দিন।
তাহার অনুজ্ঞা বিনা—
কেহ হেথা নারিবে পশিতে।

[লক্ষ্মণ যাইতে প্রস্তুত হইলেন]

রাম— লক্ষ্মণ ! রাজা আমি নহি সত্য—
কিন্তু জেনো অগ্রজ তোমার !

লক্ষ্মণ— হে রাঘব !—

রাম— রাখ ধনুর্ব্বাণ— তিষ্ঠ এইখানে।
যদ্যপি ভরত আসে বধিতে আমারে,
বক্ষ পাতি' নিব অস্ত্র তা'র।
তারপরে—হয়োনা অধীর !

সেই ক্ষণে করো প্রতিকার ?

[বশিষ্ঠ ও জাবালী প্রবেশ করিলেন ! হর্ষাকুল রামচন্দ্র তাঁহাদেরে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতাও প্রণাম করিলেন। সীতা কুটিরা-ভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণ গিয়া নতমুখে দূরে দাঁড়াইলেন।]

বশিষ্ঠ— চিরজীবি হও বৎস !

জাবালী— কীর্ত্তি তব হউক অক্ষয়।

রাম— গুরুদেব— মহর্ষি জাবালী,
কেন মোর সৌভাগ্য সূচনা ?
কি হেতু বলুন দেব—বনভূমে শুভ পদার্পণ ?

বশিষ্ঠ— এসেছে ভরত—

[ধীরপদে ভরত প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া রামের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া তিনি আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, রাম তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।]

রাম— ভরত, ভরত ভাই······

ভরত— হে অগ্রজ ! ক্ষমা করো ক্ষমা করো, মোরে।

রাম— লক্ষ্মণ, প্রণত হও ভ্রাতার চরণে,
ক্ষমা ভিক্ষা করো তুমি আগে,
[লক্ষ্মণ ছুটিয়া আসিয়া ভরতকে প্রণাম করিলেন]

ভরত— আমি তা'রে করিব কি ক্ষমা ?
হতভাগ্য আমি,
ত্রিভুবন কাছে—আজ মোর কত অপরাধ !
হে মহান রামচন্দ্র—রে লক্ষ্মণ !

রাম— ক্ষান্ত কর ভাই—আগে বল,

অযোধ্যার সকল কুশল ?
পিতৃদেব—জননী সকল,
আর আর পুরবাসী মাতা বধূগণ
সকলেই আছেন কুশলে ?
রাজ্য তব আছে সু-শাসিত ?
রাজনীতি-অনুষ্ঠিত সর্ববিধ বিধি, অযোধ্যায় হয় ত পালিত ?
প্রজাদের শান্তি সুখ জীবনের ব্রত
করিয়াছ মহারাজ—

ভরত— কা'রে তুমি বল—মহারাজ, —
কে পালিবে রাজনীতি-বিধি ?
অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে,
বসিবে ভরত—দিয়ে রামে নির্ব্বাসন ;
এতো হীন ঘৃণ্য-জীব অনুজ তোমার ?
হে রাঘব—অযোধ্যার রাজার নন্দন,
পরেছ বল্কল, মাথে রুক্ষ জটা ভার,
রাজলক্ষ্মী—-ভিখারিণী বেশে ;
এ হৃদি কি জড়—সুকঠিন—
মর্ম্মে তবু জাগে না বেদনা ?
পৃথিবীরই রক্ত মাংসে গড়া নহে দেহ ?

রাম— আমি কি জানি না তোরে ?
তথাপি পিতার সত্যে হইয়াছ রাজা—
পিতৃসত্যে মোর নির্ব্বাসন,
এ কঠোর বিধির বিধান।

ভরত— শিরে থাক সত্য—বিধিলিপি।

অযোধ্যার প্রাণ-প্রিয় রঘু-কুলমণি,
ফিরে এস পুনঃ অযোধ্যায়।
শুধু আমি নহি—রাজ্যবাসী
একবাক্যে করিছে প্রার্থনা।

রাম— একি কভু হইবে সম্ভব ?
গুরুদেব—বনবাস-যাত্রা-পথে মোর—
করেছ কি এই আশীর্ব্বাদ, পিতৃদেবে অবজ্ঞা করিব ?
তাঁহার সত্যেরে আমি করি' বিড়ম্বিত,
মহান জীবনে তাঁ'র—

ভরত— জীবন কি রহিয়াছে বাকী ? হে অগ্রজ !.........

রাম— বল, বল, কি ঘটে'ছে বল ?
পিতৃদেব নাহি কি জীবিত ?

ভরত— হতভাগ্য—পিতৃঘাতী আমি।
রাম শোকে—রাম—রাম বলি'.. ...

লক্ষ্মণ— পিতৃদেব নাহি কি জীবিত ?

রাম— এও ত সহিতে হ'বে থাকিয়া নির্ব্বাক !
বুক ভাঙ্গে তবু কাঁদিব না।
বনবাসী সন্ন্যাসী যে আমি—
তাঁ'রি সত্যে সর্ব্বত্যাগী আজ !
গুরুদেব ! শোকে দুঃখে এই আঁখি-কোণে
বিন্দুমাত্র অশ্রু ঝরিবে না ?

[কৌশল্যা প্রবেশ করিলেন]

কৌশল্যা— রাম-রাম—ওরে পুত্র মোর !

রাম— একি বেশে এসেছ জননী। [প্রণাম করিলেন]

লক্ষ্মণ— এ বেশে কেন মা এলে আজ ?
বল মাতা ! কা'র জন্য মৃত দশরথ—
কা'র লাগি' রাজরাণী বিধবার বেশে,
কেন রাম সীতা বনবাসে ?

কৌশল্যা— হোস্‌নে উতলা বৎস মোর !
তবু ত দাঁড়িয়ে আছি আমি—?
চল্ ফিরে, আয় ফিরে তোরা—
আবার বাঁধিব বুক ; কোথা সীতা !

[সীতা অগ্রসর হইয়া কৌশল্যাকে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা সীতাকে লইয়া এক প্রান্তে গেলেন]

সীতা— পিতা গিয়াছেন ছাড়ি'—? মৃত্যু শয্যা-প্রান্তে তাঁ'র—
মন্দ ভাগ্য আমাদেরই মাতা !
শেষ-অর্ঘ্য দিতে ত পারিনি।

কৌশল্যা— রাজরাণী মোর— ভিখারিণী,
অযোধ্যায় চল্ ওরে ফিরে।

ভরত— হে অগ্রজ ! পিতা আজ স্বর্গে, পরলোকে।
মৃত আত্মা হবে তৃপ্ত, তুমি যদি ফের অযোধ্যায়।
প্রতিনিশি—রাজহর্ম্ম্য মাঝে
তাঁরি কণ্ঠ আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকে,
আমি যেন শুনি অহরহ—
আয় রাম—আয়—ফিরে আয় !

বশিষ্ট— অযোধ্যার রাজ্যবাসী প্রতি নরনারী
কামনা করিছে সবে—ফিরে যা'বে অযোধ্যা নগরে
যেই সত্যে রাম বনবাস,

সে সত্য নাহি ত বিদ্যমান।

রাম— সে সত্য কি গিয়েছে ভাসিয়া, পিতার মৃত্যুর সঙ্গে—?
গুরুদেব! একি তব অন্তরের কথা?

বশিষ্ঠ— লোক-মত তাহা।

রাম— তাহারও উপরে সত্য।

কৌশল্যা— ওরে রাম —এতই কঠিন তুই?

রাম— আমি যে মা ক্ষত্রিয়-নন্দন।
সয়েছি ত কতো আর্ত্তনাদ—
জননী যাতনা হেরি' কই মোর অশ্রু এলো চোখে?
পিতা যবে আর্ত্তকণ্ঠে পুত্র পুত্র বলি'
ডেকেছিলা বিদায়ের ক্ষণে,
কই আমি চাইনি ত ফিরে'?
কে করিল এতই কঠোর—
সে-যে মোর জীবনের ব্রত!
সবার উপরে সত্যপণ।
স্নেহ আসি' করিছে দুর্ব্বল—
তাই ওই ব্রাহ্মণের কঠোর হৃদয়ে,
সত্যে স্নেহে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে!—
একদিন তুমিও না মাতা!
বক্ষে চাপি' কত-না বেদনা—
বলেছিলে মর্ম্মভেদী স্বরে,
সবার উপরে সত্য—পতি-সত্য তব?
তবে কেন—কেন গো জননী—
আজ মোরে করিছ কাতর,

নিয়ে ওই বৈধব্যের বেশ ?
নিশ্চল পাষাণ সম আছি দাঁড়াইয়া,
শুনিয়া পিতার মৃত্যু-কথা—
ভূমিতলে পড়িনি ত লুটে,
আমি যে সংসার-ত্যাগী—সন্ন্যাসী যে আমি !

জাবালী— রামচন্দ্র ! আমি জানি স্থির,
মোর বাক্য ব্যর্থ হ'বে হেথা।
তথাপি হে সত্যের পূজারি !
শুনিবে কি মোর নিবেদন ?
সত্য ক'রে বল তুমি—বলিতে কি পার,
কি সম্পর্ক পিতামাতা সনে ?
ইহলোক পরলোক সৃষ্টি মানবের।
পাপ-পুণ্য মানবেরই মনে,
তা'রই মায়াজালে পড়ি', অনিত্য সংসার বলি'
সৃষ্টি করি শোক বেদনার।
জান কি জন্মিবে পুনঃ
কোন নামে কোন দেশে আসি'—
জান মৃত্যু-পারে কোন দেশ ?
কেহ কি দেখেছে—অথবা কল্পনা শুধু ?
অজানার পশ্চাতে ছুটিয়া—
প্রত্যক্ষ সত্যেরে কেন উপেক্ষা করিবে !
ভোগ কর রাজত্ব বৈভব—
মৃত্যু সঙ্গে পিতৃত্ব টুটেছে,
সব সত্য হ'য়ে গেছে লীন।

বুঝিতাম, মৃত্যুহীন হ'তে,
তা'হলে করিতে খেলা সত্য, পুণ্য নিয়ে
আজীবন এই নাট্যশালে।
সীমাবদ্ধ মানব-জীবন—
আকণ্ঠ পূরিয়া কর ভোগ,
তৃপ্ত হোক জীবন্ত মানব—
ছুটিও না মৃত্যুরও বাহিরে।

রাম— ক্ষান্ত কর হে মহর্ষি! শুনিয়াছি চার্ব্বাকের বাণী।
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ধরার মানব—
শুধু এ গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ থাকিবে,
ছুটিবে না অদৃষ্টের পানে, অসীমের করিতে সন্ধান?—
এ মূঢ়তা, বিড়ম্বনা মানব-ধর্ম্মের!
জ্ঞান, বুদ্ধি, ধারণা, বিবেক
পঙ্গু হয়ে রহিবে অন্তরে—
ভোগে ভোগে এই বিশ্ব যা'বে রসাতলে?
এ নীতি থাকুক গ্রন্থে, এই নরলোকে
নাই তার বিন্দুমাত্র স্থান।
জীবনের সহস্র বন্ধন
মানবে টানিয়া নেয় অমরত্ব-পথে।
মোর পিতা, চিরকাল পিতা—
মৃত্যু-পূর্ব্বে—কিম্বা পরলোকে।
মোর সত্য—সত্য চিরদিন—
অক্ষয় অটুট তাহা—যুক্তির বাহিরে।

ভরত— তবে তুমি ফিরিবে না আর?

আমাদের সহস্র আকুতি—
সকাতর বেদনার বাণী,
এতটুকু কোমলতা পাইবে না খোঁজে ?
হে নিষ্ঠুর! করহ আদেশ তবে,
আমিও হইব বনবাসী,
অরণ্যেই হোক রাজধানী।
নির্ম্মম সত্যের মাঝে—ডুবে যাক্ স্নেহ, প্রীতি দয়া।
রামশূন্য অযোধ্যায় থাকিবে ভরত,
রাজদণ্ড করিবে ধারণ—
এ কখনও সত্য হ'তে পারে ?

রাম— ভ্রাতৃপ্রেম অন্ধ করিয়াছে ?
রে ভরত! অক্ষম অক্ষম আমি,
কেন বল করি'ছ কাতর!
চতুর্দ্দশ-বর্ষ পরে যদি বেঁচে থাকি—

কৌশিল্যা—ওরে রাম—

রাম— হাঁ মা, যদি দেহে থাকে মোর প্রাণ,
আবার অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রে পাইবে ফিরিয়া।
আবার জননী কোলে বসি'
স্নেহ প্রীতি করিব মা ভোগ—
আবার প্রভাত রবি অযোধ্যায় করিব বন্দনা—
ভরতের বাহুপাশে সেদিন আবার
দিব ধরা অবহেলে আমি।
কিন্তু আজি—না—না—না,
দাও মাগো পদধূলি—
গুরুদেব—দেহ কঠোরতা!………

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ—চিত্রকূট পর্ব্বতের বনভূমির একপার্শ্ব। দুইজন অযোধ্যাবাসী গভীর অরণ্যে পথ হারাইয়াছে—কিন্তু তাহারা তর্কে অজ্ঞান।

প্রথম— রেখে দাও ওই ভগবানে,
তাঁ'রে তুমি প্রত্যক্ষ দেখেছ ?
দ্বিতীয়— নাই বলে তুমিই দেখেছ ?
প্রথম— মূর্খ তুমি, এও যুক্তি হ'ল ?
কোন বস্তু আছে কিম্বা নাই—
প্রমাণ করিবে আগে অস্তিত্ব তাহার।
যদি নাহি পার—তা'হলেই হ'ল,
নাই তাহা—থাকিতে পারে না।
দ্বিতীয়— ভাল বুদ্ধিমান! সমস্তই—
লোক-চক্ষে দেখিবারে পাও ?
দৃষ্টি অন্তরালে আছে যাহা—
তা'রেই কি কর অবিশ্বাস ?
প্রথম— উঁ-হুঁ—পুঁথিগত যুক্তি কি না!
কিসে বুঝি কি আছে—না আছে ?
হয় চোকে, জিহ্বা, ত্বকে করি অনুভব—
অথবা বুদ্ধিতে জ্ঞানে।
কিন্তু বল দেখি—কোন শাস্ত্র
দিয়েছে সন্ধান তাঁ'র ?
যেখানেই হ'ব দিশেহারা—
সেখানেই অকূলের মাঝে সৃষ্টি করি একটি আশ্রয়,
ভগবান নামধারী তিনি!

দ্বিতীয়— নাস্তিকের সনে তর্ক .....

প্রথম— যে-হেতু ছিঁড়িল বুদ্ধি-জাল।

দ্বিতীয়— আপাততঃ ন্যায়-শাস্ত্র থাকে—
এ নিশিতে অরণ্যের মাঝে,
পথ খোঁজে পাই কোথা ?

প্রথম— তোমার হৃদয় নারায়ণে,
জিজ্ঞাসিতে নাহি পার তুমি ?

দ্বিতীয়— তুমি ত স্বয়ং-কর্ত্তা, তুমিই দেখ না ?

প্রথম— উপস্থিত সমস্যা ভীষণ !

দ্বিতীয়— হিংস্র জন্তু এখনই বেরুবে - হয়ত বা— ....

প্রথম— চুপ কর—আগেই অস্থির।
বনজুড়ে' লক্ষ নরনারী—
তা'র মাঝে থাকিবে কি পশু ?

দ্বিতীয়— তবে চল যাই ওই দিকে !

প্রথম— আগে ত কিনারা হোক—
চারিদিকে ঘোর অরণ্যানী,
যাইবার পথ আছে কোথা' ?

[দূরে কিসের শব্দ শোনা গেল—দু'জনই চমকিয়া উঠিল]

দ্বিতীয়— এ শব্দ—কিসের ?

প্রথম— রাক্ষসের নহে ত গর্জ্জন !

• না—না—রামচন্দ্র যেই বনে—
সেখানে রাক্ষস-বাস ! হাসি আসে। [আবার শব্দ]

প্রথম— হ্যাঁ—সত্যিই ত—একি ?

দ্বিতীয়— রক্ষা কর হে ঈশ্বর ! চল ছুটে যাই—

প্রথম— রক্ষা কর—কোন দিকে—
কোন দিকে ছুটে যাওয়া যায় ?

দ্বিতীয়— তুমিই ত ঘটালে বিপদ !
তর্কে তুমি উঠিলে মাতিয়া—
এ বিশ্বে ত কিছুই থাকে না,
একমাত্র তুমিই তখন।
সে দিকে ত সবই আছে ঠিক—
গিন্নি গৃহে অতি ভক্তি-মতি,
দেব দ্বিজে পূজা—আরাধনা,
তর্কে কিন্তু ভগবানই নাই—
তাইত এ দশা হ'ল আজ !

প্রথম— এর উত্তর পরে দিব আমি।
বর্ত্তমান সত্য—গুরুতর !

[আবার শব্দ শোনা গেল]

প্রথম— চল, বন ভেঙ্গে ছুটে যাই।

দ্বিতীয়— হে ঈশ্বর !

[যেদিকে তা'রা ছুটিয়া গেল—সেদিকেই একটা কোলাহল শোনা গেল—অদ্ভুত শব্দ]

প্রথম— চল ফিরে যাই।

দ্বিতীয়— হতভাগ্য—কোথা' ফিরে যাবে,
পর্ব্বতের উপরে উঠিবে ?

প্রথম— তবে কি হারা'ব প্রাণ ?

দ্বিতীয়— আরে—তুইও ডাক্ ভগবানে—

প্রথম— আমিও ডাকিব !

[বন-বাদাড় ভাঙ্গিয়া কাহারা অগ্রসর
হইতেছিল]

প্রথম— আকি কি ডাকিনি ?
সর্ব্বক্ষণ অন্তরে ডেকেছি,
কিন্তু হায় !—ভগবান !

দ্বিতীয়— হায় ! হায় ! ভগবান !

[শব্দ অতি নিকটে—তাই দুইজন কম্পিত দেহে গাছে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পড়িয়া যাইতেছিল। এমনই সময়ে বনের মধ্য দিয়া পথ করিয়া কয়জন সৈনিক প্রবেশ করিল।]

সৈন্যাধ্যক্ষ— কেহ কি অযোধ্যাবাসী—আছ কোন-খানে,
নির্জ্জন অরণ্যভূমে পথহারা কেহ ?

[দুইজন ছুটিয়া আসিল]

প্রথম— আমরা ত আছি—আছি হেথা।

সৈন্যধ্যক্ষ— আমাদেরে কৃতার্থ করেছ !
অর্ব্বাচীন প্রায়—তোমরা ছুটিবে যথা তথা—
আমরা ঘুরিয়া মরি সারা বনভূমি।

দ্বিতীয়— ওই জ্ঞানী, ঈশ্বরে খুঁজিতে
এসেছিলা অরণ্যের মাঝে।

সৈন্যাধ্যক্ষ— পেয়েছ কি খুঁজে ?

প্রথম— হ্যাঁ—হ্যাঁ—না হ'লেও পেয়েছি সন্ধান,
এইত সম্মুখে মোর।

সৈন্যাধ্যক্ষ— চল— যাই।

[সকলে প্রস্থান করিল]

———:০:———

তৃতীয় দৃশ্য ঃ—ফল্গু নদীর তীর। রামচন্দ্র পিতার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপ্ত করিয়া বালুকা-পিণ্ড হস্তে বিসর্জ্জন করিবার জন্য নদীতীরে দাঁড়াইয়াছেন।

রাম— পিতৃদেব! দরিদ্র, অক্ষম পুত্র,
রাজপুত্র ছিল একদিন—
আজি ঘোর বনবাসী, সম্বল-বিহীন—
বন্যফল জীবিকা তাহার!
সর্ব্বহারা রিক্ত পুত্র আমি—
আমারি এ ক্ষুদ্র নিবেদনে,
পরিতৃপ্ত হইবে কি দেব?

[পিণ্ড ফল্গু-জলে বিসর্জ্জন করিলেন]

তুমি স্বর্গ তুমি ধর্ম্ম, তুমি মোর তপ,
তোমার প্রীতিতে তুষ্ট সর্ব্ব দেবলোক—
কর আশীর্ব্বাদ পিতা,
সত্য যেন সর্ব্ব ধর্ম্ম'পরি
থাকে মোর অভেদ—অক্ষয়।

[পশ্চাৎ দিক হইতে কৈকেয়ী প্রবেশ করিলেন—ধীরে ধীরে]

কৈকেয়ী— রাম!—বৎস—রাম!

রাম— কে? কে?—মা—মা!
তুমিও এসেছ এই বনে?
লহ মা প্রণাম মোর,
সম্মুখেতে গুরুজন তুমি—
বল মোর পিতৃকর্ম্ম হয়েছে সফল?

কৈকেয়ী-- ওরে পুত্র! মোর কাছে চাস্ সফলতা?
অতি দীনা হীনা—নারী আমি!

রাম— মোর মাতা চির-মহিয়সী।

কৈকেয়ী— তোর সবই হয়েছে সফল।
কিন্তু বল্ রাম! আমি নারী—
পতিঘাতী—পুত্র পুত্রবধূ
নির্ব্বাসনে করেছি প্রেরণ;
আমি তবু - আছি দাঁড়াইয়া
কেন— কোন ভবিষ্যত তরে?

রাম— মাতা! হয়ো না কাতর তুমি।
জানি ওই কোমল হৃদয়
ভোগ লালসার দ্বন্দ্বে আত্মহারা হয়ে,
ডুবেছিল ক্ষণেকের তরে।
তা' বলে কি গেল চিরকাল?
কি করিবে—হে জননী মোর,
অতীতেরে দাও বিসর্জ্জন?

কৈকেয়ী— কি-সে আমি দিব বিসর্জ্জন?
নিজ হস্তে রচেছি যা—
প্রাণঘাতী সে-রচনা মাঝে,
শ্বাস মোর রুদ্ধ হয়ে আসে।
মনে আছে একদিন—
আশ্রয় চাহিয়াছিনু তোমার নিকটে,
সে আশ্রয় দিবে না কি আজ,
সর্ব্বহীনা এই রমণীরে?

রাম— কি আশ্রয় দিব আমি—
কি আছে আমার আজ
অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা বিনা?
কৈকেয়ী— ওরে, তোর সবই আছে—
আয় ফিরে, আয় অযোধ্যায়!
রাজদণ্ড ধর হাতে—নাই কিরে তোর?
দে আশ্রয়—কর মোরে ক্ষমা।
রাম— অপরাধী করো না জননী।
কৈকেয়ী— আসিবে না—করিবে না ক্ষমা?
রাম— মাতা! রামেরে জান না তুমি?
সে করিবে মায়ের বিচার,
তাঁহারে করিবে ক্ষমা, এ কি বল আজ?
দাও মোরে পদধূলি—ফিরে যাও ভরতে লইয়া,
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে তব আশীর্ব্বাদে
পুনর্ব্বার যাব অযোধ্যায়।

[ভরত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

ভরত— জানি তুমি নির্ম্মম পাষাণ!
ঢাল মা অজস্রধারে অনুতাপ-অশ্রু রাশি রাশি,
টলিবে না পাষাণের মন—
শিলাতলে চূর্ণ কর শির,
ব্রত তবু ভাঙ্গিবে না কভু।
চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল মাতা!
তোমারে ঢালিতে হবে তপ্ত-অশ্রুবারি,
তবে যদি মুছে যায় পাপ।

হে ধীমান! শোন, শোন প্রতিজ্ঞা আমার—
অযোধ্যার সিংহাসনে রামচন্দ্রে রাখি',
আর কেহ বসিতে না পারে।
দাও ওই পাদুকা যুগল—
সিংহাসনে করিয়া স্থাপন,
নন্দীগ্রামে করি বাস
রাম নামে অযোধ্যারে করিব শাসন।
আমারো এ সত্য—নির্ব্বাসন,
রাজহর্ম্ম্য বিলাস-ভূষণ,
সর্ব্ব পরিত্যজ্য মোর কাছে।
ফল মূলাহারী হয়ে চৌদ্দ বর্ষ কাল,
আমিও কাটাব সেথা অযোধ্যা বাহিরে
সেদিনের অপেক্ষায় বসি',—
যে দিনে রাঘব-বক্ষে ফিরে পা'বে অযোধ্যা-নগরী।
করো মোরে আশীর্ব্বাদ—
তব রাজদণ্ড যেন দুর্ব্বলতা-বশে···

[রাম ভরতকে জড়াইয়া ধরিলেন]

রাম— ভরত! মোর চোখে অশ্রু আসে কেন?
পাষাণে কেন রে জল-স্রোত?
মাতা—তুমি চেয়েছিলে
অযোধ্যার হ'বে রাজমাতা।
ভরত-জননী তুমি,
সত্য—সত্য—সত্য রাজমাতা।

কৈকেয়ী— সত্য আমি— সত্য রাজমাতা।

ফিরে ভরত-জননী
আরো এক শ্রেষ্ঠ পুত্র মোর—
যে জননী করে তা'রে সহস্র আঘাত,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে—
সে তা'রেই—দুই হস্ত ভরি'
ভক্তি অর্ঘ্য ঢালে রাশি রাশি।
দিতে যাই তীব্র হলাহল,
সে তাহা অমৃত জ্ঞানে তোলে ধরে মুখে।
হেলায় সম্পদ সুখ রাজত্ব বৈভব
যে করিতে পারে পরিত্যাগ —
সে যে মহা রাজ-অধিরাজ।
ওরে—ওরে দুই পুত্র মোর!
একবার আয় বুকে—
পাপভার হ'বে না লাঘব ?

[রাম ও ভরতকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন]

সত্য আমি—হে রাঘব!
সত্য যে কৈকেয়ী রাজমাতা।
তব ব্রত পূর্ণ হোক তবে।
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল অন্তরে তোমার,
শুনিবে আমারি কণ্ঠে মর্ম্মভাঙ্গা ডাক—
"ফিরে আয়—আয় বৎস ফিরে!"

যবনিকা